ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৮ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 5 January 2022 ■ আগরতলা ৫ জানুয়ারী, ২০২২ ইং ■ ২০ পৌষ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মঙ্গলবার আগরতলায় স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নিজস্ব ছবি।

এমবিবি বিমান বন্দরের নতুন টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধনে জনঢল দেখলেন মোদী

ত্রিপুরা পূর্বোত্তরের গেটওয়ে হচ্ছে শীঘ্রই, স্বর্ণোজ্জ্বল বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। ত্রিপুরাকে পূর্বোত্তরের গেটওয়ে হিসেবে পরিণত করার লক্ষ্যে জোর কদমে কাজ চলছে। দীর্ঘ কাল ধরে বয়ে বেড়ানো অভিশাপ থেকে এখন মুক্তির পথে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন ফেরি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সাথে তিনি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় টিনের ঘরও সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের প্রচেষ্টার প্রশংসা করলেন। এমবিবি বিমান বন্দরের নব নির্মিত টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধনে ত্রিপুরায় এসে আগরতলায় স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে জনসভায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় একথা বলেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ আগরতলায় এমবিবি বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন করেছেন। পাশাপাশি ত্রিপুরা সরকারের অভিনব প্রয়াস মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনা এবং মিশন ১০০ বিদ্যাজ্যোতি স্কুলস প্রজেক্টের সূচনা করেন তিনি। এদিন স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে ওই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল সত্যাদেও নারেইন আর্য, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া এবং প্রতিমা ভৌমিক সহ ত্রিপুরা মন্ত্রিসভার সদস্য ও সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা উপস্থিত ছিলেন।

আজ আগরতলা বিমানবন্দরে পৌছেই প্রধানমন্ত্রী নতুন টার্মিনাল ভবনটি ঘুরে দেখেন। টার্মিনালের প্রত্যেকটি অংশ খুব কাছে দেখে কাজের গুনমান যাচাই করেছেন তিনি। কেন্দ্রীয় বেসামরিক পরিবহণ মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া নতুন টার্মিনাল ভবনের মাস্টার প্ল্যান প্রধানমন্ত্রীকে বুঝিয়েছেন। সেখান থেকে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে আসার সময় রাস্তার দুই ধারে প্রচুর মানুষের ভিড় দেখে প্রধানমন্ত্রী আবেগপ্রবণ হয়ে পরেন। সে-কথা তিনি ভাষণেও উল্লেখ করেছেন এবং ত্রিপুরার মানুষের ভালবাসা দ্বিগুন হারে ফিরিয়ে দেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। আজ তাঁকে স্বাগত জানাতে ত্রিপুরার সংস্কৃতির সংমিশ্রণে নাচ ও গানের প্রদর্শনী হয়েছে।

আজ প্রধানমন্ত্রী স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে পৌছে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সাথে দেখা করেন এবং তাঁদের কাছ অভিজ্ঞতা জেনে নেন। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর পেয়ে এক জনজাতি কন্যা প্রধানমন্ত্রীকে সামনে পেয়ে খুশিতে কেঁদে ফেলেন। প্রত্যেকেই কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা প্রাপ্তি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে সবিস্তারে জানিয়েছেন।

এদিন জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, একুশ শতকের ভারত সকলকে সাথে নিয়ে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাওয়ার উদ্দীপনায় ভাসছে। ভারসাম্যহীন উন্নয়নের ফলে বহু রাজ্য প্রকৃত উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তাতে, মৌলিক পরিষেবাগুলিও তাঁদের কপালে জুটেনি। দশকের পর দশক ধরে ত্রিপুরা সেই বঞ্চনাই সহ্য করে গেছে। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় পূর্বতন সরকারের জমানায় দুর্নীতির গাড়ি জোর গতিতে ছুটত। এমনকি পূর্বতন সরকারের উন্নয়নের দীশায় সঠিক লক্ষ্য স্থির ছিল না। কিন্তু, সেই পরিস্থিতি থেকে ত্রিপুরা মুক্তি পেয়েছে। এখন ত্রিপুরায় হীরা মডেল কাজ করছে। তাঁর দাবি, হীরা মডেলকে সামনে রেখে ত্রিপুরা যোগাযোগের ক্ষেত্রে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

এমবিবি বিমান বন্দরের নব নির্মিত বিমান বন্দর সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, ত্রিপুরার সংস্কৃতি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধার সংমিশ্রণে নতুন টার্মিনাল ভবনের নির্মাণ হয়েছে। তাঁর দাবি, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আকাশপথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই বিমান বন্দরটি বিরাট ভূমিকা পালন করবে। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, ত্রিপুরাকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের গেটওয়ে হিসেবে পরিণত করার লক্ষ্যে জোর কদমে কাজ চলছে। সড়ক, রেল, আকাশপথে এবং জলপথে যোগাযোগের পরিকাঠামো উন্নয়নে অভূতপূর্ব বিনিয়োগ করা হচ্ছে। তাতে, বানিজ্য ও শিল্পের হাব হিসেবে পরিণত হওয়ার সাথে ব্যবসার করিডর হতে চলেছে ত্রিপুরা, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ডাবল ইঞ্জিন সরকার যখন ডাবল স্পিডে কাজ করে তখন তার জুরি মেলা ভার। তাঁর মতে, ডাবল ইঞ্জিন সরকারের অর্থ হচ্ছে সম্পদের সঠিক ব্যবহার, অর্থাত সংবেদনশীলতা এবং জনগণের শক্তি বৃদ্ধি করা সাথে সমৃদ্ধির জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা। এদিন প্রধানমন্ত্রী জনকল্যানে গৃহীত প্রকল্পের জন্য ত্রিপুরা সরকারকে বাহবা দিয়েছেন। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা গ্রামীন সমৃদ্ধি যোজনার মাধ্যমে গ্রাম স্বরাজের লক্ষ্যকে পূরণের দিকে পা বাড়িয়েছে ত্রিপুরা। কারণ, গ্রাম শক্তিশালী হলে তবেই দেশ মজবুত হবে।

সাথে তিনি যোগ করেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর জন্যই টিনের ছাদ দেওয়া ঘর এখন ওই প্রকল্পের সুবিধার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তিনি বলেন, বিগত সরকারের নীতির কারণে টিনের ছাদ দেওয়া ঘর প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর পাওয়ার যোগ্য ছিল না। কিন্তু, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় সরকার নতুন করে ভাবতে বাধ্য হয়েছে এবং নীতির পরিবর্তন করে এখন টিনের ছাদ দেওয়া ঘরও ওই যোজনায় সুবিধা পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হচ্ছে।

তিনি বলেন, একুশ শতকের ভারতকে আধুনিক করে তোলার জন্য নতুন প্রজন্মের চিন্তায় জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রনয়ণ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে হটাৎ করোনার সংক্রমনে বৃদ্ধি, ২৪ ঘন্টায় সংক্রমিত ৪৮

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। রাজ্যে করোনার দৈনিক সংক্রমণ এখনো অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এক শতাংশের নিচে থাকছে সংক্রমণের হার। কিন্তু, গত ২৪ ঘন্টায় হটাত করে সংক্রমণ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। বেড়েছে দৈনিক সংক্রমণের হারও। গত ২৪ ঘন্টায় ত্রিপুরায় ৪৮ জন করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। ফলে, দেশ জুড়ে ওমিক্রনের ভয়াবহতার মাঝে ত্রিপুরায় সংক্রমণের হারে সামান্য বৃদ্ধির প্রবণতা নিঃসন্দেহে চিন্তায় ফেলেছে। অবশ্য সুস্থতার খবরও রয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় ৫ জন করোনা আক্রান্ত সুস্থ হয়েছেন। তাতে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা হয়েছে ১৫৫ জন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআরে ৫৬৫ এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ২৩১৪ জনকে নিয়ে মোট ২৮৭৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআরে ৮ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনে ৪০ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলে গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ৪৮ জনের শরীরে নতুন করে করোনা সংক্রমণের খোঁজ পাওয়া গেছে। দৈনিক সংক্রমণের হার বেড়ে হয়েছে ১.৬৭ শতাংশ। গতকাল ১২ জনের দেহে নতুন করে করোনার সংক্রমণের খোজ মিলেছিল এবং দৈনিক সংক্রমণের হার ছিল ০.৭১ শতাংশ।

এদিকে, সুস্থতা স্বস্তি দিয়ে চলেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ৫ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তাতে বর্তমানে করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ১৫৫ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৮৫১৬৮ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৮৪১২০ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার হয়েছে ৩.৯১ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার হয়েছে ৯৮.৮৪ শতাংশ। এদিকে ০.৯৭ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। গত ২৪ ঘণ্টায় কারোর মৃত্যু না হওয়ায় এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৮২৬ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, পশ্চিম জেলাই করোনা সংক্রমণে শীর্ষস্থান দখলে রেখেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ৩০ জন, উত্তর জেলায় ৫ জন, সিপাহীজলা জেলায় ২ জন, খোয়াই জেলায় ১ জন, দক্ষিণ জেলায় ৪ জন, ধলাই জেলায় ২ জন, ঊনকোটি জেলায় ২ জন এবং গোমতি জেলায় ২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

বন্য হাতির আক্রমণে মৃত্যু ব্যবসায়ীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর ৪ জানুয়ারি।। মঙ্গলবার রাতে বন্য হাতির আক্রমণে মৃত্যু হল এক ক্ষুদ্র সবজি ব্যবসায়ীর। ঘটনা কল্যাণপুর থানা এলাকার কালিঞ্জয় সীপাই পাড়াতে। ঘিলাতলী পঞ্চায়েতের বাগবেড় এলাকার বাসিন্দা পেশায় ক্ষুদ্র সবজি ব্যবসায়ী সুকুমার দেবনাথ(৫০)। তিনি এদিন রাতে উত্তর মহারানী সবজির ব্যবসা সেরে বাড়ি ফেরার পথে কালিঞ্জয় সীপাই পাড়াতে রাস্তার উপর হাতির হামলার শিকার হন। তাতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান তিনি।

ঘটনার খবর চাউর হতেই জনমনে চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় কল্যাণপুর থানার পুলিশ এবং কল্যাণপুর বনদপ্তর আধিকারিকরা। খবর লেখা পর্যন্ত পুলিশ মৃতদেহ কল্যাণপুর হাসপাতলে আনতে পারিনি।

পুলিশ জানিয়েছে, এদিন রাত প্রায় আটটায় ওই ব্যবসায়ী ব্যবসা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধৃত এনএলএফটি উগ্রপন্থী ও সহযোগী

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৪ জানুয়ারি ।। এনএলএফটির এক সদস্য মিঠুন ত্রিপুরা এবং সহযোগি রাম কৃষ্ণ ত্রিপুরাকে আটক করেছে পুলিশ। গন্ডাছড়া থানার ওসি এবং আমবাসা থানার যৌথ উদ্যোগে অভিযান চালিয়ে পুলিশ এবং টিএসআর বাহিনী এনএলএফটির জঙ্গী সদস্য এবং তার সহযোগীকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে। মিঠুন ত্রিপুরা বাংলাদেশের খাগড়াছড়ি এবং রাম কৃষ্ণ ত্রিপুরা রইস্যাবাড়ির বাসিন্দা। রাম কৃষ্ণ ত্রিপুরাকে গন্ডাছড়া মহকুমার দাঙ্গাবাড়ি থেকে আটক করেছে পুলিশ। তিনি পেশায় গাড়ি চালক।

এনএলফটি কট্টর সদস্য মিঠুন ত্রিপুরা গতকাল রাতে রইস্যাবাড়ি থেকে আমবাসা যাবার পথে পুলিশের জালে ধরা পড়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধলাই জেলার গন্ডাছড়া রইস্যাবাড়ি সিমান্ত এলাকায় পিআরসি প্রাইভেট কোম্পানির কাছে ৬ লক্ষ টাকা দেবার জন্য ঠিকাদারের ☛ ৬এর পাতায় দেখুন

বিমান পরিকাঠামোয় উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অভূতপূর্ব উত্থান হয়েছে : জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। বিমান পরিকাঠামোয় উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অভূতপূর্ব উত্থান হয়েছে। ৭০ বছরে যা হয়নি, গত সাত বছরে প্রধানমন্ত্রী পদে নরেন্দ্র মোদী দায়িত্ব নেওয়ার পর বেশ কয়েকটি বিমান বন্দর ও হেলিপ্যাড পূর্বোত্তরে নির্মিত হয়েছে। আজ আগরতলায় স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে এমবিবি বিমান বন্দরের নব নির্মিত টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একথা বলেন কেন্দ্রীয় বেসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। এদিকে, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ওই জনসভায় দাঁড়িয়ে বলেন, আজকের ঐতিহাসিক জনসমাগম তিনটি উপহার প্রাপ্তির খুশি ব্যক্ত করছে। ৩৭ লক্ষ ত্রিপুরাবাসী প্রধানমন্ত্রী মোদীর পাশে আছেন।

এদিন জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া বলেন, ৭০ বছরে পূর্বোত্তরে মাত্র ছয়টি বিমান বন্দর ছিল। সেই জায়গায় গত সাত বছরে বিমান বন্দরের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫ এবং হেলিপ্যাড নির্মাণ করা হয়েছে ১৭টি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এদিন সারা দেশের পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলেন, ২০১৪ সালের পূর্বে দেশে ৭৪টি বিমান বন্দর ছিল। বর্তমানে সেই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৪০টি।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দাবি, ত্রিপুরায় এমবিবি বিমান বন্দরে নতুন টার্মিনাল ভবন রাজ্যের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তাঁর কথায়, আজকের দিনটি ত্রিপুরাবাসীর জন্য উতবের থেকে কোন অংশে কম নয়। সাথে তিনি যোগ করেন, এই রাজ্যের সমৃদ্ধ

মঙ্গলবার আগরতলায় জনসভায় বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যেতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। ছবি-নিজস্ব।

ইতিহাস ও সংস্কৃতি যার সাথে গুরুদেব রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের সংযোগ রয়েছে এখন এই সমগ্র অঞ্চলকে নিবিড়ভাবে যুক্ত করেছে। তাঁর দাবি, নতুন টার্মিনাল ভবনে অতিরিক্ত সুবিধাগুলি মহারাজা বীর বিক্রম মানিক্য দেববর্মনের কল্পনার বাস্তবায়ন হয়েছে।

এদিন তিনি ভোকাল ফর লোকালের জন্য সওয়াল করেছেন। তাঁর কথায়, স্থানীয় পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে পৌছে দিতে উদ্যোগ নেওয়া উচিত। কৃষি উড়ান স্কিমের অধীনে আনারস, কাঠাল ত্রিপুরা থেকে বিদেশের বাজারে পৌছে দেওয়া হয়েছে। সর্বোপরি, নতুন বিমান বন্দর অত্যাধুনিক সুবিধার সাহায্যে রাজ্যের যোগাযোগ ক্ষেত্রকে আরও শক্তিশালী করতে সক্ষম হবে, দাবি করেন তিনি।

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজকের ঐতিহাসিক জনসমাগম তিনটি উপহার প্রাপ্তির খুশির বহিঃপ্রকাশ বলে দাবি করেন। তিনি বলেন, সকাল ছয়টা থেকে দূর দুরান্তের মানুষ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণ শুনতে বাড়ি বের হয়েছেন। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আজকের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালিকাকে ধর্ষণে ব্যর্থ দুস্কৃতিকারীর হামলায় আহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, অমরপুর, ৪ জানুয়ারি ।। অমরপুরের নেতাজী কলোনি এলাকায় নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে তার বাবা-মাকে বেধড়ক মারধর করেছে দুস্কৃতিকারীরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, বেশ কয়েকজন যুবক নেতাজী কলোনি এলাকায় এক নাবালিকাকে তুলে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে। তখনই ওই নাবালিকার বাবা বাধা দেন। এগিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালিকা ধর্ষণে অভিযুক্ত যুবক গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৪ জানুয়ারি।। নাবালিকা ধর্ষণ কাণ্ডে অভিযুক্ত যুবককে শেষ পর্যন্ত আটক করতে সক্ষম হলো তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। ইংরেজি নববর্ষের দিন বিদ্যালয় থেকে বাড়িতে যাওয়ার পথে ১৩ বছর বয়সের এক নাবালিকাকে রাস্তায় একা পেয়ে পাশের নির্জন জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ উঠে প্রাণেশ রুদ্রপাল নামের এক যুবকের বিরুদ্ধে। অভিযোগ পেয়ে সাথে সাথে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে মাঠে নামলেও অভিযুক্ত পালিয়ে যায়। পুলিশ মামলা নিয়ে ঘটনা তদন্তে নামে। ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৭৬ ও ৪ পস্কো ধারায় মামলা গ্রহণ করে পুলিশ। তদন্তে নেমে পুলিশ অভিযুক্ত যুবকের এক ভাই ও এক নিকট আত্মীয়কে থানাতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে আসে। এর পরেই রাত দশটা নাগাদ তুইসিন্দ্রাই থেকে অভিযুক্ত যুবককে আটক করে থানায় নিয়ে আসে।

দাবি উঠেছে অবিলম্বে সঠিক তদন্তের মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করার। এদিকে ধর্ষণকারীর কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়ে মঙ্গলবার থানা ঘেরাও করে তেলিয়ামুড়া থানাধীন করকরি এলাকার গ্রামবাসীরা। অপরদিকে মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের নিকট এস.এফ.আই এবং ডি.ওয়াই.এফ.আই-এর তরফ থেকে এক প্রতিনিধি দল অভিযুক্তকে কঠোর শাস্তির দাবিতে ডেপুটেশন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশী চোলাই মদ কেনাবেচাকে কেন্দ্র করে রক্তাক্ত দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৪ জানুয়ারি।। দেশী চোলাই মদ কেনাবেচাকে কেন্দ্র করে রক্তাক্ত হয়েছেন দুই যুবক। মঙ্গলবার বিকাল ৪ টায় রাজনগর ব্লকের বরপাথরীর অন্তর্গত পূর্ব পিপারিয়া খলার আশ্রমপাড়া এলাকায় আদম আলী মিয়ার কুঠারের আঘাতে রক্তাক্ত হন বিশ্বজিৎ ত্রিপুরা এবং কমল ত্রিপুরা নামে দুই যুবক। আহতদের প্রথমে বড়পাথরী প্রাথমিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৃষি কাজে বাকবিতন্ডা, দুই প্রতিবেশীর মধ্যে সংঘর্ষে মৃত্যু এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৪ জানুয়ারি ।। বিশালগড় থানা এলাকার জাঙ্গালিয়ায় ধান কাটাকে কেন্দ্র করে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে সংঘর্ষে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। পেশায় কৃষক ওই ব্যক্তির নাম টিটু সরকার। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, জাঙ্গালিয়া এলাকার মানিক সিনহা ও তার ছেলে সুমন সিনহা জমিতে কৃষি কাজ করছিলেন। প্রতিবেশী টিটু সরকারও পার্শবর্তী জমিতে কৃষি কাজ করছিলেন। দু”পক্ষের মধ্যে কোন একটি বিষয়কে নিয়ে বাক বিতন্ডা শুরু হয়। একসময় বাকবিতণ্ডা চরম আকার ধারণ করে। তখনই মানিক সিনহা এবং তার ছেলে প্রতিবেশী টিটু সরকারের ওপর হামলা চালান। ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন টিটু সরকার। পরবর্তী সময়ে স্থানীয় লোকজন টিটু সরকারকে উদ্ধার করে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে যান।

অবস্থা সঙ্কটজনক হওয়ায় বিশালগড় হাসপাতাল থেকে তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি। এ ব্যাপারে থানায় অভিযুক্তদের নাম উল্লেখ করে মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্বশুর বাড়িতে এসিড খেয়ে আত্মঘাতী জামাতা

নিজস্ব প্রতনিধি, খোয়াই, ৪ জানুয়ারি ।। খোয়াইয়ের চাম্পাহাওরে শ্বশুর বাড়িতে এসিড খেয়ে আত্মহত্যা করলো জামাই। আত্মঘাতী জামাতার নাম সুরজিৎ কলই। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় গত দুদিন আগে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে শ্বশুর বাড়িতে বেড়াতে যায় সুরজিৎ কলই নামে ওই যুবক। মঙ্গলবার সকালে শ্বশুর বাড়িতে রাবার বাগানের জন্য মজুদ রাখা এসিড খেয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন তিনি। ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে প্রথমে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় খোয়াই জেলা হাসপাতাল থেকে তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা করা যায়নি।

জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন সুরজিৎ। মৃতের বাড়ি জিরানিয়া এলাকায়। কেন এই ঘটনা ঘটেছে সে সম্পর্কে এখনো পর্যন্ত বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি। তবে প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে স্ত্রীর সঙ্গে কোন বিষয় নিয়ে মনোমালিন্যের জেরে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এদিকে জিরানিয়ায় তার নিজ বাড়ি এলাকায় ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। ঘটনার আসল রহস্য উদঘাটন এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন মৃতের পরিবারের লোকজন এবং আত্মীয়-পরিজন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার জনমনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ৯১▫ ৫ জানুয়ারি ২০২২ ইং ▫ ২০ পৌষ ▫ বুধবার ▫১৪২৮ বঙ্গাব্দ

বামেদের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠিয়াছে

ত্রিপুরা,পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরালায় সিপিআইএম দশকের পর দশক ধরিয়া তাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া আসিতেছে। কিন্তু বর্তমানে রাজনৈতিক চাপের মুখে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাইতেছে বাম সংগঠ।একটি স্লোগানের নীরব বিদায় হিসাবেও দেখা যাইতে পারে ঘটনাটাকে। সিপিএম-এর সাম্প্রতিক একটি দলিল পার্টিচিঠি-২, সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় অনুমোদিত সপ্তদশ বিধানসভা নির্বাচনের পর্যালোচনা পড়িয়া মনে হইতেই পারে, বুদ্ধ-যুগ ছাড়িয়া সিপিএম যেন ফিরিয়া যাইতে চাইতেছে তাহাদের পুরনো দিনে। যেখানে বামপন্থা নিয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ কম, চেনা পথের উপর নির্ভরতা বেশি। কেউ এটাকে বলিতেই পারেন চরম বিপর্যয়ের মুখে এও এক ধরনের "ব্যাক টু বেসিকস"-এর ভাবনা-চিন্তা। কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ", শিল্পায়নের এই স্লোগান নাকি বামফ্রন্টের থেকে মানুষকে দূরে সরাইয়া নিয়া গিয়াছে। সিপিএম-এর পার্টিচিঠিতে বলা হইয়াছে, "নন্দীগ্রামের ঘটনাবলীর সময় আমরা কৃষি আমাদের ভিত্তি ও শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ স্লোগান দিয়াছিলাম, যাহা আমরা নির্বাচনেও প্রচার করি।

এই স্লোগান মানুষকে জমি অধিগ্রহণ নীতির সময়কালের কথা মনে করাইয়া দিয়াছে। যাহার ফলে বামফ্রন্ট থেকে গ্রামীণ মানুষ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।" বোঝা যাইতেছে, সরাসরি ভাবে না বলিলেও, প্রায় দেড় দশক পর শিল্পায়নের স্লোগানে "শান্তিতে ঘুমোও" অর্থাৎ "আরআইপি" মোহর লাগাইয়া দিল দল। ওই স্লোগান আর শোনা যাইবে বলিয়া মনে হয় না। কেন বার বার এই শোচনীয় পরাজয়? কারণ বিশ্লেষণের চেষ্টা হইয়াছে গত ৭৫ বছরে।এইবারের ফলই সব থেকে বড় বিপর্যয়। দু"টি ক্ষেত্রে বিস্ময় প্রকাশ করা হইয়াছে। প্রথম, ব্রিগেডে পার্টির ডাকে "দশ লক্ষ" মানুষের জমায়েত হইয়াছে, কিন্তু ভোটে তাহার কোনও প্রতিফলন নাই কেন! আর, দ্বিতীয়, সমস্ত ধরনের সংগ্রাম ও লড়াই আন্দোলন সত্ত্বেও ২০১৬-র বিধানসভা ভোটে পাওয়া ১৯.৭৫ শতাংশ ভোট কমিতে কমিতে ২০২১-এ ৪.৭৩ শতাংশ হইল কী করিয়া?

সিপিএম-এর ব্যাখ্যা, অন্য সব দলকে গুরুত্বহীন করিয়া তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপিই এখন রাজ্য রাজনীতিতে প্রধান শক্তি। একই সঙ্গে দলীয় কর্মীদের সতর্ক করিয়া বলা হইয়াছে, দলের কর্মীরা যেন না ভাবেন, এমন দ্বিমেরু রাজনৈতিক আবহ তৈরিতে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপির মধ্যে কোনও গোপন বোঝাপড়া হইয়াছে। বিজেপির রাজনীতি ব্যাখ্যা করিয়া লেখা হইয়াছে, দেশব্যাপী বিজেপির শক্তি বৃদ্ধির ফলে ভারতের সকল রাজ্যে বিজেপি এখন নিয়ন্ত্রক হইয়া উঠিতে চাইছে। ফলে ত্রিপুরাতেও তৃণমূল কংগ্রেস প্রবল চ্যালেঞ্জের মুখে। পশ্চিমবঙ্গ দখলের স্লোগান দিয়া বিজেপি অগ্রসর হইতে থাকে বিধানসভা ভোটে। তৃণমূল প্রবল ভাবে রুখিয়া দাঁড়ায়।ফলে লড়াইটা দ্বিমুখী হইয়া যায়। বিজেপির সঙ্গে তৃণমূলের লড়াইটা নকল লড়াই, ওদের মধ্যে গোপন সমঝোতা আছে, এমন ভাবনা যে দল এত দিন প্রচার করিয়াছিল এবং তাহা যে ভুল হইয়াছিল, এর ফলে যে দলের বিপুল ক্ষতি হইয়াছে, সে কথাও অকপটে স্বীকার করা হইয়াছে এই পার্টি-নথিতে। এই সব কথার মধ্যে দিয়া যেটা স্পষ্ট, সেটা হইল, সিপিএম তৃণমূল কংগ্রেস সম্পর্কে তাহাদের মূল্যায়ন আংশিক ভাবে হইলেও পাল্টাইয়াছে। তৃণমূল কংগ্রেসের নাম না করে বলা হইয়াছে, সর্বত্র দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় ভাবনাকে বিজেপির কেন্দ্রীয় সরকার আক্রমণ করিয়া চলিয়াছে এবং এর ফলে আঞ্চলিক দলের নির্বাচিত রাজ্য সরকারের অধিকার প্রতিনিয়ত আক্রান্ত হইতেছে বিজেপির হাতে। আর এই কাজ করিতে, আরএসএস প্রচারকদের রাজ্যপাল করিয়া সেই সব রাজ্যে পাঠানো হইতেছে। রাজ্য সরকারের স্বাধীনতায় নির্লজ্জ ভাবে হস্তক্ষেপ করিয়া চলে। এর ফলে ক্ষমতাসীন আঞ্চলিক দলের সঙ্গে বিজেপির সংঘর্ষ বাড়িতে থাকে। কখনও নাম করিয়া কেন এত কথা বলিতে হইতেছে ? সম্ভবত তৃণমূল সম্পর্কে দলের মূল্যায়ন যে বদলাইতেছে সেই কথাটা দলের উপর থেকে নীচ পর্যন্ত সর্ব স্তরে নিয়া যেতে চাইছেন নেতারা। এটা সিপিএমের রাজনীতিতে একটা পরিবর্তনের ইঙ্গিত।

লক্ষীর ভান্ডারের জন্য কর্মীদের ডিএ-তে কোপ, প্রশ্ন শুভেন্দুর

কলকাতা, ৪ জানুয়ারি (হি. স.) : লক্ষীর ভান্ডারের অর্থের সংস্থানের জন্য রাজ্যের সরকারি কর্মীদের ডিএ-তে কোপ পড়ছে কি না, সেই প্রশ্ন তুললেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

টুইটারে তিনি লিখেছেন, "পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মচারী এবং পেনশন প্রাপকদের মহার্ঘ ভাতার মত ন্যায্য অংশের ব্যয়ে কি লক্ষ্মীর ভান্ডার'-এর অর্থ বরাদ্দ হচ্ছে? মুখ্যমন্ত্রী কি এটাকে সমর্থন করার জন্য যথেষ্ট সাহসী হবেন? মাননীয় রাজ্যপাল দয়া করে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মচারীদের দুর্দশার দিকে নজর দিন।"টুইটের সঙ্গে একটি নথি যুক্ত করা হয়েছে। তাতে লেখা, ইতিমধ্যেই ওঁরা প্রাপ্য বকেয়া থেকে চার বছর বঞ্চিত হয়েছেন। বেতন কমিশনের বৃদ্ধি ২০১৬ সালে কার্যকর হওয়ার কথা ছিল, ২০২০ সালে প্রয়োগ করা হয়। তাও কোনও ডিএ ছাড়াই।

ভারতের অন্যান্য অংশে এটা নজিরবিহীন। অতীতে পশ্চিমবঙ্গে ঘটেনি। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মচারীদের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় ২৮ু কম ডিএ দেওয়া হচ্ছে। যার অর্থ তাঁদের এক তৃতীয়াংশ কম বেতন দেওয়া হচ্ছে। যেমন সর্বনিম্ন বেতনভুক্ত গ্রুপ ডি কর্মীদের বেতন ১৭, ০০০/মাস টাকা। এর থেকে ২৮ু বঞ্চিত হচ্ছেন। ৪,৭৬০/প্রতি মাসে ধরে ৪,৭৬০ অ ১২ গু টাকা ৬৭,১২০/- বছরে বঞ্চিত হচ্ছেন লাখ লাখ পদের কর্মীরা। যাঁরা এখনও চাকরিতে আছেন তাঁরা বার্ষিক ৩ু ইনক্রিমেন্ট পাচ্ছেন; কিন্তু লক্ষ লক্ষ পেনশন হোল্ডারদের অবস্থা বিবেচনা করে যাঁরা বার্ষিক ইনক্রিমেন্টের অধিকারী নন, তাঁরা কীভাবে তাঁদের ২৮ু ডিএ-এর ন্যায্য অংশ থেকে প্রতারিত হচ্ছেন?"

লাগাম ছাড়া করোনা সংক্রমণ, সপ্তাহান্তে কমছে মেট্রোর সংখ্যা

কলকাতা, ৪ জানুয়ারি (হি. স.) : রাজ্যে দ্রুত ছড়াচ্ছে করোনা সংক্রমণ। আর তার জেরেই শনিবার ও রবিবার কমানো হচ্ছে মেট্রোর সংখ্যা। আগামী ৮ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হবে এই নিয়ম।

শনিবার ও রবিবার সন্ধেয় দুটি মেট্রোর মধ্যে ফারাক থাকবে ৩০ মিনিটের। শনিবার বর্তমানে ২৩০ টি মেট্রো চালানো হয়। এবার থেকে সেই সংখ্যা কমিয়ে করা হবে ২২৪। আর রবিবার ১২০ টি মেট্রোর বদলে চলবে ১১৪ টি ট্রেন। সকালে মেট্রো পরিষেবা শুরুর সময়ে কোনও বদল আনা হয়নি। তবে শেষ মেট্রোর সময়ে বদল এসেছে। শনিবার রাত ৯ টা ১৮-র বদলে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষগামী শেষ ট্রেন ছাড়বে ৮ টা ৪৮ মিনিটে। দমদম থেকে ৯ টা ৩০- এর বদলে কবি সুভাষগামী শেষ ট্রেন ছাড়বে ৯ টায়, আর কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বরগামী শেষ ট্রেন ৯ টা ৩০- এর বদলে ছাড়বে রাত ৯ টায়।

আর রবিবারও শেষ ট্রেনের সময় একই। রাত ৯ টা ১৮-র বদলে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষগামী শেষ ট্রেন ছাড়বে ৮ টা ৪৮ মিনিটে। দমদম থেকে ৯ টা ৩০- এর বদলে কবি সুভাষগামী শেষ ট্রেন ছাড়বে ৯ টায়, আর কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বরগামী শেষ ট্রেন ৯ টা ৩০- এর বদলে ছাড়বে রাত ৯ টায়। প্রসঙ্গত, সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় যাত্রী সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে সোমবার থেকেই ফের বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কলকাতা মেট্রোর টোকেন পরিষেবাও। বর্তমানে কেবল স্মার্ট কার্ড দিয়েই যাতায়াত করতে পারবেন যাত্রীরা। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

হাওয়াই চপ্পল পড়ে হাওয়াই আড্ডায় ভারত হোক সবার

ডা: কনক চৌধুরী

১৯৪২ এ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো এক প্রান্তিক রাজার স্বপ্ন। আজ তা আন্তর্জাতিক রূপ পেলো সম্পূর্ণভাবে।

অনেকদিনের ফারাকে স্বপ্নপূরণ। সবাই সবকিছু"র পূর্নতা দিতে পারে না।

অনেকে অপরের স্বপ্নকে দাবিয়ে রাখে।

আর কেউ কেউ স্বপ্ন নিয়ে বাঁচেন,অন্যের জন্য হন কল্পতরু।

তাই, যখন বিবেকানন্দ ময়দান থেকে তীক্ষ্ণ ভাবে আওয়াজ উঠে, হাওয়াই চপ্পল পড়েই বা কেনো যাওয়া যাবে না হাওয়াই আড্ডায়, কেনো জনমানসে হবে না স্বকীয়তার অনুরনন?

সব সম্ভব।

শুধু চাই আপমর জনসাধারণের জন্য আজন্মলালিত ভালবাসার প্রকাশ। অনেক বছর আগের রাজার মননের উৎকর্ষতার বহিঃপ্রকাশ ঘটলো ত্রিপুরায়, ভারতের প্রধানমন্ত্রী"র হাত ধরে। কি দুর্দান্ত আজকের এই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর।

ইতিহাস কথা বলে!

শেষ বিকালের ছায়ায় আমরা জানতে পারলাম আরো গল্প। পর্দায় দেখলাম শ্রী নরেন্দ্র দামোদর মোদি"র সাথে মত বিনিময় কালে একজন নারী আবেগঘন হয়ে উঠলেন তার নির্মীয়মান প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পের বাড়ির কথা বলতে বলতে। আমরা জানলাম সেই সময়ের কথা, যখন মাটির বাড়ির উপর টিন বা লোহার কাঠামো থাকলেই বলা হতো ---পাক্কা বাড়ি ! বছরের পর বছর। বছরের পর বছর নিজের মানুষের প্রতি ভ্রষ্টাচারের গল্প। নয়ছয়ের বহমানতা।

আঠারো"র পরিবর্তনের পর এই রাজ্য আর কেন্দ্রের উদ্যোগে পরিবর্তন হলো পাক্কা আর কাচ্চা বাড়ির সংজ্ঞা।

প্রায় এক লক্ষ আশি হাজার মানুষ পেতে যাচ্ছেন সত্যিকারের পাকা বাড়ি বর্তমানের ত্রিপুরায়। প্রধানমন্ত্রী সরাসরি ধন্যবাদ জানিয়েছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব"কে। একটা কল্যাণময় অনুভূতির প্রকাশ।

বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প নিয়ে যে যাই বলুক,আসলে উপকার হবে আপমর জনসাধারণের। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় শিক্ষানীতির নিরিখে প্রকল্পিত এই মিশন ১০০ ইস্কুলে"র সঠিক বাস্তবায়নের পথ খুব একটা সোজা হবে না তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু, এই বিদ্যাজোতির বাস্তবায়নে ত্রিপুরা"র সার্বিক শিক্ষাক্ষেত্র উর্বরতা পাবে,তাতে আমাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। গুজব ও রটনায় মশগুল থেকে এই প্রকল্পের খুত খুঁজে বের করার চেষ্টা শুধুই সস্তা রাজনীতি। এতে মানুষের মন ভেজে না আজকাল। নিজের শিশু,নিজের ভবিষ্যত ভালো থাকুক তা কে না চায়?

ভালো প্রস্তাবনাকে বানচালের চেষ্টায় কিছু হবে না, মহারাজ বীর বিক্রম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর-ই তো এর সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ। জনজাতিদের ব্যবহার করে,তাদেরই রূপকারদের বিস্মৃতির অতলে তলীয়ে দেয়ার কান্ডারিরা আজ কোথায় ?

কোন সন্দেহ নেই, এই মঞ্চ ছিলো রাজনীতির।

কিন্তু,সভা থেকে যে জনকল্যানমুখী আওয়াজ দিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, তা ভারতআত্মার বানী। সতর্কতা, স্বকীয়তা ও সংবেদনশীলতার আহবান শুনলাম আমরা।

মনে পড়ে গেলো পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ে"র কথা, 'আমি রাজনীতি করার জন্য রাজনীতিতে আসিনি,আমি রাজনীতিতে সাংস্কৃতিক রাজদূত।'

রাস্তা,মাঠ জুড়ে আবাল বৃদ্ধ বনিতা"র সমাগম ও ভালবাসাকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী ঠিক একইভাবে ফিরিয়ে দেবার অঙ্গীকারবদ্ধ হলেন এবং সেইসাথে নতুন প্রজন্মের রাজনৈতিক প্রমুখদের এগিয়ে আসতে উদাত্তন্টে আহবান জানালেন।

ত্রিপুরাকে প্রনাম জানিয়ে বিদায় নেবার সময় দেশের প্রধান সেবক কি ভেবেছেন জানি না, কিন্তু আমি নিশ্চিত, দুপুরের শীতমাখা রোদে নরসিংগড় এর কিশোরদের উদ্দেশ্যে তিনি অস্ফুট উচ্চারনে বলেছেন, হর হর মহাদেব !

ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ হোক।

বিলুপ্ত ভাষার খোঁজে

মুহাম্মদ শাহাবুদ্দিন

মানুষের বিবর্তনের একটা স্তরে এসে মানবভাষার সৃষ্টি হয়েছে। এই ভাষা সভ্যতার ছন্দকেই বয়ে নিয়ে গেছে। জীবন ও সংস্কৃতির স্রোত ভাষাকে নিয়েই তার উপলব্ধিকে ব্যক্ত করেছে। আবার বহু ভাষা। ভাষার এ মরা স্রোত যেন বিষন্ন বেদনার মতো। ভাষাবিদদের বিচারে প্রতি জনপদের পাঁচ কিলোমিটার অন্তর মানুষের কথ্য ভাষা সামান্য হলেও পরিবর্তিত হয়।এই পরিবর্তনই কালক্রমে বৃহৎ আকার ধারণ করে এক-একটি গোষ্ঠীর কথ্যভাষারূপে প্রচলিত হয়। বর্তমান সময়ে এই ধরনের পরিবর্তন সহজলভ্য হয়ে উঠছে না। কারণ প্রাচীন জনগোষ্ঠীরা নিজেদের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে ঘটত। পরবর্তীকালে আধুনিকতার গতিতে পারস্পরিক যোগসূত্রটি খুব সহজ হয়ে গেছে। একক বৈশিষ্ট্য নিয়ে স্বতন্ধ বজায় রাখতে পারছে না। কিন্তু পঞ্চাশ বছর আগেও সারা পৃথিবীতে এমন বহু ভাবা ছিল যেগুলি তাদের নিজস্বতার বাণীবাহক। আসলে নির্দিষ্ট শাসন পর্বে বিভিন্ন প্রচলিত উপভাষা তাদের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে শিষ্ট ভাষার মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। আজও দু-একটি শব্দ অথবা প্রবাদ প্রবচনে হয়ত তাদের খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু তাদের আদি কাঠামোটি আজ আর নেই। সারা পৃথিবীর ভাষার ক্ষেত্রে এ কথাটি সত্য।

Alaska Native Language Archive-এর পরিচালক মার্কিন ভাষা বিজ্ঞানী ক্রাউজ স্তরের দশকে ভাষার বিপন্নতা ও বিলুপ্তি নিয়ে তার গবেষণার বিশদ তথ্য প্রকাশ করেছিলেন। যেখানে ছিল ভাষার বিপন্নতা নিয়ে ক্রমিক বিশ্লেষণ। ভাষার বিপন্নতা নিয়ে প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন বসে কানাডার কুইবেক শহরে ১৯৯২ সালে। UNESCO-র উদ্যোগে সেখানে বিপন্ন ভাষাগুলিকে নিয়ে এক তালিকা প্রস্তুত করা হয় The Red Book of Dangerous Language নামে। ইউনেস্কোর হিসেবে গত ১০০ বছরে মৃত্যু হয়েছে এমন ভাষার সংখ্যা দুশোরও বেশি। যে হাজার ছয়েক ভাষায় পৃথিবীর মানুষ এমন কথা বলে তার মধ্যে প্রায় দু"হাজার ভাষা হয় বিপন্ন না হয় ক্রমশ মৃত্যুর মুখে চলে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক হিসেবনিকেশে বিশ্বভাষা মানচিত্রে এমন দু"শতাধিক ভাষা আছে যে

ভাষায় কথা বলেন দশ জনেরও কম মানুষ। লুপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে কতকগুলো স্তর লক্ষ্য করা গ্রেছে। যে স্তরগুলি তার বিপন্নতার প্রবণতা। প্রথমত একটা অল্প প্রচলিত ভাষাকে একটা বহুল প্রচলিত ভাষা প্রভাবিত করে ফেলে। আর একটাকারণ নতুন প্রজন্ম নিজেদের প্রচলিত ভাষাকে খুব কম চর্চা করেছে বা শিখছে। এইভাবে ভাষা লুপ্ত হয়ে যাওয়ার সময় একটা জনগোষ্ঠীর ভাবনা ভাষায় অনেকটা জায়গা শূন্য হয়ে পড়ে। এই [illegible] অনেক ঐতিহ্য, অভ্যাস, সামাজিক রীতিনীতি সৃষ্টিকথা। ১৯৯২-তে জার্মান ভাবাতবন হান্স স্যাসে ভাষার মৃত্যুতত্ব গবেষণায় ভাষাকে কম ব্যবহারের ওপরই গুরুত্ব দিয়েছেন। ভাষার অবলুপ্তির কারণ দেখাতে গিয়ে সব ভাষাবিদদের মোটামুটি একই বিচার-- একটি কথিত ভাষা তখনই বিলুপ্ত ভাষায় পরিণত হয় যখন একটি বহুল প্রচলিত ভাষা সরাসরি অন্য ভাষার দ্বারা অপসৃত হয়ে লুপ্ত হয়ে যায়। মূলত উপনিবেশবাদী দেশগুলির ভাষা- ইংরাজি, ফ্রেঞ্চ, পর্তুগিজ, স্প্যানিশ, ডাচ এবং পশ্চিম ইউরোপীয় লাতিন ভাষা মহাদেশগুলির আঞ্চলিক ভাষাকে সরিয়ে দিয়েছে। এই সরে যাওয়া বহু ভাষার কোনো বক্তা নেই। লিপিও খুঁজে পাওয়া যায় না। হয়ত কোথায় লুকিয়ে আছে অপরিচয়ের আড়ালে।

১৯৫১ সালে আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল Ethnologue বিশ্বভাষা সমীক্ষার এই প্রতিষ্ঠান প্রতি বছর প্রকাশ করে চলেছে ভাষার বিপন্নতা নিয়ে নানান সমীক্ষা। তাদের তথ্য মতে পৃথিবীতে এখন অস্তিত্বশীল ভাষার সংখ্যা সাত হাজারের বেশি। বলা হচ্ছে পৃথিবীতে ভাষা সবচেয়ে দ্রুত বিলুপ্ত হচ্ছে পূর্ব সাইবেরিয়া, উত্তর অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যাঞ্চল থেকে। এইসব অঞ্চলের ভাষার মৃত্যু সামাজিক ভূগোলের পরিচয়, ধারণা অনেকটা মুছে দিচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদের হাজারো তথ্য, নাম, ব্যবহৃত গাছ লতাপাতার বহু ভেষজ ব্যাখ্যা বিধিবদ্ধ ভাষার জন্ম এবং তার চর্চা কবে থেকে, এ নিয়ে ভাষা বিজ্ঞানীদের মধ্যে আছে নানান মত। মনে করা হয় উচ্চারণ বিধি নিয়ে ভাষা জন্মেছে হাজার দশেক বছর আগে। যে সময়টাকে সভ্যতার সূচনাকাল বলেও ধরা হয়। আমাদের দেশে দুটি প্রাচীন ভাষা সংস্কৃত ও তামিল। সংস্কৃত ভাষা সাহিত্যে চর্চা বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় অবধি চালু থাকলেও সংস্কৃতে কথা বলেন পনেরো হাজারের কাছাকাছি মানুষ। সংস্কৃতে কথা বলা মানুষ মূলত আছে কেরলের গ্রামাঞ্চলে। আন্দামান নিকোবরের দ্বীপপুঞ্জের নটি জনজাতির ভাষা আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এখানকার দ্বীপমালার জারওয়া, অঙ্গে, মুয়োট,

সেন্টিলেজ, টাকা হানিনিং ভাষার ইতিহাসে এখন লুপ্ত ভাষা।

ঝাড়খণ্ডের বিরহোড়, মহারাষ্ট্রের নিহালি, তামিলনাড়ুর কোটা, কর্ণাটকের কোরাঙ্গা ও পেঙ্গ, মেঘালয়ের রুঘা এখন বিপন্নতার শেষ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। মণিপুরের কইরেন, লামগাং, লাংগ্রং ভাষারও একই পরিণতি ঘটেছে। মাত্র পাঁচ জন মানুষ কথা বলেন চট্টগ্রামের রাঙামাটির শৌরা ভাষায়। কিছু ষাটোর্ধ্ব জনা চল্লিশ মানুষ কথা বলেন পার্বত্য রেংমির্চা ভাষায়। দিনজপুরের সীমান্ত এলাকায় কয়েকটি পরিবারের মধ্যে প্রচলিত আছে কড়া ভাষা। এখনও পর্যন্ত নবুইজনের মধ্যে বেঁচে আছে এই ভাষাটি। নেপালের খোটাং তাপ ও রাভভ নদীর তীরের পাহাড়ি গ্রামগুলিতে এককালের প্রচলিত তিবৃতী বার্মা ভাষা পরিবারের অনেক কথ্য ভাষা হারিয়ে গেছে।

প্রথম খ্রিস্টপূর্বাব্দে আর্মেনিয়ার শাসক ছিলেন রাজা মিথরাডেটস। অনেক এতিহাসিকের ধারণায় তিনি ছিলেন পৃথিবীর প্রথম ভাষাবিদ।এই সময়কার বহু মৃত ভাষাকে তিনি জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। এইভাবে এক সময়ের হিব্রু ভাষা নতুন করে জন্ম নেয় উনিশ শতকের শেষ দিকে। পঞ্চম শতাব্দীতে হারিয়ে যাওয়া হিব্রু ভাষা শুধু বেঁচেছিল হিরু বাইবেলের স্তোত্রের মধ্যে। এলিয়েজের বেন ইয়েহুদা নামে একজন রুশ বংশোদ্ভূত ইহুদি হিব্রু ভাষার পুনরুদ্ধারে এগিয়ে আসেন। সাড়ে ন'লক্ষ অধিবাসী অধ্যুষিত ইসরায়েলে হিব্রু ভাষা এখন সরকারি ভাষা। জাপানের হোকাইদো ছীপ, রাশিয়ার সাখালিন ও কুরিল দ্বীপপুঞ্জ এবং হুনশু দ্বীপ সমূহের আইনু ভাষা আবার ফিরে এসেছে জাপানি ভাষার প্রভাবে। এখানকার প্রাচীন ভাষাগুলিকে প্রভাবিত করে ফেলে। পেরুর আন্ধুকনা নদী উপত্যকার তাওশিরো এখন মৃতপ্রায় ভাষা। এখানকার দু-চারজন মানুষ স্প্যানিশ ভাষাকেই নিজের করে নিয়েছে। কলম্বিয়ার ওয়াবারো নদী তীরের উপজাতি মানুষের তিনিগুয়া ভাষা আজ আর নেই। আমাজনের লিমোইতো গ্রামের অশীতিপর রাইমুক আযাভেলিনো

হলেন প্রাচীন কাইজান ভাষার শেষ প্রতিনিধি আর্জেন্টিনার মৃতপ্রায় ভাষা পুয়েলচি এখন মাত্র ছ'জন মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। মেক্সিকোর সোনোরান মরু অঞ্চলে বহু ভাষা আছে যেগুলি উর মরুর মতো শুকিয়ে গেছে। গুটিকয়েক মানুষের মধ্যেই শুধু বেঁচে আছে এখানকার ভাষা। মায়া সভ্যতার ভাষা পরিবার থেকে বেলিজ ও ক্যারিবিয়ান সাগর পেরিয়ে এ ভাষা মেক্সিকোর জনজাতির মধ্যে এসে পৌঁছেছিল হাজার বছরেরও আগে। আমেরিকার কলারেডো নদী সংলগ্ন কুকাপস জাতির কথ্যভাষা হারিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। হাজার বছর ধরে তারা মাছ ধরার জীবিকাকেই

অবলম্বন করেছিল। কুকাপস মানুষের সংখ্যা তিনশোর মতো। তাদের ভাষা হারানোর সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছে নদী উপত্যকার লৌকিক জীবনের নানা পরিচয়।

ভাষা সংকটের ছায়াঘন চেহারার আরও দেখা মেলে মহাসাগরীয় দ্বীপমালায়। এখানকার বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর ভাষা সবচেয়ে বেশি লুপ্ত হয়েছে। মহাদেশীয় মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে জলপথের দূরত্ব থাকায় বৃহৎ জনগোষ্ঠীর ভাষার সঙ্গে এই ভাষাগুলির মিশ্রণও ঘটেছে কম। আবার আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অন্যান্য মহাসাগরীয় দ্বীপগুলিতে এমন জনজাতি ছিল, তারা তাদের ধর্ম, লোকাচার, জীবনযাপনের ভাষা, ব্যবহারিক দ্রব্য, ওষধির নাম গোপন করে রাখত। ফলে ভাষা গবেষকদের কাছে সে ভাষার কথ্য নিদর্শন পৌঁছতেও পারেনি। লেমেরিগ এক সামুদ্রিক ভাষা। হাওয়াই দ্বীপ থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে ৮০টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত ভানুয়াতু প্রজাতন্ত্র ২০০০ সালের পর থেকে এখানকার দ্বীপ সমূহে লেমেরিগ ভাবী মানুষ আর একটিও খুঁজে পাওয়া যায় না। ইন্দোনেশিয়ার উপসাগরীয় অঞ্চল সেন্ডেরা ওয়াসিন্ডতে আদিবাসী মানুষদের দুসনা ভাষায় কথা বলে দু'জন মাত্র মানুষ। ভাষার মৃত্যুর এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল উনিশ শতকে। ১৮২৭ থেকে ১৮৩২ সাল এই পাঁচ বছরে অস্ট্রেলিয়ার তাসমানিয়া দ্বীপ থেকে চিরতরে লুপ্ত হয়ে গেছে এখানকার আদিম উপজাতির ভাষা। ভাষার এই অবলুপ্তি কোনো বিবর্তনে ঘটেনি, অবলুপ্ত হয়েছে পাচ বছর ধরে ৫০ হাজার মানুষকে উপনিবেশ শক্তির দ্বারা নির্বিচারে গণহত্যায়। ইথিওপিয়ার ওয়েইটো

নদীতটের অঙ্গোটা ভাষা এখন প্রায় বিলুপ্ত হয়ে মিশে গেছে স্থানীয় সামাই ভাষার সঙ্গে। লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে পশ্চিম আফ্রিকার এনজেরেপ ভাষা। গিনি উপসাগরীয় অঞ্চল, জোস মালভূমি, নাইজার ও বেনুয়ে নদীর তীরবর্তী গ্রামগলিতে এই ভাষার ব্যবহার ছিল। তবে এই ভাষার পুনরুজীবনের চেষ্টা চলছে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে।

একটা সময় ছিল ভাষার লিপিহীন যুগ। লিপিহীন ভাষা ছিল সবদিক থেকেই অসংরক্ষিত। তাই লুপ্তও হয়েছে দ্রুত। লিপি আবিষ্কারের আগে শর্ততির ওপরই মানুষের নির্ভরতা ছিল। অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে জীবনের গতি তখন এগিয়ে যেত। লিপিবদ্ধ ভাষা সমাজবদ্ধতাকেই নিয়ে এসেছিল। ভাব, ভাষা, ধ্বনি, উচ্চারণের পর হাজার হাজার বছর সময় লেগেছে লিপি সৃষ্টির। আবার লিপিবদ্ধতায় রূপ নিতে নিতে বহু কথ্য ভাষা সন্ধানে পথ খুঁজেছে। সঙ্গে নিয়ে গেছে সংস্কৃতি। যে জনগোষ্ঠীগুলি ভূখণ্ডের কাছাকাছি বসতি স্থাপন করতে পেরেছিল তারা জীবনধারণের মধ্যে ঈষৎ পরিবর্তিত করেও টিকিয়ে রেখেছে তাদের ভাষাকে। কিন্তু যারা দূর দ্বীপে বা পাহাড় ভিডিয়ে অন্য ভূখণ্ডে জীবনযাপনের উপায় খুঁজেছে তাদের মূলভাষা বহু ক্ষেত্রেই বিচ্ছিন্ন থেকেছে বা লুপ্ত হয়ে গেছে। শুধু পাওয়া যায় ভাষা অথবা লিপির কিছুটা সাযুজ্য। তাই দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় ভাষা থেকে এশিয়া মাইনরের হায়রাগ্লিফিক কিংবা পারস্য উপসাগরীয় তেলিমুন ডেলিমুনের বন্দর সভ্যতার লিপি ও ভাষার মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। যা অনেকটাই সম্ভবপর হয়েছে সমুদ্রপথ বাণিজ্য ও সংস্কৃতির প্রবহমানতায়। গবেষকরা বলছেন, পার্বতী শক্তিশালী ভাষার প্রভাবে অবহেলিত ভাষা বিপন্ন হওয়ার উদাহরণ নতুন নয়। এ অবহেলা রুখতে জাতি ও প্রতিহারক্ষার কথা মাথায় রেখে ভাষাগুলির সংরক্ষণের দায়িত্ব নিতে হবে সবাইকে। দেশে দেশে বনু বিশ্ববিদ্যালয় ও তাদের গবেষকরা

মৃতপ্রায় ভাষাকে সংরক্ষণ করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। মানুষের অন্তর অনুভূতির সবচেয়ে গভীরতম এবং সহজতম প্রকাশ যে মাতৃভাষা তাকে বজায় রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। মাতৃভাষার মর্যাদা দিতে ১৯৯৯ সালে জাতিসংঘ ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছেন। ২১শে ফেব্রুয়ারি শুধু মাতৃভাষার দাবিতে বাঙালির রক্তঝরা আত্মোৎসর্গের ইতিহাসই

ভাষা মুক্তির প্রভাতফেরী। গত শতাব্দীতে জে বি হফম্যান রচনা করেছেন ৪১৫১৯ ১৫৪০০ ভাষা চর্চার সুবিশাল ভাষা বিশ্বকোষ। যেখানে তিনি পৃথিবীর প্রচলিত অপ্রচলিত ভাষা ভান্ডারকে এক জায়গায় আনতে চেয়েছেন। বিশেষত, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড়, উৎকল ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। ১৯৭৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ড. অসিতকুমার বন্দোপাধ্যয়ের তত্বাবধানে বাংলা বিভাগের ভাষা গবেষণা পরিষদ আঞ্চলিক কথ্যভাষার অনুসন্ধানের কাজ শুরু করেছিল। সারা বিশ্বজুড়েই বেড়েছে ভাষাকে সংরক্ষণের তাগিদ। এই তাগিদেই বহু ভাষাকে মানুষের কাছে ফিরিয়ে আনাত্ত গছে। বাঁচিয়ে তোলা গেছে অনেক আঞ্চলিক মাতৃভাষাকে। তবে শুধু সংরক্ষণ নয়, ব্যবহারই একমাত্র উপায় ভাষাকে রক্ষা করার। মনে রাখতে হবে হওয়ার পথে ভাষাকে যখন একটা জন ধরে রাখতে পারছে না, তখন সেই ভাষার একজন দু'জন মানুষের পক্ষে তাকে বাঁচিয়ে রাখা কখনোই সম্ভব নয়। তাই ভাষাকে বাঁচানোর উদ্যোগ হতে হবে আরও ব্যাপক। মানুষের অতীত এতিহ্যের অনেক ফসল। ভাষাবিজ্ঞানীদের আশঙ্কা, এই শতাব্দীর শেষে প্রচলিত ভাষার অনেকটাই অবলুপ্ত হয়ে যাবে। তা যদি হয় তাহলে তো পৃথিবীর কোণে কোণে ফেলে আসা লোকজীবনের কথামালাও হারিয়ে যাবে। প্রাণময় সভ্যতার কত কলরব আর আমরা অনুমান করতে পারব না। ভাষা বৈচিত্রের রামধনু রং মুছে গেলে পৃথিবীটা তখন হয়ে উঠবে আমাদের পূর্বপুরুষদের বসতির মতো। তাই বলে প্রচলিত ভাষার পাশাপাশি তাকে নিয়ে আসতে হবে একেবারে জীবনের স্রোতে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় মঙ্গলবার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে জনঢল। ছবি ঃ নিজস্ব

ভারতে ওমিক্রনে আক্রান্ত বেড়ে ১,৮৯২ দেশের মধ্যে শীর্ষে মহারাষ্ট্র ও দিল্লি

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি (হি.স.): ভারতে পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে করোনার নয়া রূপ ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা। মঙ্গলবার (৪ জানুয়ারি) সকাল পর্যন্ত ভারতে ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১ হাজার ৮৯২ জন, ওমিক্রনে সংক্রমিত ১,৮৯২ জনের মধ্যে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৭৬৬ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত ভারতে ওমিক্রনে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১,৮৯২-তে পৌঁছেছে, মোট ২৩টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সন্ধান মিলেছে ওমিক্রনের। ওমিক্রনে আক্রান্তের নিরিখে দেশের মধ্যে সর্বাগ্রে মহারাষ্ট্র, তারপরই দিল্লি। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক মঙ্গলবার সকালের বুলেটিনে জানিয়েছে, মহারাষ্ট্রে ওমিক্রনে মোট আক্রান্ত ৫৬৮ জন, দিল্লিতে ৩৮২ জন, কেরলে ১৮৫ জন, রাজস্থানে ১৭৪ জন, গুজরাটে ১৫২ জন, তামিলনাড়ুতে ১২১ জন, তেলেঙ্গানায় ৬৭ জন, কর্ণাটকে ৬৪ জন, হরিয়ানায় ৬৩ জন, ওড়িশায় ৩৭ জন, পশ্চিমবঙ্গে ২০ জন, অন্ধ্রপ্রদেশে ১৭ জন, মধ্যপ্রদেশে ৯ জন, উত্তর প্রদেশে ৮ জন, উত্তরাখণ্ডে ৮ জন, গোয়ায় ৫ জন, চণ্ডীগড়ে ৩ জন, জম্মু-কাশ্মীরে ৩ জন, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে দু''জন, হিমাচল প্রদেশে একজন, লাদাখে একজন, মণিপুরে একজন ও পঞ্জাবে ওমিক্রনে আক্রান্ত হয়েছেন একজন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ওমিক্রনে আক্রান্ত ১,৮৯২ জনের মধ্যে ইতিমধ্যেই ৭৬৬ জন সুস্থ হয়েছেন। মহারাষ্ট্রে সুস্থ হয়েছেন ২৫৯ জন, দিল্লিতে সুস্থ হয়েছেন ৫৭ জন, কেরলে ৫৮ জন, রাজস্থানে ৮৮ জন, গুজরাটে ৮৫ জন সুস্থ হয়েছেন, তামিলনাড়ুতে ১০০ জন, তেলেঙ্গানায় ২৭ জন, কর্ণাটকে ১৮ জন, হরিয়ানায় ৪০ জন, ওড়িশায় একজন, পশ্চিমবঙ্গে ৪ জন, অন্ধ্রপ্রদেশে ৩ জন, মধ্যপ্রদেশে ৯ জনই সুস্থ, উত্তর প্রদেশে ৪ জন, উত্তরাখণ্ডে ৫ জন, চণ্ডীগড়ে দু''জন, জম্মু-কাশ্মীরে ৩ জন, হিমাচল প্রদেশে একজনই সুস্থ, লাদাখে একজন ও পঞ্জাবে ওমিক্রনে আক্রান্ত একজন সুস্থ হয়েছেন।

বুদবুদে জাতীয় সড়কে যাত্রীবাহি বাসের সঙ্গে কন্টেনারের মুখোমুখি সংঘর্ষ, আহত ২০

দুর্গাপুর, ৪ জানুয়ারি (হি.স.) :''টাইম মেক-আপ'' করতে গিয়ে, উল্টো রুটে যাওয়ার প্রবনতা। সাত সকালে তার মাশুল যাত্রীবাহি বাসের সঙ্গে কন্টেনারের ধাক্কা। ঘটনায় আহত হয়েছে অন্ততপক্ষে ২০ জন। যার মধ্যে ৪ জন গুরুতর জখম হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ১৯ নং জাতীয় সড়কের ওপর বুদবুদের ধরলা মোড়ে। খবর পেয়ে পুলিশ আহতদর উদ্ধার করে প্রথমে পানাগড় গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে যায়।

ঘটনায় জানা গেছে, বাবুইজোড়-বর্ধমান গামী একটি যাত্রীবাহি বাস পানাগড় বাজার থেকে রেল ওভারব্রীজের কাছে ১৯ নং জাতীয় সড়কের উল্টো রুটে ঢুকে পড়ে। কিছু দুর যাওয়ার পর নিয়ন্ত্রন সামলাতে না পেরে বীপরিত দিক থেকে আসা একটি কন্টেনারের মুখে ধাক্কা মারে। তাতেই ঘটে বিপত্তি। প্রায় ৩০ জনের মত যাত্রী ছিল বাসটি। ২০ জনের মত যাত্রী কমবেশী আহত হয়। বাসের কেবনি থাকা যাত্রীরা গুরুতর জখম হয়। খবর পেয়ে পুলিশ আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে পানাগড় গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে যায়। যার মধ্য ৪ জন যাত্রী গুরুতর জখম হয়েছে। যদিও তাদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেয়। আহত বাস যাত্রী শেখ আশরফ জানান,' রং রুটে যাওয়ার ফলে দুর্ঘটনা। বাস বোঝাইযাত্রীদের দুর্ঘটনার কবলে পড়তে হল।' প্রশ্ন, কেন এই উল্টো রুটে যাওয়ার প্রবনতা?

উল্লেখ্য, বছর কয়েক আগে ১৯ নং জাতীয় সড়কের ধরলা মোড় থেকে বারোয়াড্ডা পর্যন্ত ছয় লেন সম্প্রসারন হয়। দুর্ঘটনার রাশ টানতে বিভিন্ন মোড়ে ও সংযোগস্থলে উড়ালপুল, আন্ডারপাস করা হয়। তার সঙ্গে সার্ভিস লেন। কিন্তু পানাগড় থেকে বর্ধমানগামী যাওয়ার জাতীয় সড়কে ওঠার নেই কোন অন্ডারপাস কিম্বা উড়ালপুল। প্রায় এক কিলোমিটার ঘুরপথে ম্যাট্রিক্স গেট এলাকায় থাকা আন্ডারপাশ দিয়ে ঘুরে আসতে হয়। আর ওই ঘুরপথের সার্ভিস লেনে বীপরিত দিক থেকে শিল্পতালুকের রাস্তার সংযোগস্থল। বিভিন্ন কারখানার পন্যবাহী গাড়ী ওই উল্টো রুটে এসে জাতীয় সড়কে উঠতে হয়। তার ওপর বেহাল সার্ভিস লেন। ফলে নিত্য যানজট লেগেই থাকে। আর বেশীরভাগ সময় যাত্রীবাহি দুরপাল্লার বাস নিজেদের ''টাইম মেক-আপ'' করতে গিয়ে বাধ্য হয়ে ওই এক কিলোমিটার ঘুরপথকে এড়িয়ে চলে। এবং পানাগড় থেকে রেলওভারব্রীজের কাছে ট্রাফিক নিয়মকে তোয়াক্কা না করে উল্টো রুটে ঢুকে পড়ে। প্রায় এক কিলোমিটার উল্টো রুটে এসে ধরলা মোড়ের কাছে আবারও ট্রাফিক নিয়মকে তোয়াক্কা বেমালুম সঠিক রুটে ঢুকে পড়ে। আর এই রুট বদলের ফলে প্রায় দুর্ঘটনা ঘটে। মঙ্গলবার ওই একই দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। গুরুত্বপুর্ন একটি সড়কে উল্টো রুটে যাওয়ায় প্রবনতার মাশুল যাত্রী বোঝাই বাসটি কন্টেনারের সঙ্গে ধাক্কা মারে। যদিও বাস মালিক সমিতির দাবী, ''জাতীয় সড়ক নির্মানে পরিকল্পনায় ত্রুটি। যার দরুন বাস সহ সমস্ত যানবাহনকে পানাগড় থেকে জাতীয় সড়কে ওঠার সময় বিপাকে পড়তে হয়।'' পুলিশ জানিয়েছে, '' ঘটনার তদন্ত চলছে। ওই এলাকায় ট্রাফিক ব্যাবস্থায় কড়া নজরদারি রাখা হবে।'' হিন্দুস্থান সমাচার / জয়েদব

পাহাড় ছাড়ার মুখেও জিটিএর অডিট নিয়ে হুঁশিয়ারি ধনকরের

কলকাতা, ৪ জানুয়ারি (হি. স.) : "পরের বার যখন দার্জিলিং আসব তখন জিটিএর অডিট করিয়েই আসব"। মঙ্গলবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই মন্তব্য করেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর।

ক'দিন দার্জিলিংয়ে কাটিয়ে মঙ্গলবার কলকাতায় ফেরেন সস্ত্রীক রাজ্যপাল। রওনা হওয়ার সময় রাজ্যপাল জিটিএ নিয়ে রাজ্য সরকারকে নিশানা করলেন। সাফ জানালেন, কোটি কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে জিটিএ-কে। এর অডিট হবে।

সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "উত্তরবঙ্গে এবার দুটি বিষয়ে আমরা আগ্রহ ছিল। একটি জিটিএ এবং অন্যটি হল চা বাগান। অনেক আশা নিয়ে জিটিএ তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। অনেক টাকা দেওয়া হয়েছে জিটিএকে। বহু দিন ধরে শুনছি অডিট হবে। কিন্তু সেই অডিট এখনও হয়নি। সেই অডিট এবার হবে। এ নিয়ে কেন্দ্রকে চিঠি দেব।পাহাড়ের মানুষের কাছে ধনকরের আহ্বান, ধৈর্য ধরুন। জিটিএর অডিট হবে। জিটিএ-র উন্নয়নের জন্য কোটি কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। সেই টাকা নিয়ে দুর্নীতি হয়েছে। তার অডিট হবে। কোনও রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে তা আটকানো যাবে না। সাফ হুঁশিয়ারি দিলেন ধনকর।

সংক্রমণ পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তনে সরকারই দায়ী : ডঃ পার্থিব বসু

কলকাতা, ৪ জানুয়ারি (হি. স.) ; ফের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ডঃ পার্থিব বসু এ কারণে কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন রাজ্য সরকারকে। এই প্রতিবেদককে তিনি জানান, "অতিমারি সংক্রমণ যে জায়গায় পৌঁছেছে তাতে এই মুহূর্তে শিক্ষায়তন বন্ধ করার পদক্ষেপ না নিয়ে উপায় নেই। কিন্তু প্রতিটি উৎসব ও নির্বাচনে লাগাম ছাড়া জমায়েতে রাশ না টেনে উৎসবের পরে স্বাভাবিকভাবেই সংক্রমণ বাড়লে স্কুল কলেজ বন্ধ করাটাই দস্তুরে পরিণত হয়েছে। গত কয়েক দিনে সংক্রমণ পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন লক্ষ্য করেও সরকার বেপরোয়া আনন্দ উদযাপন করতে দিয়ে পরোক্ষে সংক্রমণকে বেলাগাম করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করলেন কেন, তা আদপেই যুক্তি গ্রাহ্য নয়। আশা করি পরিস্থিতি স্বাভাবিকতর হওয়ার পর বিধিনিষেধ তোলার সময় সরকার আগে শিক্ষায়তন খোলার ব্যবস্থা করে তারপর অন্য ক্ষেত্রে ছাড়ের কথা ভাববেন।"

"করোনার শয্যা কত দিন পর্যাপ্ত থাকবে, নির্ভর করছে মানুষের উপর", ডাঃ কুণাল সরকার

কলকাতা, ৪ জানুয়ারি (হি. স.) : "পশ্চিমবঙ্গে এখনও করোনার শয্যা পর্যাপ্ত আছে। কিন্তু কত দিন থাকবে, তা নির্ভর করছে সাধারণ মানুষের উপর।" মঙ্গলবার এই মন্তব্য করেন চিকিৎসক কুণাল সরকার।

মঙ্গলবার এসএসকেএম হাসপাতালে এক সাংবাদিক বৈঠক থেকে গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে রাজ্য সরকারকে ভেবে দেখতে বলেন। তিনি বলেন, 'হাসপাতালে যা বেড আছে তার উপর আবার চাপ আস্তে চলেছে। মানুষ যদি সচেতন হন, তা হলে সেই চাপ এড়ান যেতে পারে। তাই আমরা যদি ভিড় এড়িয়ে চলি, আমাদের তা হলে বিপদের মুখে পড়তে হবে না। দক্ষিণ আফ্রিকার থেকে অনেক আগেই আমাদের দেশ কোভিড মুক্ত হতে পারে।" তিনি বলেন, "রোগীদের ক্ষেত্রে ঝুঁকির অবস্থা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হবে চিকিৎসকদের। তবে কত দিন আইসোলেশনে থাকতে হবে, তা নিয়ে মতভেদ আছে। এক এক জায়গায়, এক এক রকম দিনসংখ্যা বলা আছে। চিকিৎসকরা পরিস্থিতি বুঝে সেই মত দিনের সংখ্যা বলে দেবেন।' রাজ্য ও কলকাতা শহরে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ। করোনার এই নতুন করে সংক্রমণ বৃদ্ধি নিয়ে নানারকম সংশয় তৈরি হয়েছে সাধারণ মানুষের মনে। চিকিৎসা ব্যবস্থা ঠিক কী রকম অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, এ নিয়েও নানা মত তৈরি হয়েছে। মঙ্গলবার এই সমস্ত বিষয় নিয়েই এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে সাংবাদিক বৈঠক করলেন চার অভিজ্ঞ চিকিৎসক।

কদিনে করোনা আক্রান্ত ৯,০৭৩

কলকাতা,৪ ডিসেম্বর (হি. স.): প্রতিদিন হু হু করে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। এরই মাঝে ৯ হাজার পর আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত ৯,০৭৩ জন। মঙ্গলবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে।

স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন একদিনে করোনা আক্রান্ত ৯,০৭৩ জন। যার জেরে আক্রান্তর সংখ্যা বেড়ে ১৬,৬৪,৩০১। করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ১০ জনের। যার ফলে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৯,৮১০। করোনাকে হারিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ০৩,৭৬৮। যার ফলে মোট সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে ১৬,১৯,০১৬। বর্তমানে সুস্থতার হার বেড়ে ৯৭.২৮ শতাংশ। একদিন করোনা পরীক্ষা হয়েছে ৪৭,৮৬৪। যার ফলে মোট করোনা পরীক্ষার সংখ্যা বেড়ে ০২,১৫,৪৬,৯৪১।

সপ্তাহে তিনদিন মুম্বই-দিল্লি থেকে বিমান আসবে কলকাতায়

কলকাতা ৪ জানুয়ারি (হি.স) : বাড়ানো হল কলকাতাগামী দিল্লি-মুম্বইয়ের বিমানের দিন। সপ্তাহে দু'দিন নয়, তিনদিন মুম্বই ও দিল্লি থেকে বিমান আসবে কলকাতা বিমানবন্দরে।

মঙ্গলবার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এই নয়া নির্দেশিকা জারি করে নবান্ন। পূর্বে জারি করা নির্দেশে দিল্লি ও মুম্বই থেকে সপ্তাহে দু'দিন কলকাতায় বিমান অবতরণের কথা বলা হয়েছিল। এবার সেই সময়সীমা আরও একদিন বাড়িয়ে দেওয়া হল। এদিন রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব বি. পি গোপালিকা বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, সোম ও শুক্রবারের পাশাপাশি বুধবারও মুম্বই ও দিল্লি থেকে কলকাতাগামী বিমানে ছাড় দেওয়ার কথা।

করোনা ও ওমিক্রনের কথা মাথায় রেখে আকাশ পথেও কড়া বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল রাজ্য সরকার। শুধু বিদেশ নয়, দেশের অভ্যন্তরীণ বিমান চলাচলের ওপরও রাশ টেনেছিল। যেহেতু দিল্লীব মুম্বইয়ে করোনার গ্রাফ অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বেশি তাই এই রাজ্য থেকে আগত বিমানের ক্ষেত্রে বিধি আরোপ করেছিল।

হাওড়ায় মাইক্রো কনটেনমেন্ট জোন ৪১, হুগলির বেশ কিছু এলাকাও চিহ্নিত

কলকাতা, ৪ জানুয়ারি (হি.স) : করোনার বিধিনিষেধ জারি হতেই রাজ্যে ফিরল কনটেনমেন্ট জোন। কলকাতা ও উত্তর ২৪ পরগনার পর হাওড়া এবং হুগলিতেও কনটেনমেন্ট জোন চিহ্নিত হল। হাওড়াতে মাইক্রো কনটেনমেন্ট জোনের সংখ্যা ৪১টি। তারমধ্যে হাওড়া সদরে রয়েছে ৩৯ টি এলাকা। এছাড়া উলুবেড়িয়া মহকুমার আমতা-১ ও উলুবেড়িয়া-১ নম্বর ব্লকের কিছু এলাকাকে মাইক্রো কনটেনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর, খোদ উলুবেড়িয়া মহকুমা হাসপাতালই করোনা আক্রান্ত। হাসপাতালের সুপার সুদীপ রঞ্জন কাঁড়ার সহ মোট ১২ জনের করোনা রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। সুপার ছাড়াও পাঁচ জন ডাক্তার, টেকনিশিয়ান ও হাসপাতাল কর্মী মিলিয়ে মোট ১২ জন এই মুহূর্তে অসুস্থ। সুপার ভর্তি সঞ্জীবন হাসপাতালে। হাওড়ায় মূলত শালকিয়া স্কুল রোড, হরদত্ত রাই চামারিয়া রোড, শৈলকুমার মুখার্জি রোড, মুখারাম কানোরিয়া রোড, ডবসন রোড, ডক্টর অবনী দত্ত রোড, সনাতন মিস্ত্রি লেন, এমসি ঘোষ লেন, তুলসী মিত্র গার্ডেন লেন, ধর্মতলা লেন, জিটি রোড, বাকসাড়া রোড, বাকসাড়া গ্রিন পার্ক, গিরিশ ঘোষ রোড, সাঁকরাইল চাঁপাতলা, পোদরা থানামাকুয়া, দাফরপুর, গোবিন্দপুর, জগতবল্লভপুর, বড়গাছিয়া, শিয়ালডাঙা, পাঁতিহাল, বিকিহাকোলা, আমতা, চাঁদিপুর প্রভৃতি এলাকা রয়েছে। আবার হুগলির মধ্যে রয়েছে শ্রীরামপুর, উত্তরপাড়া, চণ্ডীতলা, ধনিয়াখালি, মগরা, পাণ্ডুয়া, বলাগড় এবং সিঙ্গুর ব্লকের কিছু কিছু এলাকা। এছাড়া বেশ কয়েকটি পুর এলাকাতেও কনটেনমেন্ট জোন ঘোষিত হয়েছে। উত্তরপাড়া পুরসভার ৭,৯,১২,৪,২,১৭,৮,১৩,১৪,১৫ ওয়ার্ড, চুঁচুড়া পুরসভার ১১,৫,১০,২৭ নম্বর ওয়ার্ড, বৈদ্যবাটি পুরসভার ১৭ ও ১৮ নম্বর ওয়ার্ড, শ্রীরামপুরের ১ ও ২ নম্বর ওয়ার্ড, ডানকুনির ১৪ নম্বর ওয়ার্ড এবং ভদ্রেশ্বরের ১ নম্বর ওয়ার্ডকে কনটেনমেন্ট জোন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

দিল্লিতে দৈনিক করোনা-আক্রান্ত বেড়ে ৫,৪৮১, সংক্রমণের হার ৮.৩৭ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে। দিল্লিতে বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৫ হাজার ৪৮১ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। মৃত্যুর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকলেও, আক্রান্তের সংখ্যাই চিন্তা বাড়াচ্ছে দিল্লিতে। রাজধানী দিল্লিতে এই মুহূর্তে সংক্রমণে হার ৮.৩৭ শতাংশ। সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে ১৪ হাজার ৮৮৯-তে পৌঁছেছে। মঙ্গলবার দিল্লি সরকারের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, নতুন করে ৫,৪৮১ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দিল্লিতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৪,৬৩,৭০১ জন। মোট মৃত্যু হয়েছে ২৫,১১৩ জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় দিল্লিতে সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৫৭৫ জন। দিল্লিতে মঙ্গলবার পর্যন্ত ভেন্টিলেটর সাপোর্টে রয়েছেন ১৪ জন করোনা-রোগী, অক্সিজেন সাপোর্টে রয়েছেন ১৬৮ জন। বাড়িতেই স্বেচ্ছা নিভৃতবাসে রয়েছেন ৮,৫৯৩ জন।

তুষারপাতে শ্বেতশুভ্র বরফে ঢাকা পড়ল হিমাচল, বুধে পঞ্জাবে বৃষ্টির পূর্বাভাস

শিমলা ও চন্ডীগড়, ৪ জানুয়ারি (হি.স.): তুষারপাতে শ্বেতশুভ্র বরফের চাদরে ঢাকা পড়ল হিমাচল প্রদেশ। মঙ্গলবার তুষারপাত হয়েছে হিমাচল প্রদেশের লাহাউল-স্পিতি জেলার বিভিন্ন প্রান্তে। কাজা এলাকা বরফে চাদরে ঢাকা পরে যায়, বরফে ঢেকে যায় অটল সুড়ঙ্গের উত্তর দিকের প্রবেশদ্বার। এমতাবস্থায় আবহবিদরা জানিয়েছেন, বুধবার হিমাচল প্রদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ভারী তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

৫ জানুয়ারি হিমাচল প্রদেশের পাশাপাশি উত্তরাখণ্ডেও ভারী বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে পঞ্জাব, হরিয়ানা, চন্ডীগড়ে। ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত দিল্লি, উত্তর রাজস্থান, পশ্চিম উত্তর প্রদেশ ও পশ্চিম মাধ্যপ্রদেশে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে বৃষ্টি ও তুষারপাতের ফলে উত্তর ভারতে আগামী কিছু দিন কমতে পারে শীতের আমেজ।

প্রতীক্ষা প্রায় শেষ, ৫ জানুয়ারি ফিরোজপুরে শিলান্যাসের অপেক্ষায় অনেক প্রকল্প

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি (হি.স.): বুধবার, ৫ জানুয়ারি পঞ্জাবের ফিরোজপুরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওই দিন ফিরোজপুরে দিল্লি-অমৃতসর-কাটরা এক্সপ্রেসওয়ে-সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী। ওই দিনই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হবে ফিরোজপুরে পিজিআই স্যাটেলাইট সেন্টার ও কাপুরথালা ও হোসিয়ারপুরে দু''টি নতুন মেডিকেল কলেজের। একাধিক প্রকল্প শিলান্যাসের অপেক্ষায় রয়েছেন ফিরোজপুরের জনগণ।

প্রধানমন্ত্রীর দফতর (পিএমও) থেকে আগেই জানানো হয়েছে, ৫ জানুয়ারি পঞ্জাবের ফিরোজপুরে যাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওই দিন ৪২,৭৫০ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে দিল্লি-অমৃতসর-কাটরা এক্সপ্রেসওয়ে, ফিরোজপুরে পিজিআই স্যাটেলাইট সেন্টার ও কাপুরথালা ও হোসিয়ারপুরে দু''টি নতুন মেডিকেল কলেজ।

ওমিক্রন ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়তে পারে : ডাঃ অভিজিৎ চৌধুরী

কলকাতা, ৪ জানুয়ারি (হি. স.) : "ওমিক্রনের সংক্রমণ ক্ষমতা এতটাই বেশি যে এটি ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়তে পারে। বিপুল সংখ্যায় মানুষ যদি আক্রান্ত হন, তাহলে গুরুতর অসুস্থতাও সামান্য বাড়বে।"

মঙ্গলবার এসএসকেএম হাসপাতালে এক সাংবাদিক বৈঠকে চিকিৎসক অভিজিৎ চৌধুরী এই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, 'তৃতীয় ঢেউ এসেছে, আমরা খুব প্রাথমিক পর্যায়ে আছি। আগামী দু''সপ্তাহে স্পষ্ট হবে পুরোটা। টিকার কারণে ও ওমিক্রনের কারণে গুরুতর অসুস্থতা অনেকের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে না, যা ভাল লক্ষণ। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আতঙ্ক করা যাবে না। পাশাপাশি সতর্ক থাকতে হবে, হুল্লোড়ে মেতে উঠলে চলবে না। অনেকের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে, অ্যান্টিবডি ককটেলের প্রতি একটা ঝোঁক তৈরি হয়েছে। তবে অ্যান্টিবডি ককটেলের জন্য সকলের রোগ সেরে যাবে, এমনটা ভাবলে ভুল ভাবা হবে।"

বরেলিতে কংগ্রেসের ম্যারাথনে বিশৃঙ্খলা, পদপিষ্ট কয়েকজন প্রতিযোগী

বরেলি (উত্তর প্রদেশ), ৪ জানুয়ারি (হি.স.): উত্তর প্রদেশের বরেলিতে কংগ্রেসের ম্যারাথন প্রতিযোগিতায় বিশৃঙ্খলা! মঙ্গলবার বরেলিতে কংগ্রেসের ''লড়কি হুঁ, লড় সকতি হুঁ' ম্যারাথনে হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হয়েছেন কয়েকজন প্রতিযোগী। ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া কয়েকজন কিশোরী ও মহিলা রাস্তায় পড়ে গিয়ে আহত হয়েছেন। উল্লেখের বিষয় হলেও, কোভিড-পরিস্থিতিতে কারও মুখে মাস্ক ছিল, দূরত্ববিধি মেনে চলা তো দূরের কথা।

বরেলির প্রাক্তন মেয়র এবং কংগ্রেস নেত্রী সুপ্রিয়া অরুণ আয়োজিত ওই ম্যারাথনে অংশ নিয়েছিলেন হাজার খানেক প্রতিযোগী। 'লড়কি হুঁ, লড় সকতি হুঁ' স্লোগানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ম্যারাথনে হাজির ছিলেন বহু মহিলা ও কিশোরী। স্থানীয় সূত্রে খবর, দৌড় শুরু হওয়ার পরেই ধাক্কাধাক্কিতে কয়েক জন মাটিতে পড়ে যান। তাঁদের মাড়িয়ে চলে যান অনেকে। শেষ পর্যন্ত আয়োজকেরা পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার বড় দুর্ঘটনা ঘটেনি। এ বিষয়ে অরুণ জানিয়েছেন, "রাজ্যে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে কোনও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়নি। তা ছাড়া, কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বৈষ্ণোদেবীর মতো তীর্থক্ষেত্রেও তো পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।" ঘটনার পিছনে ষড়যন্ত্র থাকতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

বৃষ্টি ও তুষারপাতের কমলা সতর্কতা কাশ্মীরে, শ্রীনগরে ৩৪টি উড়ান বাতিল

শ্রীনগর, ৪ জানুয়ারি (হি.স.): বৃষ্টি ও ভারী তুষারপাতের কমলা সতর্কতা জারি হল কাশ্মীরে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ৫ থেকে ৯ জানুয়ারি জম্মু ও কাশ্মীর ও লাদাখে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ৫-৯ জানুয়ারি জম্মু ও কাশ্মীরে বৃষ্টি ও তুষারপাতের কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। মঙ্গলবার আবহবিদরা জানিয়েছেন, পূর্বাভাস মতোই জম্মু ও কাশ্মীরে আগামী কয়েকদিন মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। জারি করা হয়েছে কমলা সতর্কতা।

মঙ্গলবার তুষারপাত হয়েছে কাশ্মীরের পাহাড়ে, বৃষ্টি হয়েছে জম্মুর সমতলে। জম্মু-কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার পহেলগাম শহরে তুষারপাত হয়েছে, পীর পাঞ্জাল পাহাড়েও তুষারপাত হয়েছে। খারাপ আবহাওয়া ও দৃশ্যমানতার কারণে শ্রীনগর বিমানবন্দর থেকে এদিন বাতিল করা হয়েছে ৩৪টি উড়ান। শ্রীনগর বিমানবন্দরের ডিরেক্টর কুলদীপ সিং জানান, মঙ্গলবার ৩৪টি উড়ান বাতিল করা হয়েছে শ্রীনগর বিমানবন্দর থেকে। বৃষ্টি ও তুষারপাতের কারণে কাশ্মীরে তাপমাত্রার পারদ কিছুটা চড়েছে। শ্রীনগরের সর্বনিম্ন এদিন ছিল ০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, পহেলগামে মাইনাস ১.২ ডিগ্রি, গুলমার্গে মাইনাস ৫.০ ডিগ্রি, লাদাখের দ্রাস শহরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা মাইনাস ৭.৫ ডিগ্রি, লেহ-তে মাইনাস ৬.১ ডিগ্রি, কার্গিলে মাইনাস ৯.০ ডিগ্রি, জম্মুতে ১১.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

দেশে সম্ভবত এই প্রথম, অত্যাধুনিক অ্যাসল্ট রাইফেল ও পিস্তল পেতে চলেছে জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ

শ্রীনগর, ৪ জানুয়ারি (হি.স.): শক্তি বাড়তে চলেছে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের। জঙ্গি-দমন অভিযানের জন্য খুব শীঘ্রই আমেরিকান সিগ সাউয়ার অ্যাসল্ট রাইফেল এবং পিস্তল পেতে চলেছেন জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ কর্মীরা। পাকিস্তানের সঙ্গে লাইন অফ কন্টোল (নিয়ন্ত্রণরেখা) এবং চিনের সঙ্গে লাইন অফ অ্যাকচুয়াল কন্টোল (প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা)-এ মোতায়েন জওয়ানদের ইতিমধ্যেই অত্যাধুনিক রাইফেল দিয়ে সজ্জিত করেছে সেনাবাহিনী।

জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ সম্ভবত দেশের প্রথম, যে বাহিনী অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র পেতে চলেছে। জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ জানিয়েছে, ৫০০ সিগ সাউয়ার-৭১৬ রাইফেল এবং ১০০টি সিগ সাউয়ার এমপিএক্স৯ এমএম পিস্তল পেতে চলেছেন তাঁরা। স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি)-কে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র দেওয়া হবে। সিগ সাউয়ার-৭১৬ অ্যাসল্ট রাইফেলে পুলিশ দ্বারা ব্যবহৃত ইনসাস রাইফেলের ৫.৫৬অ৪৫ এমএম ইন্টারমিডিয়েট কার্টিজের তুলনায় আরও শক্তিশালী ৭.৬২অ৫১ এমএম কার্টিজ রয়েছে।

বাঁকুড়ায় দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিধায়ক ভাতার টাকা দান

বাকুঁড়া, ৪ জানুয়ারি (হি. স.) : দুঃস্থদের শীতবস্ত্র ও মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের সাহায্যর জন্য বিধায়ক ভাতার টাকা প্রদান করলেন বাঁকুড়ার বড়জোড়ার বিধায়ক অলক মুখার্জি।বড়জোড়ার তৃণমূল বিধায়ক তথা বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অলক মুখার্জি তার বিধায়ক ভাতার এক মাসের সাম্মানিক ভাতা ও দুঃস্থদের জন্য শীতবস্ত্র তুলে দিলেন রামহরিপুর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী মুক্তিপ্রদানন্দজী মহারাজের হাতে। সেই সঙ্গে তাঁর বিধানসভা এলাকার ১৭ জন দুস্থ মেধাবী ছাত্র ছাত্রীর উচ্চ শিক্ষার জন্য নগদ অর্থ ও প্রয়োজনীয় বই দান করলেন। মঙ্গলবার বড়জোড়ার হাসপাতাল মোড়ের কালীমন্দীর প্রাঙ্গণে এক অনুষ্ঠানে বিধায়ক তার অনুদান তুলে দিলেন।

এই অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিডিও সুরজিৎ পন্ডিত, জেলা পরিষদের সদস্য টিঙ্কু মন্ডল সহ বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ। অলক মুখার্জি বলেন, আমি বিধায়ক হিসেবে যে মাসিক সাম্মানিক ভাতা পাই সেই টাকা আমার ন্যূনতম খরচের জন্য রেখে বাকি টাকা এলাকার দুঃস্থদের জন্য খরচ করি। তিনি বলেন আমার দাদু প্রয়াত শিশির মুখার্জি ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। তার আদর্শ ছিল দেশপ্রেম। সেই শিক্ষা থেকে আমি বুঝেছি মরণশীল মানুষ সঙ্গে করে কিছুই নিয়ে যায় না। তাছাড়া পরিবারের শিক্ষা স্বাস্থ্য সহ স্বচ্ছ ভাবে জীবন ধারণের জন্যও খুব বেশি অর্থের প্রয়োজন হয়না। তাই আমি যে মাসিক ভাতা পাচ্ছি তা নিজের প্রয়োজন মিটিয়েও যথেষ্ট। তাই একমাসের ভাতা ৮১ হাজার টাকার চেক আমি রামহরিপুর রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করলাম। ওই অর্থে এলাকার দুঃস্থ মহিলাদের স্বরোজগার প্রশিক্ষণের কাজে লাগাবেন মঠ কর্তৃপক্ষ।এছাড়াও আমার এলাকার ১৭ জন দুস্থ মেধাবী ছাত্র ছাত্রী রয়েছেন তাদের অনেকেই বই কিনতে পারেননি। এক একটি বইয়ের দাম অনেক। ফলে তারা ঠিক মত পড়াশুনা করতে পারছেন না। তাদের উচ্চ শিক্ষার জন্য নগদ ১০০০ টাকা ও প্রয়োজনীয় বই তুলে দিলাম। বিডিও সুরজিৎ পণ্ডিত বলেন, অলক মুখার্জি যে প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছেন তা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তার এই উদ্যোগ রাজ্য তথা দেশের সাংসদ, বিধায়কদের কাছে অনুপ্রেরণা যোগাবে বলেই আমার বিশ্বাস। মিশনের মহারাজ স্বামী মুক্তিপ্রদানন্দজী বলেন, বিধায়কের দেওয়া অর্থ মঠের স্বরোজগার প্রকল্পে খরচ করা হবে। এই অর্থে সেলাই মেশিন ও শালপাতার থালা বাটি তৈরির মেশিন কেনা হবে। তারপর এলাকার দুঃস্থ মহিলাদের নিয়ে মঠের অমরকানন শাখার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তাদের ট্রেনিং দেওয়া হবে। এই অনুষ্ঠানের পরই তিনি বড়জোড়া বাজারে গিয়ে দেখেন অধিকাংশ মানুষ মাস্ক ছাড়াই বাজারে ঘুরছেন। অনেক ব্যবসায়ীর মুখেও মাস্ক না দেখে তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী এতভাবে মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন তারপরও তারা করোনার ভীতি কেমন উদাসীন। বেশ কয়েকজনকে তিনি ধমকও দেন। তারপর তাদের মুখে মাস্ক পরিয়ে দিয়ে সতর্ক থাকার আবেদন জানান।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

খাঁটি মধু চেনার উপায়

মধুতে ম্যাচের কাঠি ডুবিয়ে জ্বালিয়ে পরখ করে দেখতে পারেন সেটা খাঁটি না ভেজাল।বাজারে নানান ধরনের মধু পাওয়া যায়। আবার রাস্তা-ঘাটেও ফেরি করে বিক্রি করা হয় মধু। এই ভেজালের যুগে মধু খাঁটি কি-না সেটা বোঝার জন্য রয়েছে কিছু কৌশল।

পুষ্টি-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ভারতের মধু'র ব্র্যান্ড 'সুইটনেস অফ এথনিক'য়ের প্রতিষ্ঠাতা আয়ুশ সার্দা'র দেওয়া পন্থাগুলো খাঁটি মধু চেনাতে সাহায্য করবে।

* খাঁটি মধু ফ্রিজে রাখা হলে কখনও জমাট বাঁধবে না বা দানা দানাভাব হবে না। ঘন তরল-ভাবটাই থাকবে। তবে ভেজাল মধু ফ্রিজে রাখলে জমে যাবে এবং স্ফটিকের মতো দানাভাব দেখা দিবে। এমনকি মধুর উপরের অংশে সাদা স্তরও দেখা দেবে, যা আসলে চিনি।

* কাঁচা খাঁটি মধুতে সাদা ফেনা বা বুদবুদের মতো দেখা দেবে। এটা খাঁটি মধু চেনার চিহ্ন, এর থেকে বোঝা যায় এই মধুতে কোনো রাসায়নিক দ্রব্য মেশানো হয়নি।

* খাঁটি মধুতে ম্যাচের কাঠি ডুবিয়ে আগুন ধরালে সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠবে। যদি না জ্বলে তবে বুঝতে হবে সেটা ভেজাল মধু।

* ভিনিগারের সঙ্গে মধু মিশিয়ে সহজেই মধুর মান নির্ণয় করা যায়। ভিনিগার গোলানো পানিতে কয়েক ফেঁটা মধু দিয়ে মেশাতে হবে। যদি মিশ্রণে ফেনা দেখা দেয় তাহলে বুঝতে সেটা ভালো মধু নয়।

* সুন্দরবনের মধু ও পাহাড়ি অঞ্চলের মধুর মধ্যে পার্থক্য থাকবে। বনাঞ্চলের আর্দ্র পরিবেশের কারণে মধু পাতলা হয়। আর পাহাড়ি এলাকার শুষ্ক ও ঠাণ্ডা পরিবেশের জন্য মধু হয় ঘন। আবহাওয়া মধুর ওপর সবসময় প্রভাব রাখে। সুন্দরবন হচ্ছে 'ম্যানগ্রোভ' বা শ্বাসমূলীয় বন। এই বনের বেশিরভাগ গাছের মূল পানির মধ্যে থাকে, আর পরিবেশও আর্দ্র। তাই মনে রাখতে হবে খাঁটি সুন্দরবনের মধু সবসময় হবে পাতলা তরল।

নারকেল বা সুপারি বাগানে সহজেই গোলমরিচ চাষ করে লাভবান হতে পারেন

গোলমরিচ একটি অর্থকরী দেশীয় মশলা ফসল। পশ্চিমবঙ্গে যেখানে নারকেল ও সুপারি বাগান আছে সেখানে গোলমরিচের চাষ সহজেই করা যায়। এই মশলা ফসলটি সাথী ফসল হিসেবে চাষ করে কৃষকরা আয় বাড়াতে পারেন।

পুষ্টিমূল্য ঃ গোল মরিচে আমিষ, চর্বি এবং প্রচুর পরিমাণে ক্যারোটিন, ক্যালসিয়াম ও লৌহ থাকে।

ভেষজগুণ ঃ হজমে সহায়তা করে, স্নায়ু শক্তি বাড়ায়, দাঁতের ব্যথা কমানোতে সহায়তা করে, মাংসপেশী ও হাড়ের জোড়ায় ব্যথা উপশম করে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।

ব্যবহার ঃ মশলা হিসেবে গোলমরিচের ব্যবহার রয়েছে।

উপযুক্ত মাটি ও জমি ঃ পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হয় ও আর্দ্রতা বেশি এমন এলাকায় গোলমচির জন্মে। এ ফসল ১০-৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে। পি এইচ ৪.৫-৬.০ পর্যন্ত এ ফসল ফলানো যায়। পাহাড়ি এলাকার মাটি এই ফসল চাষের জন্য খুবই উপযোগী।

জাত পরিচিতি ঃ স্থানীয় জাত।

চারা তৈরি ঃ গোল মরিচে ৩ ধরনের লতা/কান্ড দেখা যায়- প্রধান কান্ড যার পর্বমধ্য বড় রানার ডগা (সুট) ও ফল ধারণকারী পার্শ্বীয় শাখা। রানার ডগা হতে কাটিং এর মাধ্যমে বংশ বিস্তার করা হয়। শীর্ষ ডগাও ব্যবহার করা যায়।

ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে ২-৩টি পর্বসন্ধি (গিট)যুক্ত কান্ড কাটিং হিসেবে নার্সারিতে বা পলি ব্যাগে লাগানো হয়। পলি ব্যাগ উর্বর মাটি দিয়ে ভরাট করা হয়। কাটিং-এ ছায়ার ব্যবস্থা রাখা হয় ও প্রয়োজনে সেচ দিতে হয়। মে-জুন মাসে কাটিং লাগানোর উপযোগী হয়।

চারা লাগানো ঃ গোল মরিচ ঠেস গাছের ছায়ায় লাগাতে হয়। ঠেস গাছ আগে থেকে ২.৫ মিটার দূরত্বে লাগিয়ে গোল মরিচের কাটিং লাগানো হয়। ২-৩টি কাটিং এক গর্তে লাগানো হয়। ঠেস গাছ হিসেবে সুপারী গাছ ব্যবহার করা যায়। পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষিতে নারকেল ও সুপারি গাছে গোলমরিচ গাছ তুলে দিলে বিঘাপ্রতি বাগিচায় ২০০০-৩০০০ টাকা বেশি রোজগারের সম্ভাবনা। এক্ষেত্রে নারকেল/সুপারির একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব অবধি গোলমরিচের লতা বাড়তে দিতে হবে যাতে পরিচর্যার সুবিধা হয় আর এরকমভাবে চাষে সুপারি/নারকেলের সারেই মরিচেরও সার ব্যবস্থা চলবে, অনেকটাই প্রয়োজনে মরিচের গোঁড়ায় আলাদাভাবে বা গাছে জলে গোলা সার দিলেই হবে।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ প্রতি গর্তে ৩০০ গ্রাম ইউরিয়া, ১১০ গ্রাম এস এস পি ও ৪৫০ গ্রাম পটাশ দিতে হবে। তবে এ পরিমাণ সার তৃতীয় বছর হতে দিতে হবে। এ পরিমাণের ১/৩ ভাগ ১ম বছর এবং ২/৩ ভাগ দ্বিতীয় বছরে দিতে হবে। সার সাধারণতঃ বছরে দু'বার দিতে হয়। একবার মে-জুন মাসে ও পরের বার আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে দিতে হয়। এছাড়া প্রতি বছর প্রতি গতেু মে-জুন মাসে ১০ কেজি পচা গোবর ও প্রতি ১ বছর অন্তর অন্তর প্রতি গর্তে ৬০০ গ্রাম চুন দিতে হবে।

সেচ ও আগাছা ব্যবস্থাপনা ঃ আগাছা দেখা দিলে পরিষ্কার করতে হবে ও মাটির রসের অভাব হলে জল সেচ দিতে হবে। ডগা বাড়তে থাকলে ঠেস গাছের সঙ্গে বেঁধে দিতে হবে।

ওজন কমানোর কৌশল

খাবারের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখা ও শরীরচর্চা করেই ওজন কমাতে হয়। তবে কিছু সহজ কৌশল রয়েছে যা ওজন কমানো প্রক্রিয়াকে আরও দ্রুত করে।

স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে দ্রুত ওজন কমানোতে সহায়ক সহজ কয়েকটি কৌশল সম্পর্কে জানানো হল।

খাওয়ার আগে চুইংগাম খাওয়া: ইউনিভার্সিটি অব রোড আইল্যান্ড'য়ের করা গবেষণা অনুযায়ী, খাওয়ার আগে চুইংগাম চাবানো কম ক্যালরি গ্রহণে ভূমিকা রাখে। গবেষণায় দেখা গেছে, সকালে এক ঘণ্টা চুইংগাম চাবানো ক্ষুধা কমায় এবং দুপুরের খাবারে ৬৭ ক্যালরি কম গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে মিন্ট চুইংগাম বেশি উপকারী। কারণ এর সতেজকারী ঘ্রাণ ক্ষুধা কমাতে সহায়তা করে।

বড় এক গ্লাস পানি পান: নিজেকে আর্দ্র রাখা সবার জন্যই জরুরি। বিশেষত যারা ওজন কমাতে চাচ্ছেন। পানি পান আবেগের বশবর্তী হয়ে বেশি খাওয়ার ঝুঁকি কমায়। অনেক সময় তৃষ্ণাভাব ক্ষুধা হিসেবে ভুল সংবেদন দেন। এতে বাড়তি খাবার গ্রহণ ও ওজন বৃদ্ধির ঝুঁকি বাড়ে।

গ্লাসে পানি পানের অভ্যাস গড়ে তুলুন। বোতল থেকে পানি পান করলে সঠিক পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা রাখা যায় না। তাই নির্দিষ্ট সময় পর পর গ্লাসে পানি পানের অভ্যাস গড়ে তুলুন। অনলাইনে কেনা কাটা করা: অনলাইনে খাবার কেনাকাটা করা সবচেয়ে ভালো। কারণ অনলাইনে কেনাকাটা করলে কেবল প্রয়োজনীয় জিনিস কেনা হয়। অযথা বা শখের বশে অস্বাস্থ্যকর খাবার কেনা থেকে বিরত থাকা যায়। সাধারণত বাজার থেকে জিনিস কিনতে গেলে পুরো দোকান ঘোরা হয় আর প্রয়োজনীয় জিনিসের পাশাপাশি অপ্রয়োজনীয় জিনিস কেনার ঝুঁকিও বেড়ে যায়।

শরীরচর্চার সময় গান শোনা: শরীরচর্চার সময় পছন্দের গান শোনা উদ্দীপনা যোগায় ও গতি বাড়াতে ভূমিকা রাখে। দা জার্নাল অব 'স্পোর্টস অ্যান্ড এক্সারসাইজ সাইকোলজি'র গবেষণা অনুযায়ী দ্রুত লয়ের, উৎসাহমূলক গান ব্যায়ামে উদ্দীপনা ও গতি বাড়ায়। এছাড়াও এটা দীর্ঘক্ষণ শরীরচর্চা করতে ও বাড়তি ক্যালরি কমাতে সাহায্য করে।

খাওয়ার আগে সুপ বা সালাদ খাওয়া: কম ক্যালরি গ্রহণ করার আরেকটি সহজ উপায় হল খাওয়ার আগে ঝোল-ভিত্তিক সুপ বা এক বাটি সালাদ খাওয়া। সুপ ও সালাদ খাওয়া স্বাস্থ্যকর এবং খাবারের আগে এগুলো খাওয়া ২০ শতাংশ কম ক্যালরি গ্রহণে সহায়তা করে। এছাড়াও, লাল আপেল খাওয়া সার্বিকভাবে কম ক্যালরি গ্রহণে ও ওজন কমাতেও ভূমিকা রাখে।

আবেগপ্রবণ হওয়ার উপায়

একজন অনুভূতিসম্পন্ন আবেগপ্রবণ মানুষের প্রতি আকর্ষণ বোধ করাই স্বাভাবিক। আর এই গুণ যাদের রয়েছে তাদের সঙ্গীর সঙ্গে সম্পর্কের গভীরতাও বেশি।

নিজের আবেগ-অনুভূতি দিয়ে কীভাবে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়া যায়, সেটাই জানানো হল সম্পর্কবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে।

না বলতে শেখা: গবেষণায় দেখা গেছে প্রায় সবাই সম্পর্কে একটা নির্দিষ্ট সীমানা পছন্দ করেন। তার মানে এই নয় কঠিন মানুষকে পছন্দ করবে। তবে যারা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজের সীমার মধ্যে থাকে আর যা চাইবে তাই মেনে নেবে- এরকম করে না, তাদের প্রতি আকর্ষণ কাজ করে।

একজন অনুভূতিপ্রবণ মানুষ সবসময় জানিয়ে দেবে কোনটা তার পছন্দ আর কোনটা নয়। নিজের চাওয়াটা সম্মান করার পাশাপাশি অন্যের চাওয়া পাওয়া ও বিশ্বাসের প্রতিও আস্থা রাখা শিখতে হবে।

নেতিবাচক গল্প এড়ানো: অন্যের সম্পর্কে কুট কথা শুনতে আমাদের ভালোই লাগে। নিজেরাও এরকম আলাপ করে থাকি। তবে নেতিবাচক আলাপ শুরু আগে ভাবুন তো, যার সঙ্গে এরকম আলাপ করতে যাচ্ছেন সে তো ভাবতেও পারে তার অবর্তমাণে আপনি তাকে নিয়েও এরকম গল্প জুড়তে পারেন অন্যদের সঙ্গে। তাই মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, আবেগপ্রবণ মানুষ হতে চাইলে অন্যের সম্পর্কে নেতিবাচক আলাপ শুরু আগে অন্তত দুবার ভাবুন। তাই নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য কখনও কুট-কথা বলা ঠিক না। আর কাউকে নিয়ে একান্তই যদি নেতিবাচক আলাপ করতে হয় তবে সেটা যেন অতিরঞ্জিত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

ছোটখাটো বিষয় মনে রাখা: আপনার সম্পর্কে ছোটখাটো বিষয় যদি কেউ মনে করে বলে, সেটা শুনতে নিশ্চই ভালোলাগে। অন্যদেরও সেরকম ভালোলাগে। একজন আবেগীয় আকর্ষণীয় মানুষ অন্যের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে। কথা বলার সময় অপর ব্যক্তিকে এমন অনুভূতি দেওয়ার চেষ্ট করুন, যাতে তার মনে হয় আপনার পৃথিবী ঘিরে রয়েছে একমাত্র সে। এই গুণ অন্যের কাছে সবসময়ই আকর্ষণীয়।

সময় রক্ষা করা: যদি দেরি করেন তবে সঙ্গী মনে করতেই পারে, আপনার কাছে তার গুরুত্ব কম। তাই অনুভূতিপ্রবণতায় আকর্ষণ করতে চাইলে সঙ্গীর সময়কে দাম দিন। আর সময়মতো উপস্থিত হন।

ছাড় দেওয়া: যখন প্রয়োজন তখন সঙ্গী বা বন্ধুদের কাছে পাওয়া সত্যিই দারুণ ব্যাপার। এটাও একটা আবেগীয় গুণ। তবে সম্পর্কে থাকলে সঙ্গীকে অনেক সময় ছাড় দিতে হয়। সেটা তার নিজস্বতার জন্যই। ইংরেজিতে যাকে বলে 'স্পেস' দেওয়া। আর তার এই 'স্পেস'টাকে সম্মান করতে জানতে হবে।

সঙ্গীকে বুঝতে দিন, যখন তার দরকার হবে আপনি তার পাশে থাকবেন। আবার তাকে এটাও বুঝিয়ে দিন, তার নিজস্ব সময়ে সে যা করে খুশি থাকুক না কেনো, তাতে আপনার সমর্থণ থাকে।

ছাড় দেওয়ার মধ্য দিয়ে অন্যকে দেখানো যায় যে, আপনি নিজেকেও মূল্য দিতে জানেন।

ভালোবাসা দিবসে নিজেকে তৈরি করতে

আর ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে কাটানোর বিশেষ দিনে নিজেকে আরও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে অবশ্যই ত্বক ও চুলের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন।

রূপচর্চা-বিষয়ক ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে ভালোবাসা দিবসে নিজেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার কয়েকটি উপায় সম্পর্কে জানানো হল।

কুসুম গরম পানি দিয়ে দিন শুরু করা: বলা হয়ে থাকে, দিন শুরু করতে হয় সতেজভাব ও শক্তি দিয়ে। ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে কুসুম গরম পানি পান করা ভালো অভ্যাস। এটা শরীর থেকে বিষাক্ত উপাদান বের করে দেয় ও পেট পরিষ্কার করে। ফলে ত্বকে উজ্জ্বলতা ফুটে ওঠে।

ভালো গান শোনা: গান নির্বাচন আমাদের মন মেজাজের ওপর নির্ভর করে। তবে বসন্তের এই সুন্দর দিনগুলোতে সুন্দর ও আনন্দঘন গান শোনার চেষ্টা করুন, এতে মেজাজ ফুরফুরে থাকবে।

শরীরচর্চা: নিজেকে সতেজ ও চনমনে রাখতে শরীরচর্চা বা নাচ করতে পারেন। এটা শরীর সতেজ রাখার পাশাপাশি শক্তি বাড়াতেও সাহায্য করে। এছাড়াও, হালকা কাজ মানসিক চাপ কমানোর পাশাপাশি মানসিক শক্তি বাড়াতেও সাহায্য করে।

মেইকআপ বেইজ তৈরি করা: মেইকআপের বেইজ তৈরি করতে যতটা সম্ভব কম প্রসাধনী ব্যবহার করা উচিত। কারণ ভারী মেইকআপ বেশি ফুটে থাকে যা দেখতে ভালো লাগে না। ভেষজ ও শতভাগ প্রাকৃতিক প্রসাধনী ব্যবহার করুন। এগুলো ত্বকে একটা ম্যাটভাব আনে ও চেহারার খুঁত ঢাকতে সাহায্য করে।

চোখের মেইকআপ: চোখের সাজে নাটকীয়ভাব আনা যেতে পারে। চোখের পাপড়ি বড় করে সাজান আর চোখে দৃঢ়ভাব ফুটিয়ে তুলতে আইলাইনার ব্যবহার করুন।

ঠেঁট ও গালে রঙিন আভা:বর্তমান সময়ে এর প্রচলন বেশি যা, দ্রুত ও সহজ উপায়ে ঠেঁট ও গালের সৌন্দর্য প্রকাশ করে। এটা ত্বকে প্রাকৃতিক গোলাপিভাব আনে যা চোখের ওপর শ্যাডো হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। প্রাকৃতিক উপাদানের তৈরি প্রসাধনীতে কোনো কৃত্রিম রং ব্যবহার করা হয় না এবং তা দীর্ঘ সময় স্থায়ী হয়।

সুন্দর পোশাক পরা: কি পরবেন বুঝে উঠতে না পারলে যে পোশাকে আপনাকে বেশি মানায় তা বেছে নিন। কোনো রকম পরীক্ষামূলক পোশাক না পরে বরং যেটা পরতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয় সেটা পরা ভালো। আর নিজের আত্মবিশ্বাস ধরে রাখতে উঁচু জুতা ব্যবহার করতে পারেন। দেখতেও ভালো লাগবে।

খেজুর খাওয়ার প্রভাব

মিষ্টির প্রাকৃতিক উৎস হিসেবে অনন্য এক খাবার খেজুর। বাজারে বিভিন্ন জাতের খেজুর মেলে। আর শুধু খেজুর যেমন টপাটপ খেতে পারবেন, তেমনি সালাদ, শরবত, ওটমিল ইত্যাদি বিভিন্ন খাবারের সঙ্গে মিশিয়েও খাওয়া যায়। তবে অতিরিক্ত খেলে বিপত্তিও আছে।

খাদ্য ও পুষ্টিবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটের প্রতিবেদনের আলোকে জানানো হল খেজুরের কিছু উপকারিতা ও অপকারিতা সম্পর্কে।

কমাতে পারে হৃদরোগের ঝুঁকি: দ্রবণীয় ভোজ্য আঁশ সরবরাহ করে খেজুর। শরীরের জন্য ক্ষতিকর কোলেস্টেরল 'এলডিএল'য়ের যুক্ত হয়ে তা রক্তে মিশে যেতে বাধা দেয় এই আঁশ। একারণে ওই কোলেস্টেরলে থাকা 'ফ্যাটি লিপিড' রক্তনালীর দেয়ালের জমতে পারেনা। এভাবেই হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে সহায়তা করে এই ফল।

লড়ে ক্যান্সারের বিরুদ্ধে: 'ক্যারোটিনয়েড', 'পলিফেনলস' আর 'অ্যান্থোসায়ানিনস' ধরনের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খেজুর। খাদ্যাভ্যাসে এই উপাদানগুলোর প্রাচুর্য থাকলে ক্যান্সারসহ আরও অনেক দূরারোগ্য ব্যাধির ঝুঁকি কমে উল্লেখযোগ্য মাত্রায়। বিশেষ করে 'কলোরেক্টাল ক্যান্সার'য়ের বিরুদ্ধে খেজুর বিশেষ উপকারী ভূমিকা রাখে বলে দাবি করেন বিশেষজ্ঞরা। ডায়াবেটিস রুখতে: দ্রবণীয় ভোজ্য আঁশের আছে নানান উপকারিতা। যার মধ্যে একটি হল রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা।

মেটাতে পারে পুষ্টির ঘাটতি: ভোজ্য আঁশ, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডি, এই চারটি পুষ্টি উপাদান মানুষ বরাবরই কম গ্রহণ করে, এমনটাই দাবি বিশেষজ্ঞদের। আর মাত্র চারটি খেজুর থেকে পেতে পারেন ভোজ্য আঁশের দৈনিক চাহিদার ২৭ শতাংশ এবং পটাসিয়ামের দৈনিক চাহিদার ২০ শতাংশ। ফলে প্রতিদিন কয়েকটি খেজুর খাওয়ার মাধ্যমে এমন দুটি পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব। যেগুলোর ঘাটতিতে ভোগে পুরো বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ।

বাড়তে পারে ওজন খেজুরের নানান গুণের কথা শুনে যদি সকাল বিকাল খেজুর খাওয়া শুরু করেন তবে বিপদ আসতে খুব বেশি দেরি হবে না। কারণ মাত্র চারটি বা ১০০ গ্রাম খেজুরেই মিলবে প্রায় ২৭৭ ক্যালরি। প্রচণ্ড মিষ্টি এই শুকনো ফল যদি বেশি খেতে থাকেন তবে ওজন যে বাড়বে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই পরিমাণ মাথায় রাখতে হবে। ভালো খাবারও অতিরিক্ত খাওয়ার কারণে তা কাল হয়ে দাঁড়াতে পারে।

চুল পড়া কমাতে ছয়টি উপায়

বংশগত সমস্যা ছাড়াও খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাপনের প্রভাব থেকে চুল পড়তে পারে। তাই বেশি চুল পড়লে নিজের দিকে নজর দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

সাজসজ্জা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে চুল পড়া কমানোর কয়েকটি উপায় সম্পর্কে জানান হল। কন্ডিশনার: উন্নত কন্ডিশনার চুলের জন্য উপকারী। এতে থাকে অ্যামিনো অ্যাসিড ক্ষয় পূরণ করে চুলকে মসৃণ করে তোলে।

শ্যাম্পু: চুলের যত্নে মাথার ত্বকের ধরন বোঝা এবং সে অনুযায়ী সঠিক শ্যাম্পু নির্বাচন করা প্রয়োজন। এবং মাথার ত্বকের অবস্থা বুঝে চুল পরিষ্কার রাখা উচিত। মাথার ত্বক যদি শুষ্ক হয় তবে অতিরিক্ত ধোওয়ার কারণে চুল পড়ার সমস্যা দেখা দেয়। অন্যদিকে, মাথার ত্বক তৈলাক্ত হলে সপ্তাহে কমপক্ষে তিনবার পরিষ্কার করা প্রয়োজন। তাছাড়া শ্যাম্পু নির্বাচনের ক্ষেত্রেও সচেতন থাকতে হবে। অতিরিক্ত রাসায়নিক উপাদান সমৃদ্ধ শ্যাম্পু যেমন- সালফেট, প্যারাবেন ও সিলিকন চুলকে রুক্ষ, নির্জীব ও ভঙ্গুর করে ফেলে।

খাদ্যাভ্যাস ও শরীরচর্চা: যত ভালো পণ্যই ব্যবহার করা হোক না কেনো খাদ্যাভ্যাস ঠিক না থাকলে তা কার্যকর হবে না। পাশাপাশি প্রয়োজন শরীরচর্চা। প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন ও লৌহ ধরনের খাবার প্রতিদিন খাওয়া উচিত। এতে চুলের পুষ্টির চাহিদা পূরণ হয়। শরীরচর্চার ক্ষেত্রে যোগ ব্যায়াম, ধ্যান ও সাধারণ ব্যায়াম চুল পড়া কমাতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার: যেমন- 'স্ট্রেইট' করা, রং করা ইত্যাদি চুলের ক্ষতি করে। এছাড়াও তাপীয় যন্ত্রের ব্যবহার চুলের ক্ষতি করে। বিশেষত, ভেজা চুলে 'ব্লো ড্রায়ার', 'কার্লিং রড' ব্যবহার ঠিক নয়। এগুলো চুলের ভেজাভাব শুষে নেয় ও ভঙ্গুরতা সৃষ্টি করে। যদি কোনো কারণে তাপীয় যন্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে তবে সর্বনিম্ন তাপ প্রয়োগ করতে হবে। এর আগে অবশ্যই সুরক্ষার স্তর তৈরি করার জন্য 'লিভ-ইন কন্ডিশনার' ব্যবহার করা উচিত। আর কাজ শেষে 'প্রোটেক্টিভ স্প্রে' ব্যবহার করতে হবে। নিয়মিত চুল ছাঁটা: চুলের নিচের অংশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই নিয়মিত চুল ছাঁটা চুলের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সহায়তা করে। ক্ষতিগ্রস্ত চুল দেখতে রুক্ষ লাগে ও আগা ফাটার সমস্যার দেখা দেয়। তাই চুল ছাঁটা, কেশ সুন্দর রাখতে সহায়ক।

তেল ব্যবহার: মাথার ত্বকের রক্ত সঞ্চালন বাড়াতে তেল ব্যবহারের বিকল্প নেই। আপনার মাথার ত্বকের জন্য মানানসই এরকম তেল দিয়ে সপ্তাহে একবার মালিশ করুন। তেল ব্যবহারের পরে দুই ঘন্টা 'শাওয়ার ক্যাপ' পরে থাকুন। তারপর হালকা শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধরে নিন।

মহারাষ্ট্রের ১৩ মন্ত্রী এবং ৭০ জন বিধায়ক করোনা পজিটিভ, মন্ত্রীদের বৈঠক স্থগিত

মুম্বই, ৪ জানুয়ারি (হি.স) : মহারাষ্ট্রে ১৩ জন মন্ত্রী এবং ৭০ জন বিধায়ক এবং বেশ কয়েকজন রাজ্যের নেতাদের করোনা পজিটিভ হওয়ার কারণে বুধবার মন্ত্রী গ্রুপের নিয়মিত বৈঠক স্থগিত করা হয়েছে। এই মন্ত্রী ও বিধায়কদের চিকিৎসা চলছে বলে জানিয়েছেন পুনর্বাসন মন্ত্রী বিজয় বাদেত্তিওয়ার। মঙ্গলবার তিনি বলেন, রাজ্যে করোনা রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী খুব শীঘ্রই লকডাউন বা কঠোর নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। জানা গিয়েছে, এদিন নগরোন্নয়ন মন্ত্রী একনাথ শিন্ডে করোনা পজিটিভ পাওয়া গেছে। এর পাশাপাশি বিজেপি বিধায়ক অতুল ভাটখালকর, এনসিপি বিধায়ক রোহিত পাওয়ার, শিবসেনা নেতা বিনায়ক রাউত, বরুণ সরদেসাই, মহারাষ্ট্র টাস্ক ফোর্সের সদস্য ডাঃ তাত্যাসাহেব লাহানে করোনা পজিটিভ পাওয়া গেছে। এসবের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা চলছে ডা. একইভাবে, মহারাষ্ট্রের রাজস্ব মন্ত্রী বালাসাহেব থোরাত, সহযোগিতা মন্ত্রী পৃথ্বীরাজ পাতিল, মহিলা ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী যশোমতি ঠাকুর, আদিবাসী উন্নয়ন মন্ত্রী কে.সি. পাডভি, শিক্ষামন্ত্রী বর্ষা গায়কওয়াড়, বিজেপি সাংসদ সুজয় ভিখে পাতিল, বিধায়ক রাধাকৃষ্ণ ভিখে পাতিল, সাংসদ সুপ্রিয়া সুলে, বিধায়ক সাগর মেঘে, মাধুরী মিসল, বিধায়ক নিলয় নায়েক, ইন্দ্রনীল নায়েক, মদন ইরাওয়ার প্রমুখের করোনা পজিটিভ পাওয়া গেছে। এগুলি ছাড়াও এদিন সন্ধ্যায় থানের সাংসদ রাজন চিন্তাবে এবং বিধায়ক প্রতাপ সরনায়েকের করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে।

বিজেপি পতাকা সারা দেহে এঁকে প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় হাজির যুবক। ছবি ঃ নিজস্ব

নবান্নর সভাঘর থেকে ভার্চুয়ালি কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ৪ জানুয়ারি (হি. স.) : নজরুল মঞ্চের বদলে নবান্নর সভাঘর থেকে ভার্চুয়ালি কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্বোধনী ছবি হিসেবে থাকছে "অরণ্যের দিন রাত্রি"।
করোনা আবহেও বন্ধ হল না কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব। সিনেপ্রেমীদের জন্য সুখবর শুনিয়ে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হল, শুক্রবার থেকে টানা ১ সপ্তাহ চলবে ২৭ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। এই অনুষ্ঠানে এ বছর সত্যজিত রায়ের ছবিতে অভিনয় করেছেন এমন জীবিত শিল্পী এবং কলাকুশলীদের এক মঞ্চে নিয়ে আসার পরিকল্পনা রয়েছে। রবীন্দ্র সদনে ৮ জানুয়ারি দুপুর ৩টেয় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ২৭জনকে ইনভিটিশন পাঠানো হয়েছে। এই অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করবেন বরিয়া মজুমদার। সত্যজিত রায়ের শতবর্ষ নিয়ে বক্তব্য রাখবেন পরিচালক সুজিত সরকার।
এবারের কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে ১৬০টি সিনেমার ২০০টি শো আয়োজন করা হবে। মোট ৬২ টি বাংলা ছবি দেখানো হবে উৎসবে। থাকবে ফিনল্যান্ডের ৬টি সিনেমা। এছাড়াও থাকছে অন্য অনেক দেশের ছবিও। সেই লিস্ট এখনও সামনে আসেনি। এছাড়াও 'স্পেশ্যাল স্ক্রিনিং' বিভাগে থাকছে "হলি কনস্পিরেসি", সুজিত সরকারের "উধম"। ব্রাত্য বসুর দু'টি ছবি থাকছে। সময়ের স্মৃতি মালা এবং নজরবন্দ। বিশেষ ছবি হিসেবে থাকছে অপর্ণা সেনের 'রেপিস্ট'।
আয়োজকদের তরফে অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের দাবি, অনেক আগের সিদ্ধান্ত চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজন, এবারের পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই কাটছাঁট করে হবে উৎসব। অরিন্দম শীলের দাবি, এটা সরকারের সিদ্ধান্ত। বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, আসুন সবাই মিলে সাবধানে উৎসব পালন করি। রাজ্যজুড়ে করোনার সংক্রমণের আগ্রাসী আস্ফালন দেখার পরই সোমবার থেকে রাজ্যজুড়ে জারি হয়েছে একাধিক কঠোর বিধি নিষেধ। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি বিউটি পার্লার, স্পা, সেলুন, জিম আপাতত বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নবান্ন-র তরফে। যদিও রাজ্যের প্রশাসনিক দফতরের পক্ষ থেকে ৫০ শতাংশ দর্শক নিয়ে সিনেমাহল খোলা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাত ১০ টা পর্যন্ত।

নৌকা বাড়ি এখন শান্তিনিকেতনের নতুন আকর্ষণ

শান্তিনিকেতন, ৪ জানুয়ারি (হি. স.) : শান্তিনিকেতনের সরকার ডাঙা এলাকায় মাঠের মধ্যে একটা আস্ত নৌকা দাঁড়িয়ে আছে। যেন নৌকা ডাঙায় বাঁধা। কাছে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, ধূ-ধূ মাঠের প্রান্তরে সেই নৌকা আদতে কংক্রিটের তৈরি বাড়ি। সম্পূর্ণ নৌকা বা বজরার আদলে তৈরি। নৌকার গায়ে লাগানো টায়ার, জল, সব কিছুই কংক্রিটের। ''বাস বাড়ি'' বানানোর পর এবার নৌকার আদলে বাড়ি বানিয়ে তাক লাগালেন বীরভূমের পাড়ুইয়ের শিল্পী উদয় দাস। তাঁর নতুন এই 'নৌকাবাড়ি' দেখতে শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি জঙ্গল লাগোয়া সরকারডাঙায় ইতিমধ্যেই ভিড় জমাচ্ছেন উৎসাহী মানুষজন।
পাড়ুইয়ের ধানাই গ্রামের দাসপাড়ার বাসিন্দা পেশায় মৃৎশিল্পী উদয় দাস মাটি, সিমেন্ট ইত্যাদি দিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই মূর্তি ও স্থাপত্য নির্মাণ করেন।গত বছর লকডাউনের সময় বাসের আদলে নিজের জন্য একটি "বাস বাড়ি" তৈরি করেছিলেন। সংবাদ মাধ্যমে সেই খবর ছড়িয়ে পড়তেই নানা প্রান্তের মানুষ সেটি দেখতে ভিড় জমান ধানাই গ্রামের দাসপাড়ায় শিল্পীর বাড়িতে।সেই সময় শিল্পী উদয় দাসের শিল্প কর্ম সর্বত্রই প্রশংসিত হয়। সেকথা জানতে পারে শান্তিনিকেতনের বাসিন্দা চিকিৎসক আশিসরঞ্জন গুহ রায় ও তাঁর স্ত্রী অধ্যাপিকা সুস্মিতা গুহ রায় এক সঙ্গে যান বাস বাড়ি দেখতে।বাড়ি দেখে মুগ্ধ হয়ে তাদের জন্য এমন একটি অভিনব বাড়ি তৈরির আগ্রহ প্রকাশ করেন দম্পতি।
সেই মত শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি জঙ্গল লাগোয়া সরকারডাঙায় একটি অভিনব বাড়ি তৈরি জন্য শিল্পী উদয় দাস কে বড়াত দেন তারা।একই সঙ্গে একটি নৌকার ছবি ও দেন উদয় বাবু কে। সেই মত উদয়বাবুর নেতৃত্বে দশজন শিল্পী মিলে সরকারডাঙার জমিতে নৌকা বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করেন।শিল্পী উদয় দাস জানিয়েছেন, "প্রথম আমি আর নিজের জন্য যে বাস বাড়ি তৈরি করেছিলাম সেই বাড়িটি দেখার পর ম্যাডাম আমাকে একটি বজরার ছবি পাঠান। সেই ছবি দেখে যতটা সম্ভব রূপ দিয়ে এই নৌকা বাড়ি তৈরি করেছি"।
একটি কামরা বিশিষ্ট ওই বাড়ি তৈরি হয়েছে হুবহু নৌকা বা ছোট জাহাজের মতো দেখতে। বাড়িটি সম্পূর্ণ কংক্রিটের তৈরি। দূর থেকে দেখলে টের পাওয়া মুশকিল সত্যিই কোন ছোট জাহাজ বা নৌকা, না কোন বাড়ি। কংক্রিট দিয়েই বাড়ির সমস্ত ডিজাইন তৈরি করা হয়েছে। সমস্ত কাজেই নৌকা বা জাহাজের ছোঁয়া। দীর্ঘ ছয় মাস ধরে ১০ জন মিস্ত্রি এক নাগাড়ে কাজ করে বাড়িটি তৈরি করেছেন। খরচ হয়েছে ১০ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। একটি নৌকা বাইরে থেকে ঠিক যেমনটি দেখতে হয় সেভাবেই বাড়িটি নির্মাণ করা হয়েছে।শিল্পী উদয় দাস বলেন, 'বাস বাড়ি দেখে আমাকে নৌকা বাড়ি বানিয়ে দেওয়ার কথা বলেন ডাক্তারবাবু। আমি মূর্তি বানাই, এখন বাড়ি বানাচ্ছি। যাতে এই ধরনের কাজ আরও করতে পারি সেই আশায় থাকলাম।' এমন অভিনব বাড়ি দেখে খুশি সস্ত্রীক গৃহকর্তা।সুস্মিতা গুহ রায় বলেন, 'সংবাদ মাধ্যমে শিল্পী উদয় দাসের বাস বাড়ির কথা জানতে পারি। এরপর তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে নৌকার আদলে বাড়ি তৈরি করার জন্য অনুরোধ করি। প্রত্যন্ত গ্রামের একজন প্রতিভাবান শিল্পী উদয়বাবু যে ভাবে বাড়িটি তৈরি করেছেন, তা এক কথায় অনবদ্য! আমরাও খুবই আনন্দিত।'

করোনা পরিস্থিতিতে খোলা থাকছে তারাপীঠ মন্দির

রামপুরহাট, ৪ জানুয়ারি (হি. স.) : করোনা পরিস্থিতিতে খোলা থাকছে তারাপীঠ মন্দির। তবে পঞ্চাশের বেশি ভক্তের মন্দির চত্বরে প্রবেশ নিষেধ। মঙ্গলবার তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদের অফিসে একটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেয় তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদ। যদিও তারাপীঠ মন্দিরে প্রবেশ নিয়ে বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিল তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদ। এই বৈঠকে হাজির ছিলেন পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান সুকুমার মুখোপাধ্যায়, রামপুরহাট মহকুমা শাসক সাদ্দাম নাভাস, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সায়ন আহমেদ, হোটেল ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুনীল গিরি, তারামাতা মন্দির সেবায়েত সমিতির সভাপতি তারাময় মুখোপাধ্যায় সহ অন্যান্য সদস্যরা। এদিন কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, করোনা পরিস্থিতিতে বন্ধ হচ্ছে না তারাপীঠ মন্দির। নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবেন পুন্যার্থীরা। একসঙ্গে ৫০ জনের বেশি দর্শনার্থী মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবেন না। তাঁদের পুজো শেষ হলে তবেই পরের ৫০ জন প্রবেশ করতে পারবেন।
মাস্ক ও স্যানিটাইজার ব্যবহার বিধি বাধ্যতামূলক। মন্দির কমিটি দূরত্ব বিধি কঠোরভাবে বজায় রাখতে দ্বিগুন সংখ্যক নিরাপত্তা কর্মী নিয়োজিত করেছে। জানা গেছে গর্ভগৃহে মাকে স্পর্শ করা বা অঞ্জলি দেওয়া যাবে না। বাইরে লাইনে দাঁড়িয়ে পুজো দেওয়া যাবে। গর্ভগৃহে সবাইকে মাস্ক পরতে হবে।
তারাপীঠ রামপুরহাট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি জানিয়েছে, তারাপীঠের হোটেল বুক করতে পারবেন না পর্যটকেরা। এখনও যারা আছেন তাদের আজকের মধ্যেই হোটেল ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেবায়েত সমিতির সভাপতি তারাময় মুখোপাধ্যায় বলেন, কোভিড প্রটোকল মেনে মন্দির খোলা থাকবে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। ফের যেমন সরকারি নির্দেশ আসবে তেমনি ব্যবস্থা হবে। তবে মন্দিরে এখন খুব কম দর্শনার্থী আসে। হিন্দুস্থান সমাচার / হেমাভ

হাইলাকান্দিতে ১ লক্ষ ৩০ হাজার ই-শ্রমকার্ড নথিভুক্ত, জানান শ্রম আধিকারিক

হাইলাকান্দি (অসম), ৪ জানুয়ারি (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার ই-শ্রমকার্ড নথিভুক্ত করা হয়েছে। জানালেন জেলার শ্রম আধিকারিক (ডিএলও) কৃপাময় দেব।
আজ মঙ্গলবার জেলা পর্যায়ের কমিটির বৈঠকে এই তথ্য জাননোর পাশাপাশি জেলার সব অসংগঠিত শ্রমিকদের ই-শ্রম পোর্টালে রেজিস্ট্রেশনের আহ্বান জানান তিনি। এদিন জেলাশাসক কার্যালয়ের সভাকক্ষে বিভিন্ন বিভাগের সরকারি আধিকারিক ও শ্রমিক সংগঠনের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত সভায় পৌরোহিত্য করেন জেলা পরিষদের চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার (সিইও) জয়দীপ শুক্লা। বৈঠকে শুক্লা জানান, জেলার ১ লক্ষ ৩০ হাজার এমজিএনরেগা কর্মসূচির জবকার্ডধারীদের ই-শ্রম পোর্টালের আওতায় রেজিস্ট্রেশন করা হবে। জেলা শ্রম আধিকারিক কৃপাময় দেব জানান, জেলায় ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত ১ লক্ষ ৩০ হাজার অসংগঠিত শ্রমিকদের ই-শ্রম পোর্টালে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। সভায় জানানো হয়, জেলার সিএসসি সেন্টারগুলোতে অসংগঠিত শ্রমিকদের ই-শ্রম পোর্টালে বিনামূল্যে রেজিস্ট্রেশন চলছে। এই রেজিস্ট্রেশনের সময় আধার কার্ড, ব্যাঙ্কের পাসবুক এবং একটি মোবাইল ফোনের প্রয়োজন। সিএসসি-তে এগুলি দিলে রেজিস্ট্রেশন করে কাগজে কার্ড প্রিন্ট করে দেওয়া হয়। এতে কোনও মাশুল দিতে হয় না। তবে প্লাস্টিক কার্ড নিতে হলে এর জন্য ৫০ টাকা মাশুল দিতে হয় বলে সভায় জানানো হয়েছে।
এই রেজিস্ট্রেশনের পর দুর্ঘটনার জন্য এক লক্ষ টাকা এবং মৃত্যু হলে দুই লক্ষ টাকা বিমার সংস্থান রয়েছে বলে জানানো হয়। সভায় আরও জানানো হয়, সমাজ কল্যাণ বিভাগের অধীন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, স্বাস্থ্য বিভাগের অধীন এএনএম, আশাকর্মী এবং মিড-ডে মিল কর্মীদেরকে এই পোর্টালে পর্যায়ক্রমে রেজিস্ট্রেশন করা হবে। এছাড়া রিকশাচালক, ঠেলাচালক, ইটভাট্টায় কর্মরত শ্রমিকদেরও এই কর্মসূচির আওতায় আনা হবে।
সভাপতির ভাষণে জেলা পরিষদের সিইও জয়দীপ শুক্লা জানান, অসংগঠিত শ্রমিকদের ন্যূনতম সামাজিক সুরক্ষা দিতে ২০০৮ সালের শ্রম আইন সংশোধন করে এর অধীনে এই পোর্টাল মারফত রেজিস্ট্রেশন শুরু হয়েছে। তিনি আরও জানান, ই-শ্রম কার্ড না থাকলে জবকার্ড বন্ধ করা হবে বলে যে গুজব ছড়ানো হচ্ছে তা মোটেই সত্য নয়।
উল্লেখ্য, হাইলাকান্দি জেলায় অসংগঠিত শ্রমিকদের ই-শ্রম রেজিস্ট্রেশন করতে গঠিত জেলা পর্যায়ের কমিটির মঙ্গলবার ছিল প্রথম বৈঠক।

করোনার কারণে নেওয়ার পদ্ধতি বদল কলেজ সার্ভিস কমিশনের

কলকাতা, ৪ জানুয়ারি (হি. স.) : রাজ্যের কলেজগুলিতে কয়েক হাজার অধ্যাপক নিয়োগ হতে চলেছে। সাক্ষাৎকার নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করতে চলেছে কলেজ সার্ভিস কমিশন। করোনা পরিস্থিতির কারণে নেওয়ার পদ্ধতিতেও একাধিক বদল আনছে কমিশন।
ইতিমধ্যেই সাক্ষাৎকার নেওয়ার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে কলেজ সার্ভিস কমিশন। ১৭ জানুয়ারি থেকেই শুরু হবে প্রক্রিয়া। কমিশন সূত্রে খবর, প্রায় ৩৩ হাজার আবেদন জমা পড়েছে সহকারী অধ্যাপক নিয়োগের জন্য। করোনা সংক্রমণ ঊর্ধ্বমুখী এ''কথা মাথায় রেখে এবার সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়াতেও একাধিক বদল আনছে কলেজ সার্ভিস কমিশন। প্রতিদিন প্রত্যেক বিষয়ে ৪০ জনের বেশি সাক্ষাৎকারে ডাকা হচ্ছে না। পাশাপাশি একই দিনে দুটি বিষয়ের বেশি আবেদনকারীদের সাক্ষাৎকারে ডাকা হবে না।
প্রাথমিকভাবে বাংলা এবং ইংরেজি, এই দুটি বিষয়ে সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়া শুরু করছে কমিশন। ৪৫ টি বিষয়ের জন্য সাক্ষাৎকার নেবে কমিশন। এবারের শূন্যপদ বহুগুণ বাড়বে। গত পাঁচ বছর ধরে কলেজগুলি থেকে সহকারী অধ্যাপক পদ থেকে অবসর নেওয়ার সংখ্যা খুবই কম সংখ্যক ছিল। তার কারণ হিসেবে কমিশনের একাংশের বক্তব্য, যেহেতু রাজ্য অধ্যাপকদের অবসরের বয়স বাড়িয়েছে, মূলত সেই কারণে অবসর নেওয়ার সংখ্যাটা অনেকটাই কমে গিয়েছিল শেষ পাঁচ বছর ধরে। কমিশনের আধিকারিকদের ধারণা ২০২২ এ অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের অবসর নেওয়ার সংখ্যাটা অনেকটাই রয়েছে। অবসর নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শূন্যপদের সংখ্যাটাও বহুগুণ বাড়বে।
ইতিমধ্যেই কলেজ সার্ভিস কমিশনের হাতে ৫০০ এর ও বেশি শূন্যপদ পড়ে রয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হবে কয়েক হাজার শূন্যপদ। সেক্ষেত্রে শূন্যপদ ৫ হাজার পেরিয়ে যেতে পারে বলেই কমিশনের আধিকারিকদের ধারণা। সবথেকে বেশি আবেদন জমা পড়েছে ভূগোল, রসায়ন, বাংলা-ইংরেজির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে। সেক্ষেত্রে প্রক্রিয়া শেষ হতে বর্তমান করোনা পরিস্থিতির কারণে সময়টা অনেকটাই লেগে যাবে বলেই কমিশনের আধিকারিকদের মত।

অসহায় করোনা রোগীদের বাড়ি বাড়ি খাবার পৌঁছনোর নির্দেশ নবান্নের

কলকাতা, ৪ জানুয়ারি (হি. স.) : রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ঊর্ধ্বমুখী। এবার গ্রামের দুঃস্থ কোভিড রোগীদের বাড়িতে খাবার পৌঁছে দেওয়ার ভাবনা। চাল, মুড়ি, বিস্কুট এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী-সহ একটি প্যাকেট পাঠাবে পুলিশ। এই মর্মে জরুরি ভিত্তিতে রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসকদের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। প্রায় প্রত্যেকটি জেলায় প্রতিদিনই বাড়ছে সংক্রমণ। যা উদ্বেগ বাড়াচ্ছে প্রত্যেকের। এ রকম বহু মানুষ রয়েছেন যারা পরিবারের একমাত্র রোজগেরে। আর দিনমজুরি করেই সংসার চলে। সেই ধরণের মানুষদের চিহ্নিত করে দ্রুত তাঁদের বাড়িতে খাবার পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জেলাশাসকদের। যাতে তাঁরা কাজের নামে বাড়ি থেকে বের না হন তাই আগাম সতর্কতা। জানা যাচ্ছে, করোনা আক্রান্ত হয়ে ঘরে নিভৃতাবাসে থাকা দারিদ্রসীমার নীচে থাকা মানুষজনদের খাবারের প্যাকেট পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। তাতে যেমন থাকবে চাল-ডাল-তেল আবার থাকবে মুড়ি ও বিস্কুটের মতো খাবার। ঠিক হয়েছে আক্রান্তের খোঁজ নেওয়া ও খাবারের ব্যবস্থা জেলাশাসকের দফতর করলেও তালিকা অনুযায়ী খাবারের প্যাকেট পৌঁছে দেবে পুলিশ। তবে সূত্রের খবর, প্রতিটি প্যাকেটের গায়ে লেখা থাকবে, 'সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং রাজ্য পুলিশ'।

আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের একটি শিখরকে মাউন্ট হ্যারিয়েট বলা হয়, একে 'মাউন্ট মণিপুর'-এ পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি : প্রধানমন্ত্রী মোদী

ইমফল, ৪ জানুয়ারি (হি.স.) : স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরও আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের একটি শিখরকে মাউন্ট হ্যারিয়েট বলা হয়। আমরা একে 'মাউন্ট মণিপুর'-এ পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলির জন্য পূর্ববর্তী সরকারগুলির একটি নীতি ছিল, 'পূর্ব দিকে তাকাবেন না', কিন্তু আমরা দেশের ঈশাণকোণে অবস্থিত এই অঞ্চলের জন্য 'অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি' গ্রহণ করে দুরন্ত গতিতে এগিয়ে চলেছি। বক্তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।
আজ মঙ্গলবার সকাল ১১টায় একদিনের সফরসূচি নিয়ে মণিপুরের রাজধানী ইমফল বিমানবন্দরে বিশেষ উড়ানে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছেন সপার্ষদ মুখ্যমন্ত্রী নংথমবাম বীরেন সিংহ প্রমুখ। ঝটিকা সফরে এসে তিনি প্রায় ৪,৮০০ টাকার ২২টি প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন। এগুলির মধ্যে ১,৮৫০ কোটি টাকার প্রায় ১৩টি প্রকল্পের উদ্বোধন এবং প্রায় ২,৯৫০ কোটি টাকার নয় (৯)-টি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী।
বিশাল জনসমাবেশে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে প্রধানমন্ত্রী পূর্ববর্তী সরকারগুলির ওপর হামলা করে বলেন, পূর্বোত্তর এখন আর অনুন্নত নয়। বিকাশের প্রবেশদ্বারে পরিণত হয়েছে। উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলির জন্য পূর্ববর্তী সরকারগুলির একটি নীতি ছিল, 'পূর্ব দিকে তাকাবেন না', কিন্তু আমরা দেশের ঈশাণকোণে অবস্থিত এই অঞ্চলের জন্য 'অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি' (পূর্বে তাকাও নীতি) গ্রহণ করে দুরন্ত গতিতে এগিয়ে চলেছি। নয়াদিল্লিতে আগে যে সব সরকার ক্ষমতায় ছিল, তারা মণিপুর-সহ উত্তরপূর্বকে অবহেলা করে 'পাহাড়-উপত্যকা খাদ' তৈরি করে রেখিছিল। কিন্তু কেন্দ্র এবং রাজ্যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারগুলি শান্তি, প্রগতির ক্ষেত্রে নতুন ভোরের সূচনা করেছে। দেশের ঈশাণকোণ উত্তরপূর্ব ভারতকে উন্নয়নের ক্ষেত্রে চালক হয়ে উঠছে, বলেন প্রধানমন্ত্রী।
তিনি বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে উন্নয়নের শিখরে নিয়ে যেতে কেন্দ্রীয় সরকার সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য 'অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি'-র সংকল্প নিয়ে দিল্লির বিজেপি সরকার গত সাত বছর কঠোর পরিশ্রম করছে। যার ফল উত্তরপূর্ব, বিশেষ করে মণিপুরে পরিবর্তন স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। উদাত্ত ভাষণ দিতে গিয়ে মোদী বলেন, তিনি বলেন, মণিপুর আজ পরিবর্তনের নতুন কর্মসংস্কৃতি ও উন্নয়নের প্রতীক হয়ে উঠছে। মোদী বলেন, ডাবল ইঞ্জিন সরকারের নিরন্তর প্রচেষ্টায় আজ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সন্ত্রাসবাদের বাড়বাড়ন্ত নেই। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন না জনতা। এ অঞ্চলে আজ শান্তি ও উন্নয়নের ধারা বইছে। উত্তরপূর্ব জুড়ে শত শত যুবক আজ অস্ত্র ছেড়ে উন্নয়নের তাগিদে সমাজের মূলস্রোতে গা ভাসাচ্ছেন, বলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী
প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে যখন শেষবার মণিপুরে এসেছিলেন, তখন তিনি এখানকার জনগণের কষ্ট জানতে ও বুঝতে পেরেছিলেন। তাই ২০২৪ সালের পর তিনি মণিপুরে গোটা কেন্দ্রীয় সরকারকে নিয়ে এসেছেন। এখন আর মণিপুরের কোনও সমস্যা নিয়ে রাজ্যবাসীকে দিল্লি ছুটে যেতে হয় না। দিল্লি থেকে প্রতি এক পক্ষকালে কোনও না-কোনও মন্ত্রী বা আমলা এসে এখানকার পরিস্থিতির খোঁজ নিয়ে সমাধান করেন। এটাই পরিবর্তন, বলেন প্রধানমন্ত্রী।
তিনি বলেন, এখানকার মইরাঙের ভূমি থেকে দেশের মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার যে বিশ্বাস তৈরি হয়েছিন, তা এক বিরল দৃষ্টান্ত। মইরাঙে নেতাজি সুভাষের ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী (আইএনএ) প্রথমবারের মতো দেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিল। তাই উত্তরপূর্বকে ভারতের স্বাধীনতার প্রবেশদ্বার। এটা নতুন ভারতের স্বপ্ন পূরণের প্রবেশদ্বার হয়ে উঠছে, বলেন প্রধানমন্ত্রী।
প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেন, কয়েকদিন পর ২১ জানুয়ারি মণিপুর রাজ্য গঠনের ৫০ বছর পূর্ণ হবে। তাই এজন্য রাজ্যবাসীকে আগাম অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি। বলেন, বর্তমানে দেশ তার স্বাধীনতার ৭৫ বছর উপলক্ষ্যে অমৃত মহোৎসব উদযাপন করছে। এই সময়টা দেশবাসীর কাছে এক মহান অনুপ্রেরণা। তিনি বলেন, আজ যে প্রকল্পগুলির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং উদ্বোধন করা হয়েছে, এজন্য আমি আজ আবার মণিপুরের জনগণকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ সব হচ্ছে আপনাদের জন্যই। কেননা, মণিপুরে আপনারা এমন একটি স্থিতিশীল সরকার গঠন করেছেন যা পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাথে, পূর্ণ শক্তির সাথে চলছে। আপনার একটি ভোটের কারণে তা সম্ভব হয়েছে, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন প্রধানমন্ত্রী।
পূর্ব নির্ধারিত সূচি আনুযায়ী আজ সকাল ঠিক ১১টায় ইমফল বিমানবন্দরে বিশেষ উড়ানে এসে অবতরণ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী নংথমবাম বীরেন সিংহ, বিজেপির উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রভারী অজয় জামুয়াল, প্রদেশ সভানেত্রী শারদা অধিকারিমায়ুম দেবী, সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন) হনরেইখুই কাশুং সহ দলের কয়েকজন মন্ত্রী ও বিধায়ক।

১৫-১৮ বছর বয়সিদের টিকাকরণ : রেপিড রেসপন্স টিম গঠন কাছাড় জেলায়

শিলচর (অসম), ৪ জানুয়ারি (হি.স.) : কাছাড় জেলায় ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সি ছাত্রছাত্রীদের কোভিড টিকাকরণের সময় কোনও ধরনের বিপত্তি সংঘটিত হলে, তাৎক্ষণিকভাবে সে সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রেপিড রেসপন্স টিম গঠন করেছে জেলা প্রশাসন। এ সম্পর্কে কাছাড় জেলা যুগ্ম স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. আশুতোষ বর্মণ এক নির্দেশ জারি করে বলেছেন, সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধানশিক্ষকরা কোনও ধরনের বিপত্তি সংঘটিত হলে স্থানীয় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। জেলা যুগ্ম স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা, আশুতোষ বর্মণ জানিয়েছেন, কোভিড ভেকসিনেশনের সময় কোনও ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিক্রমপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এলাকার জন্য ডা. আব্দুল সাত্তার (৯৬৩১০৬৬৪৪২ / ৯৪৩৫১৭৯১০৭)- এর সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে। অনুরূপভাবে বড়খলার জন্য ডা. শুভ্রদীপ দাস (৮৮৭৬০৩৩৫০৩ / ৭০০২৫৬৪৬৩৩), ধলাইয়ে ডা. সনম পাণ্ডে (৭৬৩৬৮৩০৯০০১), হরিনগর এলাকায় ডা. মৃন্ময় চক্রবর্তী, জালালপুর এলাকায় ডা. বিরাজকান্তি দাস (৯৭০৬৫৬৮৯২২ / ৭০০২৮০১৬৭৭), লক্ষ্মীপুর এলাকায় ডা. বাবুল হক ৯৮৫৪৬২০৭২১০ / ৭০০২৫৩৮৯৪৪), সোনাই এলাকায় ডা. আমিনুর ইসলাম লস্কর (৯৪০১৫৯০৬০৮),উধারবন্দ এলাকায় ডা. পিংকি দত্ত (৮৬৩৮৭২৭০৭৭ / ৮৭২১৮১৪১৯৪) এবং শিলচর আরবান এলাকায় ডা. অনুসূয়া দেব (৮৪৮৬৬১১৩৩৬)-এর সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে।

মঙ্গলবার আগরতলায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর মৃত্যুবার্ষিকীতে প্রদেশ কংগ্রেসের শ্রদ্ধাঞ্জলি। ছবি ঃ নিজস্ব

দিল্লির এইমসের কর্মীদের ছুটি বাতিল, করোনা নিয়ন্ত্রণে সকলকে কাজে যোগের নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি (হি.স) : সংক্রমণে লাগাম টানতে সপ্তাহান্তে দিল্লিতে কারফিউ জারির সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেজরিওয়াল সরকার। লকডাউনের মতো করেই রাজধানীতে প্রতি সপ্তাহের শেষে কারফিউ জারি থাকবে। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মীদের শীতকালীন ছুটি বাতিল করল দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস(এইমস)। এইএমসের ৫০ জন ডাক্তার কোভিডে আক্রান্ত। এমত অবস্থায় নিরবচ্ছিন্ন পরিষেবা চালু রাখতেই তড়িঘড়ি এই সিদ্ধান্ত। এইমসের তরফে জানানো হয়েছে, করোনা ও ওমিক্রনে আতঙ্ক বাড়ছে, তাই সব স্বাস্থ্যকর্মীকে অবিলম্বে কাজে যুক্ত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। সূত্রের খবর, গত ৩ দিনে ৫০ জনের বেশি রোগীকে এইমসের ট্রমা কইয়া সেন্টারে ভর্তি করা হয়েছে। রাজধানীতে এমনিতেই সপ্তাহান্তে কারফু ঘোষণা করা হয়েছে। রাজধানীতে বর্তমানে করোনা ও ওমিক্রন হুমকির জায়গা নিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে লড়াই করার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা চালু রাখা প্রয়োজন।

আর এই প্রয়োজনের তাগিদেই দেশের অন্যতম হাসপাতালের সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মীর ছুটি বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যাতে পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব হয়। অন্যদিকে, দিল্লির সরকার ইতিমধ্যেই ৫০ শতাংশ কর্মী নিয়ে কাজের কথা বলেছে। এছাড়াও স্কুল-কলেজ আপাতত বন্ধ রাখার কথাও বলা হয়েছে।

রাজধানীর বর্তমান কোভিড পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়া মঙ্গলবার জানিয়েছেন, সরকারি কর্মীরা 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' করবেন। বেসরকারি অফিসের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ হাজিরার কথা বলা হয়েছে।

হলুদ সতর্কতা জারির সময় গণপরিবহণে যাত্রীসংখ্যা ৫০ শতাংশ বেঁধে দিয়েছিল কেজরি সরকার। কিন্তু এতে বাসে-মেট্রোয় বেশি ভিড় হচ্ছে। সংক্রমণ ছড়ানোর আশঙ্কাও তৈরি হচ্ছে। তাই এদিন নতুন নির্দেশিকা জারি করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, বাসে-মেট্রোয় ১০০ শতাংশ যাত্রীই উঠতে পারবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

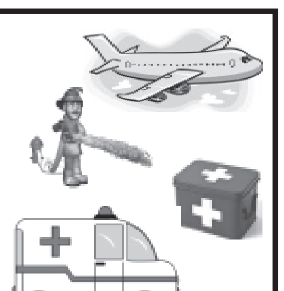

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

উদ্বেগ বাড়িয়ে ফ্রান্সে মিলল করোনার নয়া স্ট্রেনের খোঁজ

প্যারিস, ৪ জানুয়ারি (হি.স) : গোটা বিশ্বে নতুন করে দাপাতে শুরু করেছে করোনা। এই মারণ ভাইরাসের নয়া স্ট্রেন ওমিক্রন। এমনপরিস্থিতিতে আরও ভয়ংকর খবর শোনাল ফ্রান্স। সেদেশে সন্ধান মিলল আরেক নতুন করোনা স্ট্রেনের। সেটির নাম আইএইচইউ। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, এটি ৪৬ বার মিউটেশনের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে, যা ওমিক্রনের থেকেও বেশি। ফলে টিকার সুরক্ষা বলয় পেরিয়ে সংক্রামিত করার ক্ষমতা এর আরও বেশি।

নয়া এই স্ট্রেনটিতে ইতিমধ্যেই আক্রান্ত হয়েছেন ফ্রান্সের ১২ জন নাগরিক। তাঁরা সকলেই আফ্রিকার দেশ ক্যামেরুনে বেড়াতে গিয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে। তবে ওই স্ট্রেনটির উৎস সেখানেই কিনা তা এখনও জানা যায়নি।

ইতিমধ্যেই ফ্রান্সের ৬০ শতাংশ করোনা সংক্রমণের জন্য দায়ী ওমিক্রন। ফলে নয়া স্ট্রেনের পক্ষে এই মুহূর্তে তাকে প্রতিস্থাপিত করা কার্যত অসম্ভব। গত ১০ ডিসেম্বর এই স্ট্রেনের প্রথম সংক্রমণের খোঁজ মিললেও এতদিনে ১২ জনের খোঁজ মিলল যারা এর দ্বারা সংক্রমিত হয়েছেন।

অস্ট্রেলিয়ায় লাফিয়ে বাড়ছে সংক্রমণ, চাপ বাড়ছে হাসপাতালে

সিডনি, ৪ জানুয়ারি (হি.স.) : অস্ট্রেলিয়ায় হু হু করে বাড়ছে সংক্রমণ। মঙ্গলবার সংক্রমণের রেকর্ড ছুঁয়েছে পৃথিবীর উন্নততম এই দেশ। চাপ বাড়ছে হাসপাতাল এবং নমুনা পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে।

প্রসঙ্গত, অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস-এ ২৩ হাজারের বেশি সংক্রমণ বেড়েছে। করোনা সংক্রমিত হওয়ার পর ১ হাজার ৩৪৪ জন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। একদিনে ১৪০ জনের বেশি মানুষ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। পজিটিভিটি রেটও অনেকটাই বেড়েছে। ভিক্টোরিয়াতেও বাড়ছে সংক্রমণ। ১৪ হাজারের বেশি পজিটিভ সেখানে। ভিক্টোরিয়াতে ৫১৬ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এর মধ্যে আবার ১০৮ জনকে আইসিইউয়ে রাখা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ান মেডিকেল আসোসিয়েশনের তরফে জানা গেছে, বড় সংখ্যক স্বাস্থ্য কর্মী কোভিডে আক্রান্ত। তাঁরা ছুটিতে আছেন। স্বভাবতই যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের উপর চাপ বাড়ছে। হিন্দুস্থান সমাচার/ সোনালি

অখিলেশ ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী অজয় চৌধুরীর অফিসে হানা আয়কর বিভাগের

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি (হি. স.) : সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদব ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী অজয় চৌধুরীর ৪০ টি অফিসে হানা দিয়েছে আয়কর বিভাগের আধিকারিকরা। মঙ্গলবার সকালেই অজয় চৌধুরীর দিল্লি, আগ্রা ও নয়ডা মিলিয়ে মোট ৪০ জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছে আয়কর দফতরের আধিকারিকরা।

আবাসন নির্মাতা কোম্পানি এসিই মূলত অজয় চৌধুরীর। এসিই গ্রুপের একাধিক আবাসন, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও অফিসে চলছে তল্লাশি। মূলত কর ফাঁকি দেওয়ার বিষয়ে এই হানা বলেই জানিয়েছেন অজয় চৌধুরী। এই বিষয়ে আয়কর দফতরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, প্রমোটার হারসিমারান সিং আলাগের বেআইনি নির্মাণের জন্যই খোঁজ চালানো হচ্ছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

ত্রিপুরা ঃ প্রতিমা

● **আটের পাতার পর** প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান তিনি। সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা বলেন, নির্বাচনের আগে হীরা মডেলের রাজ্য উপহার দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি প্রধানমন্ত্রী দিয়েছিলেন সেটা পূরণ হতে চলেছে। ত্রিপুরাতে এখন জাতীয় সড়ক, রেল পরিষেবা, ইন্টারনেট পরিষেবা এবং উন্নতমানের বিমানবন্দরের পরিষেবা পাচ্ছেন রাজ্যবাসী। স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল সত্যদেও নারাইন আর্য সহ রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্যগণ ও প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

আজ দুপুর ২টা ১০ মিনিটে ভারতীয় বায়ুসেনার বিশেষ বিমানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরে এসে পৌঁছান। সেখানে তাঁকে স্বাগত জানান রাজ্যপাল সত্যদেও নারাইন আর্য, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য এম সিন্ধিয়া, উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা, মুখ্যসচিব কুমার অলক, পুলিশ মহানির্দেশক ভি এস যাদব, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন, বিশিষ্ট সমাজসেবী ডা. মানিক সাহা প্রমুখ। পরে প্রধানমন্ত্রী নবনির্মিত বিমানবন্দরটি ঘুরে দেখেন এবং বিমানবন্দরের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে অবগত হন। সন্ধ্যায় বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে আনুষ্ঠানিক বিদায় জানান রাজ্যপাল সত্যদেও নারাইন আর্য, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য এম সিন্ধিয়া, উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা, মুখ্যসচিব কুমার অলক, পুলিশ মহানির্দেশক ভি এস যাদব, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন, বিশিষ্ট সমাজসেবী ডা. মানিক সাহা প্রমুখ।

উল্লেখ্য, মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরের নবনির্মিত টার্মিনাল ভবনের নির্মাণ এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা করেছে এসজিএস (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড এবং ক্রিয়েটিভ গ্রপ। ২০১৭ সালে এর কাজ শুরু হয়। বিমানবন্দরের নতুন সমন্বিত টার্মিনাল ভবনের মোট আয়তন ৩০ হাজার বর্গমিটার। পিক আওয়ারে একসাথে ১২০০ যাত্রীর ধারণ করার ক্ষমতা রয়েছে এই টার্মিনাল ভবনের। কুড়িটি চেক-ইন কাউন্টার, ইনলাইন ব্যাগেজ হ্যাণ্ডেলিং সিস্টেম, ৪টি প্যাসেঞ্জার বোর্ডিং বেইজেস, ৪টি ব্যাগেজ কনভেয়র বেল্ট সহ ৬টি বিমান রাখার জায়গা রয়েছে নতুন এই টার্মিনালে। এসজিএস (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড এবং ক্রিয়েটিভ গ্রপ-এর মুখ্য নির্মাণ প্রকৌশলী হৃদেশ শর্মা জানান, গ্রিন বিল্ডিং বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী টার্মিনাল ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছে। এবছর এপ্রিল মাসের মধ্যে এই টার্মিনাল ভবনের সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ সৌরশক্তিতে পরিচালিত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

পাটনায় গাড়ির ওপর উল্টে গেল ট্রাক; মৃত্যু ৩ পুলিশ কর্মীর, আহত দুই

পাটনা, ৪ ডিসেম্বর (হি.স.): বিহারের রাজধানী পাটনায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুলিশের পেট্রোলিং জীপের ওপর উল্টে গেল একটি ট্রাক। ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ওই জীপের ভিতরে থাকা ৩ জন পুলিশ কর্মীর এবং গুরুতর আহত হয়েছেন দু''জন। মঙ্গলবার ভোর ৪.৩০ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পাটনার বেউর মোড়ের কাছে। আহত পুলিশ কর্মীদের পিএমসিএইচ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ট্রেনি ডিএসপি প্রাঞ্জল ত্রিপাঠি জানিয়েছেন, অত্যন্ত দ্রুত গতিতে যাচ্ছিল ট্রাকটি, পাটনার নিউ বাইপাস অনিসাবাদ বেউর মোড়ের কাছে আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুলিশের জীপের ওপর উল্টে যায় ট্রাকটি। এরপর পুলিশের গাড়িতে আগুনও ধরে যায়। দমকল এসে আগুন নেভায়। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৩ জন পুলিশ কর্মীর, আহত অবস্থায় দু''জন পুলিশ কর্মীকে পিএমসিএইচ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, গর্দনীবাগ থানার পুলিশ জিপসিতে দায়িত্বরত এক এসআই-সহ চার পুলিশ কর্মী ছিলেন। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এএসআই সিয়া চরণ পাসোয়ান, অন্য দুই পুলিশ কর্মী পুখরাজ ও প্রভু। আহতদের নাম জানা যায়নি।

গড়ে ৪-লক্ষাধিক সংক্রমণ, ৭৬৭ বেড়ে আমেরিকায় মৃত্যু ৮৪৮,৮৮৫ জনের

ওয়াশিংটন, ৪ জানুয়ারি (হি.স.): আমেরিকায় কোভিড-পরিস্থিতি আরও মারাত্মক হয়ে উঠেছে, আগের দিনই আমেরিকায় ৩.৮৯-লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছিল করোনা-সংক্রমণ, বিগত ২৪ ঘন্টায় সংক্রমণ আরও বেড়ে ৪.২৬-লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়েছে। লাগামহীন মৃত্যুও চিন্তা বাড়াচ্ছে মার্কিন মুলুকে। বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪ লক্ষ ২৬ হাজার ০৫১ জন, যা আগের দিনের তুলনায় অনেকটাই বেশি। নতুন করে ৪,২৬,০৫১ জন সংক্রমিত হওয়ার পর আমেরিকায় এযাবৎ ৫৭,১৩১,১৮৭ জন কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় মৃত্যু হয়েছে ৭৬৭ জনের। নতুন করে ৭৬৭ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৮ লক্ষ ৪৮ হাজার ৮৮৫ জনের। আমেরিকায় আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা যেমন বেশি, কোভিড থেকে সেরেও উঠছেন বহু মানুষ। মার্কিন মুলুকে এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪১,৭৭২,৪৬৮ জন। আমেরিকায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে ১৪,৫৫৯,৮৩৪-এ পৌঁছেছে। আমেরিকায় এই মুহূর্তে ডেল্টা ও ওমিক্রন, দুই স্ট্রেনেই সংক্রমণ বাড়ছে।

সপ্তাহান্তে কোভিড-কারফিউ দিল্লিতে, সিসোদিয়া বললেন দ্রুত বাড়ছে ওমিক্রনের সংখ্যা

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে করোনার নয়া প্রজাতিতে আক্রান্তের সংখ্যা। দিল্লিতে ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা ৩৮২-তে পৌঁছেছে, এই পরিস্থিতিতে করোনা ও এই ভাইরাস নতুন প্রজাতি ওমিক্রনকে ঠেকাতে রাজধানীতে বলবৎ হতে চলেছে কোভিড-কারফিউ। মঙ্গলবার দিল্লির উপ-মুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া জানিয়েছেন, 'কোভিড-সংক্রমণ রুখতে শনিবার ও রবিবার কারফিউ বলবৎ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দিল্লি বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বিভাগ। অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত নন এমন কর্মীরা ছাড়া, সমস্ত সরকারি কর্মীরা বাড়ি থেকে কাজ করবেন। বেসরকারি অফিসের ৫০ শতাংশ কর্মী বাড়ি থেকেই কাজ করবেন।'

দিল্লিবাসীকে একটু স্বস্তি দিয়ে সিসোদিয়া এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন, 'মেট্রো স্টেশনের বাইরে এবং বাস স্টপগুলিতে ভিড় এড়াতে বাস এবং মেট্রোগুলি আবারও পূর্ণ আসন ক্ষমতায় চলবে।' ওমিক্রন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে সিসোদিয়া বলেন, 'ওমিক্রন প্রজাতিতে আক্রান্তের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। বিগত ৮-১০ দিনে দিল্লিতে প্রায় ১১ হাজার মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৩৫০ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন, মাত্র ১২৪ জন রোগীর অক্সিজেন প্রয়োজন হয়েছে এবং ৭ জন ভেন্টিলেটরে রয়েছেন।'

মৃত্যু এক

● **প্রথম পাতার পর।।** পর্যন্ত এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত কাউকে গ্রেপ্তারের সংবাদ নেই। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার পরিস্থিতি থমথমে।

সিন্ধিয়া

● **প্রথম পাতার পর।।** ত্রিপুরা স্বাভিমানী এবং আত্মনির্ভর হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠাকরতে সক্ষম হয়েছে। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, ৩৭ লক্ষ ত্রিপুরাবাসী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পাশে আছেন।

সহযোগী

● **প্রথম পাতার পর।।** নিকট চিঠি দেয়। সেই মোতাবেক গতকাল এই কোম্পানির ঠিকাদার আমবাসা বাজারে টাকা দেওয়ার কথা ছিল। উগ্রপন্থী সংগঠনের সদস্যরা ওই টাকা আদায়ের জন্য মিঠুনকে ঠিকাদারের ছবি দিয়ে আমবাসা বাজারে পাঠায়। গোপনসূত্রে খবরের ভিত্তিতে আমবাসা থানার পুলিশ তাকে ধরতে সক্ষম হয়েছে। গতকাল রাতে তাকে গন্ডাছড়া থানায় আনা হয়েছে।

ব্যবসায়ীর

● **প্রথম পাতার পর।।** সেরে উত্তর মহারানীপুর থেকে বাই সাইকেলে চেপে বাগবের নিজ বাড়িতে আসছিলেন। তখনই বাধে বিপত্তি। হঠাৎ করে সামনে পড়ে যায় বন্য দাঁতাল এর দল। মুহুর্তের মধ্যেই সব শেষ হয়ে যায়। এর আগেও প্রায় আট মাস পূর্বে একই জায়গাতে একজনের মৃত্যু হয়েছিল হাতির আক্রমণে বলে পুলিশ জানিয়েছে। তাতে এলাকার মানুষদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। কারণ প্রতিদিন বাগবের সহ নানান এলাকায় হাতির আক্রমণ লেগেই আছে।

দুই যুবক

● **প্রথম পাতার পর।।** স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার পর বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর অবস্থা গুরুতর দেখে উদয়পুর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে কর্তব্যরত চিকিৎসক।

অন্যদিকে এলাকাবাসীর ক্ষুব্ধ হয়ে আদম আলী মিয়াকে মারধোর করে তার ঘরের ভিতরে আগুন লাগিয়ে দেন। বর্তমানে এলাকায় চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। পরিবারের লোকজনরা আদম আলী মিয়াকে আহত অবস্থায় প্রথমে বড়পাথরী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসে এবং সেখান থেকে বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

আহত তিন

● **প্রথম পাতার পর।।** আসেন তার মা এবং বোন। তখনই তাদের ওপর হামলা চালায় অভিযুক্তরা। হামলায় তিনজন গুরুতর ভাবে আহত হন। আহতদের অমরপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে বীরগঞ্জ থানায় একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার এর সংবাদ নেই। ঘটনার পেছনে কী রহস্য আত্মগোপন করে রয়েছে তা নিয়ে জনমনে কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ক্রমে আসল রহস্য উদঘাটন এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

কোভিডে সংক্রমিত কেজরিওয়াল, বাড়িতেই নিভৃতবাসে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি (হি.স:): করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল। মঙ্গলবার সকালে কেজরিওয়াল নিজেই টুইট করে জানিয়েছেন, তাঁর শরীরে করোনা-সংক্রমণ ধরা পড়েছে। তবে, উপসর্গ মৃদু। নিজেকে বাড়িতেই আইসোলেশনে রেখেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। সম্প্রতি যাঁরা যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে এসেছিলেন, তাঁদেরও করোনা-পরীক্ষা করিয়ে নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন কেজরিওয়াল।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এদিন সকালে টুইট করে জানিয়েছেন, 'আমি কোভিড পজিটিভ। মৃদু উপসর্গ রয়েছে। বাড়িতেই নিভৃতবাসে রয়েছি। যাঁরা আমার সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁদের কাছে অনুরোধ, কোভিড পরীক্ষা করিয়ে নিন। নিভৃতবাসে থাকুন।' রাজধানী দিল্লিতে কোভিড-সংক্রমণ লাফিয়ে বাড়ছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যাও। এই পরিস্থিতিতে করোনায় আক্রান্ত হলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী।

করোনা-আক্রান্ত লক্ষ্মীরতন শুক্লা, বাড়িতেই রয়েছেন নিভৃতবাসে

কলকাতা, ৪ জানুয়ারি (হি.স.): করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী লক্ষ্মীরতন শুক্লা। শরীরে মৃদু উপসর্গ রয়েছে তাঁর। তবে বাড়িতেই রয়েছেন বাংলা ও ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার। সোমবার দুপুরে নমুনা পরীক্ষা করা হয় লক্ষ্মীর। রাতে রিপোর্ট পজিটিভ আসে। তার পর থেকে নিজের আবাসনের একটি আলাদা ফ্ল্যাটে নিভৃতবাসে রয়েছেন বাংলার অনূর্ধ ২৩ দলের কোচ। লক্ষ্মীরতন শুক্লা জানিয়েছেন, জ্বর রয়েছে তাঁর শরীরে। বাড়িতেই নিভৃতবাসে রয়েছেন তিনি। শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছেন লক্ষ্মীর। দেশে দ্রুত বাড়তে শুরু করেছে করোনা সংক্রমণ। বাড়ছে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যাও। ইতিমধ্যেই করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, সংক্রমণ ধরা পড়েছে ময়দানেও। বেশ কয়েকটি দলের ফুটবলার আক্রান্ত হওয়ায় আপাতত স্থগিত হয়ে গিয়েছে আই লিগ।

পঞ্জাবে বলবৎ নৈশ নিষেধাজ্ঞা, একগুচ্ছ বিধিনিষেধ-সহ বন্ধ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

চন্ডীগড়, ৪ জানুয়ারি (হি.স.): করোনার বাড়বাড়ন্ত রুখতে এবার রাত্রিকালীন কারফিউ বলবৎ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পঞ্জাব সরকার। পঞ্জাবের পৌর এলাকায় রাত্রিকালীন নিষেধাজ্ঞা লাগু করা হয়েছে। ৫০ শতাংশ লোক নিয়ে খোলা যাবে বার, সিনেমা হল, শপিং মল, রেস্তোরাঁ ও স্পা। তবে সমস্ত কর্মীদের টিকার দু''টি ডোজ অবশ্যই নেওয়া থাকতে হবে। বন্ধ থাকছে জিম, স্পোর্টস কমপ্লেক্স, সুইমিং পুল। সরকারি ও বেসরকারি অফিসের ক্ষেত্রে সমস্ত কর্মীদের টিকার দু''টি ডোজ নিয়ে থাকতে হবে। পঞ্জাবে আপাতত বন্ধ থাকছে সমস্ত স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। রাত দশটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে নৈশ কারফিউ, নৈশ কারফিউর সময় শুধুমাত্র জরুরি পরিষেবায় ছাড় থাকবে। বিধিনিষেধ আপাতত ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত কার্যকর। ৫০ শতাংশ যাত্রী নিয়ে চলাচল করতে পারবে বাস।

পশ্চিম বর্ধমানে যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে কন্টেনারের সংঘর্ষ, আহত অনেক যাত্রী

পানাগড়, ৪ জানুয়ারি (হি.স.): ফের দুর্ঘটনার কবলে পড়ল যাত্রীবাহী বাস। এবার পশ্চিম বর্ধমানে। মঙ্গলবার সকালে পানাগড় থেকে ২০ জন যাত্রী নিয়ে বেসরকারি একটি বাসটি বর্ধমানে যাচ্ছিল। পথে বুদবুদের ধরলা মোড়ের কাছে দু'নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর বাসটির সঙ্গে দুর্গাপুরগামী একটি কন্টেনারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে আহত হয়েছেন বাসের প্রায় সব যাত্রীই। পুলিশ ও স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে পানাগড় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। স্থানীয়দের অভিযোগ, বাসটি ভুল রুট ধরে যাওয়ার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। তবে এই দুর্ঘটনায় কারও মৃত্যু হয়নি। দুর্ঘটনার জেরে দুর্গাপুরগামী দু'নম্বর জাতীয় সড়কের রাস্তায় কিছুক্ষণের জন্য যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে যায়। বুদবুদ থানার পুলিশ দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটিকে অন্যত্র সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

গ্রেপ্তার

● **প্রথম পাতার পর।।** প্রদান করে মঙ্গলবার সকালে।

খবরে জানা গেছে, চলতি মাসের ১ তারিখ তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার তুইসিন্দ্রাই করকরি এলাকায় ধর্ষণের শিকার হয়েছিল এক ১৩ বছর বয়সি নাবালিকা। সেই নাবালিকাকে ধর্ষণ করেছিল একই এলাকার প্রানেশ রুদ্রপাল এবং তাকে সহায়তা করেছিল এলাকার অপর আরেক যুবক প্রসেনজিৎ মালাকার। এমনটাই অভিযোগ এলাকাবাসীর। পরবর্তীতে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ সোমবার রাতে অভিযুক্ত ধর্ষক প্রাণেশ রুদ্রপালকে গ্রেফতার করে তেলিয়ামুড়া থানায় নিয়ে আসে।

এ প্রসঙ্গে ডি.ওয়াই.এফ.আই মহকুমা কমিটির সম্পাদক রঞ্জু দাস বলেন, আমরা দেখেছি বিগত দিনে তেলিয়ামুড়া মহকুমায় মহারানীপুর এলাকায় এক নাবালিকা এবং উত্তর মহারানী এলাকায় উপজাতি এক কন্যা ধর্ষণের শিকার হয়েছিল। এবিষয়গুলি নিয়ে মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। করকরি এলাকায় যে ১৩ বছর বয়সি নাবালিকা ধর্ষণের শিকার হয়েছে ওই নাবালিকার পরিবার যেন আইনিভাবে সাহায্য-সহযোগিতা পায় তার জন্য দাবি জানানো হয়েছে। একটা সময় তেলিয়ামুড়া থানায় এলাকাবাসীদের আন্দোলন তেজী হতে থাকে। ঘটনার খবর যায় তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনাচরণ জমাতিয়ার নিকট। পরবর্তীতে মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের আশ্বাসে থানা ঘেরাও মুক্ত হয় মঙ্গলবার বারোটা নাগাদ।

থানা ঘেরাও করতে আসা করকরি এলাকার মহিলারা অভিযোগ করে বলেন, শাসক দলের নেতার ভাতৃস্পুত্র হওয়ার সুবাদে প্রানেশ এলাকায় বহু অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড করে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। সেক্ষেত্রে কোন প্রকার সুষ্ঠ-বিচার পাচ্ছে না এলাকার সাধারণ মানুষ জন। প্রানেশের কারণে অতিষ্ঠ এলাকার সাধারন জনগন। মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত প্রানেশ রুদ্রপাল''কে খোয়াই আদালতে প্রেরণ করা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর

● **প্রথম পাতার পর।।** তাতে, স্থানীয় ভাষায় পঠন-পাঠনে অধিক জোর দেওয়া হয়েছে। তারই অন্তর্গত ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীরা এখন মিশন-১০০ বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের সহায়তা পাবে।

প্রধানমন্ত্রীর দাবি, ১৫ থকে ১৮ বছরের ছেলেমেয়েদের কোভিডের টিকাকরণের লক্ষ্যই হল তাঁদের পড়াশুনায় কোনভাবেই ব্যাঘাত না ঘটে। সেই লক্ষ্যে গতকাল থেকে টিকাকরণ শুরু হয়েছে। তাতে, কোভিড নিয়ে ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের চিন্তা অনেকটাই কমবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি টিকাকরণ নিয়ে ত্রিপুরার প্রশংসাও করেছেন। তিনি জানান, ত্রিপুরার ৮০ শতাংশ মানুষ টিকার প্রথম ডোজ এবং ৬৫ শতাংশ মানুষ টিকার দুইটি ডোজ নিয়েছেন। ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের টিকাকরনেও ত্রিপুরা একই ভাবে সাফল্যের নাজির স্থাপন করবে বলে প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

এদিকে, ত্রিপুরার বাঁশ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী প্লাস্টিকের বিকল্পের স্বপ্ন দেখিয়েছেন। তিনি বলেন, প্লাস্টিকের বিকল্প প্রদানে ত্রিপুরা গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা নেবে। এখানে তৈরী বাঁশের ঝাড়ু, বোতল এবং এমন অনেক সামগ্রীর সারা দেশের বাজারে ভীষণ চাহিদা রয়েছে। তাতে, বাঁশ দিয়ে পণ্য উতাদনে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। সাথে তিনি জৈব চাষ নিয়েও ত্রিপুরা যথেষ্ট সম্ভাবনাময় বলে দাবি করেছেন।

াঙ্গন

জোহানেসবার্গে দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুতেই ধাক্কা রাহুল-মায়াঙ্কের উইকেট খুইয়ে চাপে ভারত

জোহানেসবার্গ, ৪ জানুয়ারি (হি.স) : দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুতেই জোর ধাক্কা খেল ভারতীয় টপ অর্ডার। দলের দুই স্তম্ভ দুই ওপেনার কেএল রাহুল এবং মায়াঙ্ক আগরওয়ালকে দ্রুত প্যাভিলিয়নে ফিরিয়ে ভারতকে রীতিমতো চাপে ফেলে দিলেন প্রোটিয়া বোলাররা। বিরাট কোহলি পিঠে চোট পাওয়ায় প্রথমবার টেস্টে নেতৃত্বের দায়িত্ব পেয়েছেন রাহুল। গুরুভার কাঁধে নিয়েও গত ইনিংসে একা গড় সামলেছিলেন তিনি। দুরন্ত হাফ সেঞ্চুরি করেন তিনি। ভারতের অন্য বাটাররা ক্রিজে টিকতে না পারলেও অবশ্য দলকে খানিকটা এগিয়ে দিয়েছিলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন (৪৬)। তবে এদিন দ্বিতীয় ইনিংসে বেসামাল ভারত। জ্যানসেন ৮ রানে ফেরালেন রাহুলকে। আর মায়াঙ্ক ফিরলেন ২৩ রানে। দিনের শেষে ক্রিজে রয়েছেন পূজারা (৩৫) ও অজিঙ্ক রাহানে (১১)। যাঁদের ফর্ম নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে। ফলে ১০০ গণ্ডি পেরনোর আগেই ভারত দুই উইকেট খোয়ানোয় যে রাহুল দ্রাবিড়ের কপালের ভাঁজ গভীর হল, তা বলাই বাহুল্য। এবার হনুমা বিহারী, পন্থ, অশ্বিনরা ক্রিজে টিকতে না পারলে ওয়ান্ডারার্সে দক্ষিণ আফ্রিকার পাল্লা ভারী হয়ে যেতেই পারে।

এদিন একাই শার্দুল পেয়েছেন সাত উইকেট ৬১ রানে। ম্যাচে মাক্রামকে গতকাল শামি ফেরানোর পরে এদিন সকালে প্রথম উইকেট নিয়েছেন শার্দুলই। তিনি ফেরান প্রোটিয়া বাহিনীর দলনেতা ডিন এলগারকে (২৮)। ঋষভকে সহজ ক্যাচ দিয়ে সাজঘরে ফেরেন এলগার। তারপরেই জো বার্গে লর্ডের ভূমিকায় অবতির্ণ হলেন ঠাকুর। এলগারের পর একে একে সাজঘরে ফেরত পাঠালেন সেট পিটারসেন এবং রাসি ভ্যান ডার দাসেনকে। গোল্ডেন আর্মের কেরামতিতে তিনি হয়ে উঠেছিলেন অপ্রতিরোধ্য।

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট জয়ের হাতছানি, বোলারদের দাপটে এগিয়ে বাংলাদেশ

বে ওভাল, ৪ জানুয়ারি (হি.স) : নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট জয়ের হাতছানি বাংলাদেশের সামনে। চতুর্থ দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে নিউজিল্যান্ডের স্কোর ১৪৭/৫। বাংলাদেশের হয়ে একাই চার উইকেট নিলেন ইবাদত হোসেন। বে ওভালের মাঠে পেসারদের দাপটে জয়ের আশায় বাংলাদেশ। প্রথমে ব্যাট করে ৩২৮ রান তোলে কেন উইলিয়ামসনহীন নিউজিল্যান্ড। জবাবে মমিনুল হক, লিটন দাসদের দাপটে ৪৫৮ রান তুলে নিউজিল্যান্ডের সামনে কঠিন পরীক্ষা রাখে বাংলাদেশ। ১৩০ রানে পিছিয়ে থেকে ব্যাট করতে নামেন টম লাথামরা। ওপেনার উইল ইয়ং প্রতিরোধ গড়ে তুললেও বাকি ব্যাটারদের নাস্তানাবুদ করতে থাকেন বাংলাদেশের পেসাররা। দিনের শেষে ৫ উইকেট হারিয়ে রস টেলররা তোলেন ১৪৭ রান। তাঁরা এগিয়ে রয়েছেন মাত্র ১৭ রানে। টেস্টের শেষ দিনে বাংলাদেশ পেসারদের দাপট সামলে বড় রান তোলার চেষ্টা করতে হবে টেলরদের।

অন্যদিকে বাংলাদেশের লক্ষ্য থাকবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিউজিল্যান্ডের বাকি পাঁচ উইকেট তুলে নেওয়া। যত তাড়াতাড়ি সেই কাজটা করতে পারবেন তাসকিন আহমেদরা, ততই তাড়াতাড়ি টেস্ট জয়ের সুযোগ পাবেন তাঁরা। বে ওভালে জিততে পারলে এই প্রথমবার নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট জয়ের কীর্তি গড়বে বাংলাদেশ।

ভাল খেলেও নয় ম্যাচে জয় অধরা ইস্টবেঙ্গলের

কলকাতা, ৪ জানুয়ারি (হি.স) : ভাল খেলেও তিন পয়েন্ট এল না ইস্টবেঙ্গলের। আইএসএলের নয় নম্বর ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল ও বেঙ্গালুরু এফসি-র মধ্যে খেলার ফল ১-১ ড্র হল। মোট ৫টি ড্র করলেন লাল হলুদ জার্সিধারীরা।

মঙ্গলবার নতুন বছরে নতুনভাবে শুরু করে ইস্টবেঙ্গল। প্রথমার্ধে সেইভাবে খেলাও শুরু করেছিল, কিন্তু বিরতির পরে যে ছন্দ বজায় রাখার কথা ছিল, সেটি পারেনি। খেলার শেষ ১৫ মিনিট আবারও আক্রমণাত্মক মেজাজে দেখা গিয়েছিল দলকে, কিন্তু সেইসময় অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে।

রেনেডি সিংয়ের কোচিংয়ে ইস্টবেঙ্গলের খেলায় অনেক উন্নতি ঘটেছে। ম্যাচের ২৯ মিনিটে হাউকিপের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল দল। তারপর অবশ্য বেঙ্গালুরু গোল পেয়ে যায় সৌরভ দাসের আত্মঘাতী গোলে। সৌরভ দাস বল ক্লিয়ার করতে গেলেও তাঁর মাথা ছুঁইয়ে বল অরিন্দমকে পরাস্ত করে গোলে ঢুকে যায়। খেলার বয়স সেইসময় ৫৫ মিনিট।

শার্দুল সাত উইকেট নিয়ে টপকে গেলেন শ্রীনাথ, শামিদের

জোহানেসবার্গ, ৪ জানুয়ারি (হি.স) : ভারতীয় ক্রিকেটে আকাশে আরেক নক্ষত্রের উদ্ভব। মঙ্গলবার জোহানেসবার্গে মিডিয়াম পেসার শার্দুল ঠাকুর সাত উইকেট নিয়ে আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছেন। শার্দুলের বোলিং তীরে দক্ষিণ আফ্রিকা শেষ ২২৯ রানে। একাই শার্দুল পেয়েছেন সাত উইকেট ৬১ রানে। ম্যাচে ব্রেক থ্রু ঘটিয়েছেন মহারাষ্ট্রের এই ৩০ বছরের বোলার। দলে শামি, বুমরার মতো পেসার, তাঁদের পাশে শার্দুল বুঝিয়েছেন তিনিও লম্বা রেসের ঘোড়া। মাক্রামকে গতকাল শামি ফেরানোর পরে এদিন সকালে প্রথম উইকেট নিয়েছেন শার্দুলই। তিনি ফেরান প্রোটিয়া বাহিনীর দলনেতা ডিন এলগারকে (২৮)। ঋষভকে সহজ ক্যাচ দিয়ে সাজঘরে ফেরেন এলগার। তারপরেই জো বার্গে লর্ডের ভূমিকায় অবতির্ণ হলেন ঠাকুর। এলগারের পর একে একে সাজঘরে ফেরত পাঠালেন সেট পিটারসেন এবং রাসি ভ্যান ডার দাসেনকে। গোল্ডেন আর্মের কেরামতিতে তিনি হয়ে উঠেছিলেন অপ্রতিরোধ্য। এর আগে শার্দুলের মতোই ইনিংসে ওয়ান্ডারার্সে পাঁচ উইকেট নিয়েছেন শ্রীনাথ, কুম্বলেরা। এমনকি একই দলে থাকা অশ্বিন, বুমরা, শামিও একই কৃতিত্বের অধিকারী। কিন্তু এদিন প্রোটিয়া বাহিনীর ব্যাটিং ইনিংস শেষে দেখা গিয়েছে শার্দুল একাই পেয়েছেন সাত উইকেট, তিনি পূর্বসূরীদের ছাপিয়ে গিয়েছেন।

শিলচরের আবাসিক স্কুলে ছাত্রদের হাতে ফুটবল খেলার সামগ্রী বণ্টন

শিলচর (অসম), ৪ জানুয়ারি (হি.স.) : পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন, অর্থাৎ স্কুলের স্বাভাবিক পড়াশোনার মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি যথার্থরূপে সুস্থ সবল শরীর গঠনের ক্ষেত্রে খেলাধুলোর অপরিসীম ভূমিকা রয়েছে। ছাত্রদের বৌদ্ধিক, সামাজিক, শারিরীক বিকাশ তথা সার্বিক অগ্রগতিতে নিয়মিত খেলাধুলো ও শরীর চর্চার প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়া খেলাধুলোর মাধ্যমে কিশোর কিশোরীদের মধ্যে অন্তর্নিহিত প্রতিভা ও মেধাবী ছাত্রদের শনাক্ত করা সম্ভবপর হয়। তাই নিয়মিত খেলাধুলোয় আগ্রহ বাড়াতে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে শিলচর মদনমোহন ট্রাস্ট। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শিলচর রেসিডেন্সিয়েল বয়েজ স্কুলের (আরবিএস) ছাত্রদের হাতে ফুটবল খেলার সামগ্রী বণ্টন করেছে মদনমোহন ট্রাস্ট।

আজ মঙ্গলবার শিলচর রেসিডেন্সিয়েল বয়েজ স্কুলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে স্কুলের ছাত্রদের ফুটবল খেলার জন্য ১২ জোড়া বুট, ১২টি চিন গার্ড, দুটি বল সহ অন্যান্য খেলার সামগ্রী বণ্টন করেছে শিলচর মদনমোহন ট্রাস্ট। এদিন প্রথমে উপস্থিত অতিথিদের স্বাগত জানাতে গিয়ে স্কুলের ইনচার্জ গৌতম দাস বলেন, মদনমোহন ট্রাস্টের সভাপতি শিবব্রত দত্ত এবং সকল কর্মকর্তাদের সামাজিক কাজকর্মের ভূয়সী প্রশংসা করে রেসিডেন্সিয়েল ছাত্রদের জন্য ফুটবল খেলার সামগ্রী প্রদানের প্রয়াসকে স্বাগত জানিয়ে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

ফুটবল সহ অন্যান্য খেলাধুলোর প্রতি এগিয়ে আসতে ছাত্রদের আগ্রহ ও অনুপ্রেরণা বৃদ্ধিতে সবধরনের সহযোগিতা করার আশ্বাস প্রদান করে বক্তব্য পেশ করেন ট্রাস্টের সভাপতি শিবব্রত দত্ত, ডিপিও ড় বিদ্যুৎ দেবচৌধুরী, গৌতম দাস প্রমুখ। পরে ট্রাস্টের সভাপতি শিবব্রত দত্ত, সম্পাদক ধ্রুব দেবচৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ সুজিত চক্রবর্তী, কার্যনির্বাহী সদস্য অমিতাভ দাস সহ অন্যান্যরা স্কুলে ছাত্রদের হাতে সরাসরি ফুটবল খেলার সামগ্রীগুলি তুলে দেন। খেলাসামগ্রী বণ্টন অনুষ্ঠানে ছিলেন সর্বশিক্ষা মিশনের ডিস্ট্রিক্ট আরবান কো-অর্ডিনেটর গৌতম দাস, ডিপিও ড় বিদ্যুৎ দেবচৌধুরী, ডিপিও কৃপাণু রায়, ডিপিও পাপড়ি ভট্টাচার্য, কাছাড় সর্বশিক্ষা মিশনের ইউডিএ জগদিন্দু ধর, অ্যাসিস্টেন্ট নাজির তথা ক্রীড়াবিদ জয়ন্তকুমার পাল, আরবিএস স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্ররা। এছাড়া এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল দুই খুদে পড়ুয়া অর্ণব পাল ও দ্বীপাঞ্জলী পাল। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেছেন স্কুলের সুপারিন্টেনডেন্ট বিশ্বজিৎ নাথ।

বুধবার মোহনবাগান ও হায়দরাবাদের এক নম্বরে ওঠার লড়াই

কলকাতা, ৪ জানুয়ারি (হি.স) : বুধবার গোয়ার জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে আইএসএল-র গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে এটিকে মোহনবাগান মুখোমুখি হবে হায়দরাবাদ এফ সি-র। আট ম্যাচ খেলে মোহনবাগানের পয়েন্ট ১৪। ম্যাচে তারা গোল খেয়েছে মাত্র সাতটি। গত ম্যাচেই হায়দরাবাদ ৬-১ গোলে হারিয়েছে ওড়িশা এফ সি-কে। হায়দরাবাদের হয়ে নিয়মিত গোল করে চলেছেন নাইজিরিয়ান ফরোয়ার্ড বার্থোমিউ ওগবেচে। তারা লিগ টেবলে এখন আছে চার নম্বরে। আর আট ম্যাচ খেলে হায়দরাবাদের পয়েন্ট এখন ১৫। তারা আছে দু নমবরে। এক নম্বরে আছে মুম্বই সিটি এফ সি। নয় ম্যাচ খেলে তাদের পয়েন্ট ১৬। বুধবার যদি মোহনবাগান হারাতে পারে হয়দরাবাদকে তবে তারা লিগ টেবলের এক নম্বরে চলে যাবে। পাশাপাশি হায়দরাবাদ যদি ড্র করে তাহলে ১৬ পয়েন্ট হলেও তারাই হয়ে যাবে এক নম্বর। তাই সব দিক থেকেই বুধবারের ম্যাচে দুরন্ত লড়াই। এক নম্বরে ওঠার লড়াইয়ে দুই দল।

কোচ বদলের পর মোহনবাগান দুটি ম্যাচ খেলেছে। এবং জিতেছে দুটিতেই। তাদের নতুন কোচ জুয়ান ফের্নান্দো তাই আশাবাদী হায়দরাবাদকেও তাঁর দল হারাবে। কিন্তু তিনি এও জানেন হায়দরাবাদ এখন খুবই ভাল খেলছে। গত সাতটি ম্যাচে তারা অপরাজিত। আট

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

PN IeT No. 305-308 /EE/DWS/BLG/2021-22 dated 30/12/2021

The Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh Sepahijala District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender from eligible bidders up to 15.00 hrs. 24/01/2022 for (i). Construction of boundry water around 0.55 MGD SWTP at Sremantapur(2" Call) (ii). Repring & rewinding of burnt/ damaged pump motor (2nd Call) under Sepahijala Dist. For details please visit https://tripuratenders.gov.in or contact with at the 0/0 the Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh for clarifications. if any.

(Er.M.K. Das)
Executive Engineer
DWS Division. Bishalgarh

ICA-C-3238/2021-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 32/PNIeT/EE/PWD/SBM/DIV/2021-22 Dated- 01-01-2022.

The **Executive Engineer, Sabroom Division PWD (R & B), Sabroom, South Tripura** invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed **Percentage rate** e-tender from Central & State Public Sector undertaking / Enterprise and eligible Bidders / Firms /Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD /Railway / Other State PWD up **to 3.00** P.M. on 15-01-2022 for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	DNITNo-72/DNIeT/EE/PWD/SBM/DIVN/2021-22.	Rs. 24,22,961.74	Rs. 24,230.00	03 (Three) Months	Upto 15.00 Hrs on 15-01-2022	At 15.30 Hrs on 15-01-2022	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	DNITNo-73/DNIeT/EE/PWD/SBM/DIVN/2021-22.	Rs. 7,85,177.29	Rs. 7,852.00	03 (Three) Months				
3	DNITNo-80/DNIeT/EE/PWD/SBM/DIVN/2021-22.	Rs. 6,04,294.93	Rs. 6,043.00	03 (Three) Months				

For more details kindly visit **https://tripuratenders.gov.in.**
Bid(s) shall be opened through online by respective bid openers on behalf of the Executive Engineer, Sabroom Division, PWD jR&B). Sabroom, South Tripura and the same shall be accessible by intending bidder through website https://tripuratenders.gov.in. However, intending bidders and other bidder may like to be present at the bid opening for any enquiry. Please contact by e-mail to eepwdsbm2015@gmail.com.

For and on behalf of the Governor of Tripura.
Sd/- Illegible
Executive Engineer
Sabroom Division, PWD(R&B)
Sabroom, South Tripura.

ICA-C-3244/2021-22

NOTICE INVITING e-TENDER
TENDER REF. No.F.2(438)-AGMC/ S&P/ 2016-17 (Sub-I)
Dt. 31/12/ 2021.

TENDER FOR "Procurement of Equipments for the Dept. of Ophthalmology (EYE) in the Agartala Government Medical College & G.B.P. Hospital, Agartala".

A Tender hereby invited on behalf of tyre Medical Superintendent & HOD, A.G.M.0 & G.B.P. Hospital, Agartala, Tripura from resourceful, experienced and bonafide licensed manufacturer or their authorized local supplier/dealer/ distributor in the state of Tripura for **"Procurement of Equipments for the Dept. of Ophthalmology (EYE) in the Agartala Government Medical College & G.B.P. Hospital, Agartala."**

The details of tender, list of items with indicative quantity and Tender Documents are made available on website (http://tripuratenders.gov.in). The last date/time of submission of the tender documents by online is Q2/6-(/2022-up to 4:00 pm. All future modification/corrigendum shall be made available in the e procurement portal, So bidders are requested to get the update themselves from the e procurement web portal only.

Medical Superintendent & Head of Department
A.G.M.C & G.B.P. Hospital, Agartala.

ICA-C-3233/2021-22

PRESS NOTICE INVITING
e-TENDER NO: e-PT-66/EE/RDAD/2021-22 Dt. 03/01/2022

The Executive Engineer, R D Agartala Division, R D Department, Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender in PWD Form No. 7 *in two bid* system from the eligible bidders up to 3.00 P.M. of 10/01/2022 for Construction & Decoration in connection with celebration of Republic Day 2022. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 0381 2325988. Any subsequent corrigendum/Memorandum will be available in the website only.

Sd/- Illegible
Executive Engineer
RD Agartala Division
Gurkhabasti, Agartala

ICA-C-3248/2021-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:
e-PT-36/EE/RD/KGT/DIV/2021 -22 Dt.27/12/2021

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, R D Kumarghat Division, Kumarghat, Unakoti, Tripura invites percentage rate e-tender on double bid system from the eligible bidders up to 3.00 P.M. of 17/01/2022 for the 01 (One) nos. works. For details visit website https://tripuratenders.qov.in/ eprocure.gov.in and may **contact at ph. No.**9612590474 (M)/ e-mail- een1kqt@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sd/- (Er S.K. Roy)
Executive Engineer
RD Kumarghat Division

ICA-C-3247/2021-22

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

মঙ্গলবার আগরতলায় স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান থেকে এমবিবি বিমান বন্দরের নবনির্মিত টার্মিনালের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

প্রধানমন্ত্রীর সাথে মতবিনিময় করে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধাভোগীগণ আপ্লুত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ আগরতলার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানের মূল অনুষ্ঠান শুরুর আগে রাজ্যে রূপায়িত বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সাথে মতবিনিময় করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা- আয়ুষ্মান ভারত, জল জীবন মিশন, দিনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা- জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন, পি এম কিষাণ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা- গ্রামীণ, প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা ও সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয়ে উপকৃত হয়েছেন এমন ২৬ জন সুবিধাভোগীর সাথে মতবিনিময় করেন। প্রধানমন্ত্রীর সাথে মতবিনিময় করতে পেরে রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধাভোগীগণ অত্যন্ত খুশী হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে তারা অনেকেই আপ্লুত হয়ে পরেন।

প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদীর সাথে এই মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা- আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে উপকৃত রাজ্যের গৌরী রাণী দাস, নিশা রাণী মজুমদার, সুধন দাস ও শিপ্রা দেবনাথ তাদের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। জল জীবন মিশনে উপকৃত বুধুলক্ষ্মী দেববর্মা, সুচিত্রা দেববর্মা, পায়েল দেববর্মা ও শিল্পী দাস বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ পেয়ে উপকৃত হয়েছেন। তারা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তাদের খুশীর কথা ব্যক্ত করেন ও কৃতজ্ঞতা জানান।

দিনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা- জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশনে উপকৃত মিষ্টু সাহা, বিনতা রাণী সিংহ, তাপসী দেবনাথ, মণিকা জমাতিয়া ও আয়েশা বেগম প্রধানমন্ত্রীকে জানান, তারা স্বনির্ভর হয়ে উঠছেন। এজন্য তারা প্রধানমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানান। মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মাননিধি যোজনায় উপকৃত জিতেন দেববর্মা, বিজয় বীন, টুলটুল দেব বর্ধন ও রতন চন্দ্র দাস প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাথে মতবিনিময় করেন।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা- গ্রামীণ প্রকল্পে উপকৃত সন্ধ্যা গৌর, রত্না শীল বিশ্বাস, সুচিত্রা দেববর্মা, মৃদুল সাহা ও চন্দন চক্রবর্তী প্রধানমন্ত্রীর সাথে মতবিনিময় করতে পেরে আপ্লুত। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনায় উপকৃত পরমানন্দ সেন ও রতন চন্দ্র দাস মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীকে তাদের কৃতজ্ঞতা জানান। সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয়ে উপকৃত আব্দুল রহিম, আকবর হোসেন ও বিধান চন্দ্র দাস এই কর্মসূচিতে তারা কিভাবে উপকৃত হয়েছেন তা প্রধানমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন।

উন্নয়নের নিরিখে চার বছরে অনেক এগিয়েছে ত্রিপুরা ঃ সুশান্ত

ইতিহাসের সন্ধিক্ষনে দাঁড়িয়ে ত্রিপুরা ঃ প্রতিমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। এমবিবি বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনালের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আগরতলায় বিশাল জনসভার আয়োজন হয়েছে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে আজকের দিনকে ঐতিহাসিক ও স্মরণীয় বলে উল্লেখ করেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। তিনি বলেন, আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে আজকের দিনে আগরতলার মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরের নতুন সমন্বিত টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন হয়েছে। সেই সাথে মিশন ১০০ বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয় এবং মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনারও সূচনা হয়েছে। উপমুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রীর আশীর্বাদে ১ বছরে ১ লক্ষ ৭০ হাজার ঘর পেয়েছেন রাজ্যের গরীব অংশের মানুষ। অথচ বিগত দিনে ৫ বছরে মাত্র ৪৪ হাজার ঘর পাওয়া গিয়েছিলো।

মঙ্গলবার আগরতলায় স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক (বায়ে) এবং তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী (ডানে) বক্তব্য রাখছেন।

অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক বলেন, আজ আমরা ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রয়েছি। ডাবল ইঞ্জিন সরকারের উপকার পাচ্ছেন রাজ্যের আপামর জনসাধারণ। ২০১৬ সালের ৩০ আগস্ট কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী জয়ন্ত সিনহা রাজ্য সফরে এসে ত্রিপুরার জন্য একটি অত্যাধুনিক বিমানবন্দর নির্মাণের আশ্বাস দিয়েছিলেন। যার ফল আজকের দিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত ধরে আগরতলার মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরের নতুন সমন্বিত টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন হয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক বলেন, মিশন ১০০ বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয় প্রকল্পে উপক'ত হবে রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা। এক একটি স্কুলে ১২০০ ছাত্রছাত্রী পড়াশুনার সুযোগ পাবে। সেই সাথে একই ছাদের তলায় ছাত্রছাত্রীরা খেলাধুলা, গানবাজনা, অঙ্কন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে 'ান অর্জনের সুযোগ পাবে। এরজন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা শিক্ষক শিক্ষিকা নিযুক্ত থাকবেন। গরীব মা-বাবারাও তাদের সন্তানকে এখন থেকে সিবিএসই প্যাটার্নের এই বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয়ে পড়ানোর সুযোগ পাবেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক উদ্যোগে ত্রিপুরাতে এখন জাতীয় সড়ক বিস্ত'তি লাভ করছে। ত্রিপুরার জন্য ৬টি জাতীয় সড়ক প্রকল্পে মোট ৬৬৭ কিলোমিটার রাস্তার কাজ দ্রতগতিতে এগিয়ে চলেছে। এছাড়াও রেল পরিষেবার সুযোগ পাচ্ছেন রাজ্যের জনসাধারণ। দেওঘর এক্সপ্রেস, হামসফর এক্সপ্রেস সহ বিভিন্ন এক্সপ্রেস ট্রেন দিয়ে এখন ত্রিপুরা থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যাতায়াত করা খুবই সহজ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উত্তর পূর্বা'লকে অষ্টলক্ষীর মর্যাদা দিয়েছেন। এটা ডাবল ইঞ্জিনেরই সুফল। ২০২২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে জলজীবন মিশনে রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে পরিশ্রত পানীয়জল পৌঁছানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী রাজ্যের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিভিন্ন উদ্যোগের কথা উল্লেখ করে বলেন, রাজ্যে ও কেন্দ্রে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের সুফল পাচ্ছেন রাজ্যের প্রত্যেকটি জনসাধারণ। বিগত প্রায় ৪ বছরে প্রধানমন্ত্রীর আশীর্বাদে এবং মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে ত্রিপুরা এগিয়ে চলেছে। উন্নয়নের নিরিখে এই চার বছরে রাজ্য অনেক এগিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াইয়েও ত্রিপুরা সারা দেশে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন আগামীদিনে মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দর উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে একটি অন্যতম বিমানবন্দর হিসেবে পরিচিতি পাবে।

অনুষ্ঠানে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া বলেন, বর্তমানে ত্রিপুরা উন্নয়নের ক্ষেত্রে দ্রতগতিতে এগিয়ে চলেছে। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাসের স্বপ সফল হতে চলেছে। অনুষ্ঠানে তপশিলী জাতি কল্যাণ মন্ত্রী ভগবান চন্দ্র দাস ত্রিপুরার সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানান। তিনি বলেন, আগে বাইরের মানুষ ত্রিপুরা সম্পর্কে এতো বেশি অবগত ছিলেন না। কিন্তু এখন দেশ বিদেশের মানুষ ত্রিপুরাকে জানেন, ত্রিপুরাকে চেনেন। বিজেপি নেত'ত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পরে গ্রামের গরিব মানুষ, শ্রমিক ও খেটে খাওয়া মানুষ অনেক ধরনের সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন। বিনামূল্যে এখন তারা মাথা গোঁজার জন্য ঘরের ব্যবস্থাও পাচ্ছেন।

অনুষ্ঠানে সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা বলেন, অনেকদিন ধরেই আমাদের স্বপ ছিলো ত্রিপুরায় এমন একটা বিমানবন্দর হোক যেটা হবে আন্তর্জাতিক মানের। আজ সেই স্বপ পূরণ হয়েছে। এক উন্নত ও আধুনিক ত্রিপুরার যে স্বপ মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য দেখেছিলেন সেই স্বপ আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত ধরে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এজন্য

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা-আক্রান্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মহেন্দ্রনাথ পাণ্ডে, সংক্রমিত মনোজ তিওয়ারিও

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি (হি.স.): করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মহেন্দ্রনাথ পাণ্ডে। কোভিডে সংক্রমিত হয়েছেন বিজেপি সাংসদ মনোজ তিওয়ারিও। উভয়েই নিজেদের আইসোলেশনে রেখেছেন এবং সম্প্রতি তাঁদের সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের করোনা-পরীক্ষা করিয়ে নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মহেন্দ্র নাথ পাণ্ডে টুইট করে জানিয়েছেন, 'বিগত দু''দিন ধরে অসুস্থ বোধ করছিলাম, তাই করোনা-পরীক্ষা করিয়েছিলাম এবং রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। যাঁরা আমার সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁদের কাছে অনুরোধ, কোভিড পরীক্ষা করিয়ে নিন। নিজেদের খেয়াল রাখুন।' এরপর মঙ্গলবার সকালে বিজেপি সাংসদ মনোজ তিওয়ারিও টুইট করে জানিয়েছেন, তাঁর করোনা রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। মনোজ তিওয়ারি টুইটারে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করে লিখেছেন, '২ জানুয়ারি রাত থেকে অসুস্থ বোধ করছিলাম, হালকা জ্বর ও সর্দির কারণে সোমবার উত্তরাখণ্ড-রুদ্রপুর প্রচারেও যেতে পারিনি..মঙ্গলবার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে.. সতর্কতা অবলম্বন করে, আমি সোমবারই নিজেকে নিভৃতবাসে রেখেছিলাম। দয়া করে নিজের এবং আপনার পরিবারের যত্ন নিন।'

'বুল্লি বাই' কাণ্ডে গ্রেফতার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া, উত্তরাখণ্ড থেকে আটক মহিলা

মুম্বই, ৪ জানুয়ারি (হি.স) : 'বুল্লি বাই' কাণ্ডে পুলিশ দু'জনকে গ্রেফতার করল। তার মধ্যে একজন মহিলাও রয়েছে। তাকে উত্তরাখণ্ড থেকে আটক করা হয়েছে। সূত্রে দাবি, এই মহিলা 'বুল্লি বাই' অন্যতম অভিযুক্ত। এই কাণ্ডের দ্বিতীয়জন ২১ বছরের এক ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া। রাতভর জিজ্ঞাসাবাদের পরই মুম্বই পুলিস তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃত যুবকের নাম বিশাল কুমার ঝা। আদালত ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত তাকে পুলিস হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে।

মুম্বই পুলিস সূত্রে খবর, বেঙ্গালুরুর এক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পড়ুয়া বিশাল কুমার ঝা'য়ের বাবা সরকারি কর্মচারী। বিশাল খালসা সুপ্রিমিস্ট নামে অ্যাকাউন্টে বুল্লি বাই সংক্রান্ত তথ্য শেয়ার করেছিল।

ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে মুসলিম মেয়েদের ছবি দিয়ে 'নিলাম' করা হত। এই অভিযোগেই ইতিমধ্যে 'বুল্লি বাই' নামের একটি অ্যাপটি ব্লক করা হয়েছে। দিল্লির এক মহিলা সাংবাদিকের অভিযোগের ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ নিয়েছে কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রক। ওই মহিলা সাংবাদিক বিতর্কিত ওই অ্যাপ সম্পর্কে অভিযোগ দায়ের করেন থানায়। তিনি জানিয়েছেন, ওই অ্যাপে তাঁর বিকৃত ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। এরপরেই ওই অ্যাপটিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে জানান কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব।

তিনি টুইট করে জানিয়েছেন, 'বুল্লি বাই' অ্যাপটিকে ইতিমধ্যেই ব্লক করা হয়েছে। মুম্বই সাইবার পুলিস উক্ত অ্যাপে থাকা বিষয়বস্তুর ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে। দিল্লির পুলিশও সাংবাদিক ইসমত আরার দায়ের করা এফআইআরের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে।'

এয়ার ইন্ডিয়া দৈনিক ২০ কোটি টাকার ক্ষতি, কেন্দ্র জানাল দিল্লি হাইকোর্টকে

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি (হি.স) : এয়ার ইন্ডিয়া ক্রমাগত লোকসানে ছিল এবং কেন্দ্র আর লোকসান বহন করতে পারবে না, মঙ্গলবার দিল্লি হাইকোর্টকে জানিয়েছে কেন্দ্র। প্রতিদিন আনুমানিক ২০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে এবং আরও বেশি জনসাধারণের অর্থ অপচয়ের অনুমতি দিতে পারে না, ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়ার আইনজীবী আদালতকে বলেন। ভারতের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতার দাখিল করা মঙ্গলবার দিল্লি হাইকোর্টে বিজেপি নেতা সুব্রহ্মণ্যম স্বামীর একটি আবেদনের শুনানির সময় এসেছিল যা এয়ার ইন্ডিয়ায় সরকার নিজের অংশ বিক্রি করে পাশে রাখার চেষ্টা করেছিল। এদিন সলিসিটর জেনারেল মেহতা যুক্তি দিয়েছিলেন, সফল দরদাতা ট্যালেস প্রাইভেট লিমিটেড সম্পূর্ণভাবে টাটা সন্সের মালিকানাধীন এবং এয়ার এশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কহীন। তিনি আরও বলেন, বিনিয়োগ একটি নীতিগত সিদ্ধান্ত এবং ভারী ক্রমাগত লোকসানের কারণে ২০১৭ সালে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

প্রধান বিচারপতি ডিএন প্যাটেল এবং বিচারপতি জ্যোতি সিং-এর একটি বেঞ্চ এয়ার এশিয়ার পক্ষে এই বিষয়ে হাজির হওয়া স্বামী, এসজি মেহতা এবং সিনিয়র অ্যাডভোকেট হরিশ সালভের দেওয়া যুক্তিগুলি শুনে আগামী ৬ জানুয়ারি এই পিটিশনের উপর আদেশ দেবে।

ফের রেকর্ড গড়ল ভারত, দেশে ১৪৬.৭০-কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি (হি.স.): টিকাকরণ অভিযানে ফের রেকর্ড গড়ল ভারত। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন প্রায় ১ কোটি (৯৯.২৭ লক্ষাধিক) প্রাপক। পাশাপাশি সোমবার থেকেই দেশে শুরু হয়েছে ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের টিকাকরণ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৯৯ লক্ষ ২৭ হাজার ৭৯৭ জন প্রাপক। ফলে ভারতে ১৪৬.৭০-কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ১,৪৬,৭০,১৮,৪৬৪ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে।

ভারতে ৬৮.২৪-কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। মঙ্গলবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৩ জানুয়ারি সারা দিনে ভারতে ১১,৫৪, ৩০২ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৬৮,২৪,২৮, ৫৯৫-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১১,৫৪,৩০২ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৭ হাজার ৩৭৯ জন।

দৈনিক সংক্রমণ বেড়ে ৩৭,৩৭৯, ভারতে করোনায় মৃত্যু ৪.৮২-লক্ষাধিক

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি (হি.স.): ভারতে দ্রুত হারে বাড়ছে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৮ ডিসেম্বরের পর থেকেই দেশে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। ২৮ ডিসেম্বর আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৬,৩৫৮ জন। এরপর মাত্র ৮ দিন পর অর্থাৎ ৪ জানুয়ারি করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা এক ধাক্কায় পৌঁছেছে ৩৭ হাজার ৩৭৯-এ। তবে স্বস্তির বিষয়, আক্রান্তের সংখ্যা বাড়লেও, কমছে মৃত্যুর সংখ্যা। সোমবার সারাদিনে দেশে মোট করোনায় মৃত্যু হয়েছে ১২৪ জনের। দৈনিক সুস্থতার হার এই মুহূর্তে ৩.২৪ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ১৭,১৮,৩০-এ পৌঁছেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ২৬,২৪৮ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.৪৯ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার) করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ৯৯ লক্ষ ২৭ হাজার ৭৯৭ জন প্রাপক, ফলে ভারতে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৪৬,৭০,১৮, ৪৬৪ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে। ভারতে মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১,৮৯২-তে পৌঁছেছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ১২৪ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৮২,০১৭ জন (১.৩৮ শতাংশ)। সোমবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১১,০০৭ জন। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,৪৩,০৬,৪১৪ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.১৩ শতাংশ।

কুলগাম-এনকাউন্টারে দুই টিআরএফ জঙ্গি নিকেশ, বড় সাফল্য বললেন আইজিপি

শ্রীনগর, ৪ জানুয়ারি (হি.স.): কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গি-দমন অভিযানে ফের সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগাম জেলায় এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে দু''জন টিআরএফ সন্ত্রাসবাদী। কুলগাম জেলার ওকাই এলাকার ঘটনা। নিহত জঙ্গিদের নাম ও পরিচয় জানা যায়নি। দুই জঙ্গি কাশ্মীরেরই বাসিন্দা বলে জানিয়েছে কাশ্মীর পুলিশ।

কাশ্মীর পুলিশ জানিয়েছে, জঙ্গি গতিবিধির খবর পাওয়ার পর মঙ্গলবার সকালে কুলগাম জেলার ওকাই এলাকায় অভিযান চালায় সুরক্ষা বাহিনী। সেই অভিযানে নিকেশ হয়েছে দু''জন স্থানীয় টিআরএফ জঙ্গি। কাশ্মীরের আইজিপি বিজয় কুমার জানিয়েছেন, কুলগাম এনকাউন্টারে দুই টিআরএফ (এলইটি) জঙ্গি নিকেশ হয়েছে। অভিযান জারি রয়েছে। বেশ কয়েকটি সন্ত্রাসী অপরাধের সঙ্গে জড়িত ছিল এই দুই জঙ্গি। বড় সাফল্য পেয়েছে সুরক্ষা বাহিনী।

চট্টগ্রাম এয়ারপোর্ট থেকে রেল স্টেশন পর্যটন মেট্রোরেল গড়তে হবে : বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা, ৪ জানুয়ারি (হি. স.) : চট্টগ্রাম এয়ারপোর্ট থেকে রেল স্টেশন পর্যর্ন মেট্রোরেল গড়তে হবে। মঙ্গলবার জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সভায় এমনটাই জানালেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সভায় ১০টি প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়। যার জন্য খরচ হবে ১১ হাজার ২১১ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা। এই মুহূর্তে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাতেই রয়েছে মেট্রো রেল পরিষেবা। এই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর মেট্রোরেল প্রকল্প প্রসঙ্গে পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন, শুধু ঢাকায় নয় আগামীতে চট্টগ্রামেও প্রধানমন্ত্রী মেট্রোরেল নির্মাণের কথা বলেছেন। আমরা জানি ইতিমধ্যেই প্রাথমিক কাজ শুরু করেছে সরকার। আশা করি, দ্রুত সময়ে সংশ্লিষ্টরা চট্টগ্রামে মেট্রোরেল নির্মাণ প্রকল্প জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সভায় পাঠাবেন। আমরাও এটা অনুমোদন করে দেব। যেখানে বড় বড় শহর আছে, এছাড়া যে শহরে বিমানবন্দর আছে সেখানেও মেট্রোরেল হতে পারে। এই বিষয়ে আমরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেব। পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল ও কর্ণফুলী টানেল জনগণের জন্য খুলে দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন পরিকল্পনামন্ত্রী।

দৈনিক সংক্রমণ সাড়ে ৫ হাজার লকডাউনের পথে হাঁটছে না দিল্লি

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি (হি.স) : করোনা সংক্রমণের পরিস্থিতিতে এখনই দিল্লিতে লকডাউন হবে না বলে মঙ্গলবার সাফ জানিয়ে দিলেন দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন। এদিনই জানা গিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় রাজধানীতে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন প্রায় ৫৫০০ জন। শহরে পজিটিভিটি রেট ৬.৪৬ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮.৩৭ শতাংশ। কোভিড ঠেকাতে রাজধানীতে ইতিমধ্যে সপ্তাহান্তে কার্ফু জারি করা হয়েছে। সরকারি অফিসের কর্মীরা বাড়ি থেকে কাজ করছেন। বেসরকারি অফিস চলছে ৫০ শতাংশ কর্মী নিয়ে। তবে বাস ও মেট্রো পূর্ণ সংখ্যক যাত্রী নিয়েই চলাচল করছে।

কোভিডের পজিটিভিটি রেট পরপর দু'দিন পাঁচ শতাংশের ওপরে থাকায় মঙ্গলবার বৈঠকে বসেছে দিল্লি বিপর্যয় মোকাবিলা পর্ষদ। দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী মনীশ শিশোদিয়া বলেন, "বাস ও মেট্রো ১০০ শতাংশ যাত্রী নিয়ে যাতায়াত করবে। তবে মাস্ক ছাড়া কাউকে গণ পরিবহণে উঠতে দেওয়া হবে না।" শহরবাসীর উদ্দেশে তিনি বলেন, "করোনার বিরুদ্ধে মাস্কই আপনার ঢাল।"

অতিমহামারী ঠেকাতে কয়েকদিন আগেই দিল্লিতে জারি হয়েছে ইয়ালো অ্যালার্ট। ২৯ ডিসেম্বর থেকে শহরে নাইট কার্ফু চলছে। সিনেমা, জিম এবং দোকান খুলছে জোড়-বিজোড় নীতিতে। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের এক অফিসার জানিয়েছেন, জানুয়ারির মাঝামাঝি শহরে দৈনিক ২০ থেকে ২৫ হাজার মানুষ সংক্রমিত হতে পারেন। তখন হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সংখ্যাও বাড়বে।

১.৩২ কোটি টাকার বার্মিজ সুপারি ও গাজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৪ জানুয়ারি।। রাজ্য থেকে অবৈধ ভাবে পাচারের পথে অসম ত্রিপুরা সীমান্তের চুরাইবাড়ি ওয়াচ পোষ্টের পুলিশ উদ্ধার করেছে প্রায় ১.৩২ কোটি টাকার বার্মিজ সুপারী সহ শুকনো গাঁজা। পৃথক দুটি অভিযানে ওই বার্মিজ সুপারী ও গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। সাথে আটক দুটি লরি ও লরি চালক এবং সহ-চালক। অসম পুলিশ সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। আগামীকাল ধৃতদের আদালতে সোপর্দ করা হবে।

ঘটনার বিবরনে প্রকাশ, মঙ্গলবার ভোর রাতে জেএইচ১০সিই৫৮১৫ নম্বরের চৌদ্দ চাকার একটি লরি ত্রিপুরা সীমান্ত পেরিয়ে অসমে প্রবেশ করলে করিমগঞ্জ জেলার চুরাইবাড়ি ওয়াচ পোষ্টের পুলিশ ওই লরিতে তল্লাশি চালিয়েছে। তল্লাশি চালিয়ে লরি থেকে তিনশো পনেরো বস্তা বার্মিজ সুপারী জব্দ করেছে অসম পুলিশ। সাথে আটক করা হয়েছে ওই লরির চালক নাছারুল শেখ(৪৫) এবং সহ চালক মোজাহিদ শেখ(১৯)। ধৃতদের বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের মালদায়।

অপরদিকে সকাল দশটা নাগাদ একই কায়দায় ত্রিপুরা সীমান্ত পেরিয়ে অসমে প্রবেশ করা ডব্লিউবি১১ডি৬৬৬৭ নম্বরের বারো চাকার লরিতে তল্লাশি চালিয়ে একত্রিশ প্যাকেটে তিনশো চৌদ্দ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে চুরাইবাড়ি ওয়াচ পোষ্টের পুলিশ। সাথে আটক করা হয়েছে ওই লরি ও চালক শিবনাথ চৌধুরী (৪০) এবং সহ-চালক বাবাই গোসাইত(২৪)কে। ধৃতদের বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের হুগলিতে বলে জানিয়েছে অসম পুলিশ।

পৃথক দুটি অভিযান নিয়ে অসম পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর নিরঞ্জন দাস জানান, অসম ত্রিপুরা সীমান্তের চুরাইবাড়ি ওয়াচ পোষ্টের রুটিন তল্লাশি চলাকালীন সময়ে ত্রিপুরা থেকে আসা পৃথক পৃথক দুটি গাড়িতে তল্লাশি চালালে এই সাফল্য আসে।

তিনি বলেন, উদ্ধার বার্মিজ সুপারি তিনশো পনেরো বস্তায় মোট পঁচিশ হাজার দুইশ কেজি মজুদ রয়েছে। যার বাজার মূল্য আনুমানিক এক কোটি আশি হাজার টাকা। বার্মিজ সুপারী গুলি উনকোটি জেলার কুমারঘাট থেকে অসমের গৌহাটির উদ্যেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল। সাথে অপর একটি লরি থেকে একত্রিশ প্যাকেটে মোট তিনশো চৌদ্দ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। যার বাজার মূল্য আনুমানিক একত্রিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকার মতো। গাঁজা গুলি আগরতলা থেকে গৌহাটি হয়ে কলকাতা নিয়ে যাচ্ছিল। তিনি আরো বলেন, দুটি লরি থেকে মোট এক কোটি বত্রিশ লক্ষ টাকার বার্মিজ সুপারী ও শুকনো গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। সাথে দুটি লরি ও চালক, সহ-চালকরা বর্তমানে অসম পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। আগামীকাল ধৃতদের করিমগঞ্জ জেলা আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানান সাব ইন্সপেক্টর নিরঞ্জন দাস।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।